অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ প্রকরণ।

গুরুণোদীরিতং জ্ঞানং ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি।
তৎস্বস্মিন্নপ্যভিজ্ঞাতুং শিষ্যো বদতি সাম্প্রতম্ ॥১॥

জ্ঞানাষ্টকে গুরু বলিয়াছেন যে, সাধক শূন্যের ন্যায় শান্ত হ'ন্। শিষ্য নিজের তাদৃশী অবস্থা জানাইবার জন্য সম্প্রতি বলিতেছেন।১।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥১॥

সাধক প্রথমতঃ শারীরিক কর্ম বর্জন করেন, অনন্তর বাগ্‌বাহুল্য ত্যাগ করেন, তারপর চিত্তের বৃত্তিও ত্যাগ করেন্; আমিও তজ্জন্য এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।

প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥২॥

শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে প্রীতি নাই, আত্মাও অদৃশ্য, অতএব সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যাগ করিয়া একাগ্রহৃদয় হইয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি। (কর্ম বা জপাদি-দ্বারা অনিত্য ফল পাওয়া যায়। তাহার নাশে দুঃখ। এজন্য শব্দাদি-বিষয়ে প্রীতি নাই; আত্মা অবাঙ্মনসগোচর; অতএব তাহার ধ্যানাদি করিবার অবসরও নাই—এইরূপে সমস্তপ্রকার-চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যক্ত হইয়াছে)।২।

সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৩॥

তথাপি সমাধিলাভ করিবার জন্য ব্যবহার আবশ্যক হয়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন। যাহাদের চিত্ত কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনর্থের মূলীভূত ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা বিক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষেই সমাধির প্রয়োজন; আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই;—এই নিয়ম অবলোকন করিয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৩।

হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৪॥

আমি সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতাবর্জিত আত্মা, সুতরাং আমার পক্ষে হেয় বা উপাদেয় কোন বস্তুই নাই; সুতরাং আবার আমার কোন প্রকার দুঃখও নাই সুখও নাই; অতএব হে ব্রহ্মন্ (গুরো) আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৪।

আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জ্জনম্।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৫॥

বর্ণাশ্রমাদির ধ্যান ও তৎপ্রযুক্ত চিত্ত স্বীকার ও চিত্তবর্জন, এই সকলের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প সমুপস্থিত হয়; এজন্য আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৫।

কর্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাদ্ যথৈবোপরমস্তথা।
বুদ্ধ্বা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৬॥

লোকে যেরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্ম-হীনতা আশ্রয় করে; এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৬।

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৭॥

ব্রহ্ম অচিন্ত্য, এরূপ চিন্তা করিলেও আত্মা চিন্তার সদৃশ রূপ ধারণ করে; অতএব 'ব্রহ্ম অচিন্ত্য' এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৭।

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥৮॥

এইরূপ স্বরূপসাধন যিনি করিয়াছেন, তিনি কৃতার্থ হ'ন। এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) যাঁহার স্বভাব, তিনি যে কৃতার্থ হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার এবমেবাষ্টক-নামক দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীতি ও বিবাহ।

কেবল ভৌতিক নিয়ম পালন করিলেই যে স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়, তাহা নয়। নীতিপালনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ। মনুষ্য শরীর, মন ও প্রাণের সমবায়ে, তিনটির উৎকর্ষ-সাধনে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রাণ, মন ও জড় জগতের রাজা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর; তাঁহারই নিয়মে এই সমস্ত চলে। সুতরাং সকল প্রকার নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে চলিলে প্রাণ-মন অধিক স্বাস্থ্য ও সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রাণের লক্ষ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি?—ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহার বাধ্য হইয়া চলা। নীতির লক্ষ্য মনের সঙ্গে সম্বন্ধ জানা এবং তাহা পালন করা। Intuition বা সহজজ্ঞান-দ্বারা ঈশ্বর- ও পরকাল-তত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান হয়। Conscience (বিবেক) দ্বারা মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের জ্ঞান হয়, এবং কর্ত্তব্য-পালনে সুখ ও হেলনে দুঃখ হয়।

নীতি ও বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া চলিলে শারীরিক এবং সামাজিক বহুপ্রকার অনিষ্ট হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদির দ্বারা মনকে বিকৃত বা অসুস্থ ত করেই অধিকন্তু শরীরের অনিষ্ট করে। এই সমস্ত রিপু-দ্বারা উত্তেজিত হইলে, শারীরিক অনেক-গুলি অণু নষ্ট হয়। সে জন্য শরীরও দুর্ব্বল হয়। আমরা সকলেই জানি যে, বড় রাগ করিলে মাথা ধরে, চক্ষু জ্বালা করে, বুক ধড়ফড় করে। যে সর্ব্বদা রাগ করে, তার ভাল হজম হয় না। সেজন্য রাগী মানুষ অজীর্ণ রোগী (Dyspeptic) হয়। অজীর্ণ রাগকে বাড়ায়, রাগ অজীর্ণকে বাড়ায়; এই দুই মিলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, এবং ক্রমে কঠিনতর পীড়া আনিয়া পরিণামে তাহার অকাল মৃত্যু ঘটায়। ঈশ্বরনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ প্রফুল্লচিত্ত, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী। ধর্ম্ম- ও নীতি-সম্বন্ধে অনেক

তত্ত্ব আছে? সে সমস্ত আমার বলিবার বিষয় নয়।

এখন বিবাহতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলি। বিবাহের ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে বিশেষ যোগ। পরিণয় মানবসমাজের মহান্ কর্ত্তব্য এবং করুণাময় ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট বিধান। বিধাতার নিয়তি (Necessity) ক্রমে পবিত্র প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া নরনারীকে বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত করে এবং সন্তান উৎপাদিত করিয়া মানবজাতির প্রবাহ রক্ষা করে। দুইটি প্রাণ পবিত্র প্রেমে এক হইয়া প্রেমের তরঙ্গে আপনারা ভেসে যায় এবং জনসমাজকে ভাসাইয়া দেয়। তাহারা কৃপাপাত্র, যাহারা দাম্পত্য-প্রেমের লীলা, রসময়ের লীলা অনুভব করিতে পারে না। বিবাহ পাশব-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়। ইহা বিধাতার গৌরবার্থে পবিত্র প্রেমে ডুবিবার জন্য।

পবিত্র দাম্পত্য প্রেম অমৃত সমান।
পাপী উদ্ধারিতে পৃথিবীতে স্বর্গের সোপান।
সাধু-ভক্ত জন সেই রস করে পান।
সে প্রেম কোথা বা পাবে অধম মানুষে,
বিলাস-বিকার-মত্ত এই পঞ্চভূতময় দেশে?

বিবাহিত জীবনই মানব-সমাজে সুখ-শান্তির প্রস্রবণ। ঐ প্রস্রবণ যদি কলুষিত হয়, তবে দূষিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব-সমাজকে নরকের দিকে লইয়া যায়। এই জন্য পরিণয়-বিষয়ে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলিতেছি।

উক্ত হিন্দুশাস্ত্রের কথা প্রথমে বলি।

কন্যা যতদিন পতিমর্য্যাদা না জানে এবং ধর্মসাধন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কন্যাকে এইরূপে পালন করিবেক এবং অতি-যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ও ধন-রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।—
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বিজ্ঞান বলিতেছেন, যে, শরীর পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্বের বিবাহের সন্তান সুস্থ এবং সবল হয় না। বাল্য-বিবাহের দ্বারা বিবাহিত বালিকাগণ অল্পবয়সেই সন্তানবতী হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার কোন এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, যে, তাহার ত্রিশ বৎসরের পরিদর্শন ও অভিজ্ঞান-দ্বারা তিনি বলিতে পারেন যে, শতকরা ২৫জন স্ত্রীলোক বাল্য-বিবাহের ফলে invalid (চিররুগ্ন) হইয়াছে, আর ৫০ জন অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছে।"

(The Inspector of schools, Bombay) বম্বের শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং পার্শিছাত্রীগণ ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ মেধাবী ও পরিশ্রমী থাকে, কিন্তু বিবাহের পরেই তাহার সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

(The Sanitary Commissioner of India) ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিভাগের কমিসনার তাহার ১৮৯৯ সালের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় শতকরা ৮·৪ এবং বম্বাইতে ১৮·৭ মৃত সন্তান জন্মে।

সুবিজ্ঞা বিদুষী Annie Bessnta 'Awake India'-পুস্তকে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল পড়িলে, কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত এবং অশ্রুবর্ষণ হয়?

আর অধিক কথা বলিব না। যাহারা জোর করিয়া বুঝিবে না, তাহাদের কে বুঝাইবে ?

"অবোধকে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে,
ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে!"

ব্রাহ্মদের বিবাহ-আইন হইবার সময় তাঁহারা নানা বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের মত সংগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ ১৪ বৎসর পূর্ণ না হইলে, কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হয় না। পরের অভিজ্ঞান-দ্বারা জানিয়া তাঁহারা এখন প্রায়ই অন্ততঃ ১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দেন না। কেবল বয়স ধরিলে হইবে না। কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইলেই, অন্ততঃ এক বৎসর পরে যুবতীর বিবাহ হওয়া উচিত; এবং ২০-২২ বৎসর বয়সে যুবকের বিবাহের সময়।

বয়সের কথা ব্যতীত আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। Improvident marriage—অসঙ্গত অবস্থায় বিবাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিবার প্রতিপালনের সঙ্গতি না থাকিলে কিংবা উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবে না। এরূপ বিবাহের ফল নিজের এবং সমাজের দারিদ্র্য আনয়ন করে। এইরূপ বিবাহই ভারতে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। যখন দেশে খাদ্যদ্রব্য এত মাহার্ঘ ছিল না, এবং চালচলনও সাদাসিদে ছিল, আহার ও পরিচ্ছদের বিলাসিতা ছিল না, তখনকার কথা অন্যপ্রকার। এখন একদিকে অসচ্ছলতা ও বিলাসিতা, আর অন্যদিকে বিবাহের খরচ-বৃদ্ধি, এ-সময় কি অসঙ্গতি-বিবাহ চলে? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখনকার যুবকগণ ছাত্রজীবনে বিবাহ করিতে চায় না। ব্রাহ্মসমাজ এবং উন্নত শিক্ষিত হিন্দুসমাজে ভদ্রলোকদের মধ্যে এরূপ বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প। ধনীদের কথা অন্যপ্রকার। দেশের কয়জনই বা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে? সুখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বিবাহের ব্যয় এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা মারা যাইতেছে। কত কেরাণী এবং শিক্ষকের কন্যাদায়ে বাড়ি-ঘর বিক্রয় হইয়া যায়। পুরাতন কৌলিন্য-পণ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ কতই বেশী। বরের পিতা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার রক্ত শোষণ করেন। হায়, হায়, দুঃখিনী ভারতজননী কপাল-পোড়া! তাহা না হইলে, তাঁহার কৃতবিদ্য উন্নত সন্তানদের এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন?

বিবাহের সময় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। Hereditary disease বা বংশ-পরম্পরা-প্রবাহী রোগ যদি থাকে, কিংবা শরীরের অবস্থা এমন হয় যে, বিবাহ করিলে স্বাস্থ্যনাশ হইবে, তবে এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিলে কেবল অকাল-মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়।

বিবাহের পর অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সংযমী হইয়া সকল বিষয়ের আতিশয্য পরিহার করিতে হয়। ঘন ঘন সন্তান হওয়া পরিহার্য্য। ঘন ঘন সন্তান হইলে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যনাশ হয় এবং তাঁহারা নিজে রুগ্ন হইয়া রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়া

নিজেদের এবং জনসমাজের অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠেন্। বলিতে লজ্জা হয় যে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী-দিগের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্ঞান সত্ত্বেও সেকেলের বিজ্ঞানানভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ-সম্বন্ধে অনেক নীচে পড়িয়া আছেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এখনকার অনেকের নিকট বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র—উভয়েরই সম্মান নাই।

বেহাগ যৎ

গৃহধর্ম্ম নিত্য-কর্ম্ম পরম সাধন,
পবিত্র তীর্থ এই সংসার-তপোবন,
প্রেমের আধার গৃহ-পরিবার-বন্ধন,
প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ-অজ্ঞান বিষয়ের
তমোজাল যোগবলে করিবে ছেদন।
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবনমুক্ত,
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, সম-দম-ক্ষমা
শান্ত-সযতনে করিবে পালন,
সুখ-দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত
দেখিবে, দয়াময়-নাম মহামন্ত্র করিবে স্মরণ।

শ্রীরাজমোহন বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

যদি দুগ্ধের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হয়, তবে গাভীকে উত্তমরূপে দোহন করিতে হইবে। এরূপ না করিলে উত্তম গাভীও অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। উত্তম দোহন দোহন-কারীর পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় করিলে, কতকগুলি ফালতু দোহনকারী রাখিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের রোগ, শোক অথবা ছুটিছাটায় দোহনকারীর অনুপস্থিতিতে ফালতু দোহনকারীর দ্বারা কার্য্য লইতে হইবে। প্রত্যহ দোহনকারীরা যদি ছুটিছাটা না পায়, তবে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তজ্জন্য উত্তম গাভীও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। গাভী খারাপ হইলেও উত্তম-দোহন-দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু খারাপ দোহন-দ্বারা উত্তম গাভীও অধম হইয়া যায়।

দুগ্ধ-দোহনকারীদিগকে উত্তমরূপে কার্য্য করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার-দ্বারা উৎসাহ দিবে। নতুবা তাহাদিগের বেতন প্রথমে অল্প রাখিয়া, উত্তমকার্য্য দেখিলে বৃদ্ধি করিয়া দিবে। বেতন-বৃদ্ধির আশা থাকিলে, তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে।

দোহনকারীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, এবং দুই দলে যাহাতে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা করিবে। এতদর্থে কোন্ দোহন-কারী কত দুগ্ধ বাহির করিল, তাহার হিসাব প্রত্যহ রাখিবে ও উত্তম দোহনকারীদিগকে কিছু বক্‌সিস্ বা তাহাদিগের বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাহা হইলেই তাহাদিগের মধ্যে একটা ঘোরতর প্রতিযোগিতা হইবে এবং পুরস্কার বা বেতন-বৃদ্ধির লোভে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। দোহন-

কারীরা যদি একস্থানের হয়, তবে তাহারা গড় করিয়া বেতন-বৃদ্ধি করাইবার চেষ্টা দেখে। এইজন্য ফাল্‌তু লোকের আবশ্যকতা। কিন্তু সময় পড়িলে তাহাদিগের নিকট হইতে এরূপভাবে কার্য্য লইবে, যেন তাহারা ইহা না বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের ভিন্ন তোমার অন্য গতি নাই। নতুবা, তাহারা তোমাকে পুনরায় উত্যক্ত করিবে। একটা গোয়ালার মাসিক বেতন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা যথেষ্ট। প্রত্যেক লোককে দশটা গাভী এবং দশটী মহিষ দোহন করিবার ভার দিবে।

দোহন করিতে হইলে, শীঘ্র শীঘ্র দোহন করাই শ্রেয়। মনে কর, পূর্ণদুগ্ধবতী একটি গাভী দিনে ১২ সের দুগ্ধ দেয়, অর্থাৎ সকালে ছয় সের এবং সন্ধ্যাকালেও ছয় সের। এরূপ গাভীকে দোহন করিতে চারি মিনিটের অধিক সময় লওয়া উচিত নহে। দোহনটী নিঃশব্দে, উত্তমরূপে এবং শীঘ্র হওয়া চাই। খারাপ দোহনের দ্বারা উত্তম গাভীও এক সপ্তাহের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। অপত্য-প্রসবকাল হইতে দুগ্ধ শুষ্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত গাভীর দুগ্ধ দিবার কাল গড়ে ২৪০ দিন।

ছয় সপ্তাহ ধরিয়া গাভীগুলি শুষ্ক থাকে। স্বাস্থ্য উত্তম হইলে তাহারা সন্তান-প্রসবের দুইমাস পরেই চরম সীমায় দুগ্ধ দেয়। ক্রমে তাহাদিগের দুগ্ধ কমিয়া আসে। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গাভী উত্তমরূপ দুগ্ধ দিয়া থাকে।

বলদের সহিত ভ্রমণ করিলে গাভীর দুগ্ধ মাত্রায় এবং গুণে কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধের গুরুত্ব ও চর্ব্বির অংশের দুস্বতা হয় এবং উষ্ণ করিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়। এরূপ অবস্থা অবশ্য অধিক দিন থাকে না।

পশুকে আহার দেওয়ার পরই দোহন করা উচিত। প্রত্যেক দোহনকারীকে একটা ঝাড়ন দিবে। তদ্দ্বারা তাহারা দোহনের পূর্ব্বে গাভীর বাঁট ও স্তন ঝাড়িয়া লইবে। অন্যথা বাঁটের ধূলা দোহন-কালে দুগ্ধে পড়িতে পারে। দোহনকারীদিগের নখ সর্ব্বদাই কর্ত্তিত থাকা চাই; নতুবা বাঁট ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ-দোহনের পর ঝাড়নের দ্বারা গাভীর বাঁট পুনরায় মুছিয়া দিবে। এ-প্রথাটী বিশেষতঃ নবপ্রসূতা গাভীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। নবপ্রসূতা গাভীগুলিকে সর্ব্বশেষে দোহন করিবে। দোহনকালে এক পার্শ্বের দুইটী বাঁট ধরিয়া দোহন করিবে না। সম্মুখের ও পশ্চাতের বাঁট ধরিয়া দোহন করিলে, দুগ্ধ ঠিক্ ঠিক্ নির্গত হয়; নতুবা দুগ্ধের ধারা নিয়মিত বাহির হইবে না।

দুগ্ধ-দোহন করিবার পূর্ব্বে বৎসকে গাভীর স্তন কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া পান করিতে দিবে। পরে তাহাকে গাভীর সম্মুখে রাখিয়া দোহন করিতে থাকিবে। গাভী এই সময়ে বৎসের গাত্র চাটিতে থাকে। দুগ্ধ-দোহন হইয়া যাইলে, বৎসকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। নতুবা বড় বৎসগুলি মাতার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া স্তন কামড়াইয়া বাঁটে ক্ষত করিয়া দিবে অথবা অন্য গাভীর নিকট যাইবে।—ফলে এই হইবে যে, অন্য গাভী অপরের বৎস দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া যাইবে এবং দুগ্ধ দিবে না। মহিষেরা অপরের বৎস নিকটে আসিতে দেখিলে প্রায়ই দুগ্ধ দেয় না। মহিষের বৎস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহারা দুগ্ধ

দিতে চাহে না। এরূপস্থলে দুই এক ঘণ্টা সাধ্যসাধনার পর মহিষেরা দুগ্ধ দেয়।

বোগ্‌নো (বাঁটলোই) দোহন-পাত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টিন-পাত্র বা এনামেল পাত্র সুবিধার নহে। মৃন্ময় পাত্র সর্ব্বথা পরিত্যজ্য; কারণ মাটির পাত্রে ছিদ্র থাকায় দুগ্ধ তন্মধ্যে প্রবেশ করে ও ছিদ্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া পচিয়া যায়। ধৌত করিলেও তাহা পরিষ্কার হয় না। যদি এরূপ পাত্রে দোহন করা যায়, তবে তাজা দুগ্ধ পচা দুগ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংবাদ।

১। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু ও ভারত কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিরাপদে বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

২। পাবনা-জেলার দুলাইর সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা শরিফন্নেসা খাতুন চৌধুরাণী মহোদয়া বর্ত্তমান সময়ের বস্ত্র-সংকটের দিনে ৫০০ শত অনাথ দীন-দরিদ্রকে বস্ত্রদান করিয়াছেন।

৩। ব্রহ্ম-রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণকালে যে পিয়ারসন সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন, সেই পিয়ার্সন সাহেব চীনের পিকিন-সহরে রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত এবং সাঙ্গাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন।

৪। ভারতরক্ষার আইন অনুসারে গিনি বা টাকা গলাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা অপরাধ বলিয়া গণ্য। গবর্ণমেণ্ট এতদিন কঠোরতা-সহকারে ঐ বিধানের প্রয়োগ করেন নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, গিনি ও টাকা গলাইলে দণ্ড হইবে।

৫। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী পল্টনের সুবেদার এ, কে, মিত্র আহত হইয়া মারা গিয়াছেন।

৬। বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষের তিনজন ছাত্র "র‍্যাঙ্গলার"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই তিন জন ছাত্রের মধ্যে একজন কলিকাতার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি দ্বিতীয় জন পুনার মিঃ ডাইবি; তৃতীয় জন বোম্বাইয়ের মিঃ গুঞ্জিকর।

৭। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মমহিলাগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

প্রথম বিভাগ।

বীণা রায়চৌধুরী	...ডাওসেসন কলেজ
নলিনী দাসগুপ্তা	... বেথুন কলেজ
কলিতা রায়	... " "
সুবালা রায়	... " "
উষাবালা সেন	... " "

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুষমা বন্দোপাধ্যায়	... বেথুন কলেজ
সুপ্রভা দাসগুপ্তা	... " "
সুহাসিনী রায়	... " "
ললিতা বসু	...ডাওসেসন কলেজ
আশা দত্ত	... " "
সুখময়ী লাহিড়ী	... " "
রাবেয়া রায়	... প্রাইভেট্

তৃতীয় বিভাগ।

সুরবালা সিংহ	... বেথুন কলেজ

৮। বোম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশ,—ছয়টী ব্রাহ্ম মহিলা ইণ্টারমিডিএট ইন্ আর্টস পরিক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন:—

(১) মিসেস্ আর্, আর্, নাবর, (২) কুমারী লবঙ্গিকা দিবেতিয়া, (৩) কুমারী ভবানী নট-রঞ্জন, (৪) কুমারী ভানুমতী বীরকর, এবং (৫ ও ৬) কুমারী দেবও ভাণ্ডারকার।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 659. July, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৯ সংখ্যা।	আষাঢ়, ১৩২৫। জুলাই, ১৯১৮।	১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বঙ্গ-সেনার প্রতি

(রাগিণী বিভাস)

বঙ্গমাতার বীর তনয়,
চল্ রে সবাই চল্,
সাত সাগরের পার হ'তে আজ
ডাক্ এসেছে, চল্!
মানিস্ নে আজ বাধা-বাঁধন,
রাখিস্ নে আজ ভয়,
শঙ্কা-হরা ডঙ্কা-নাদে
চল্ রে ও ভাই চল্!
মৃত্যুকে আজ তুচ্ছ করে
'জয় বৃটিশের' বল,
বঙ্গমাতার বীর তনয়,
নির্ভীক প্রাণে চল্!
পুণ্য-রাজার পুণ্য-প্রজা—
তোদের অসীম প্রতাপ বল,
তোপের মুখে চলিস্ তোরা
তোরা মরণ-জয়ীর দল!

বঙ্গমাতার বুকের মণি,
চল্ রে সবাই চল্,
বীর-হৃদয় তোরা সবাই
জয় বৃটিশের বল্!
ডঙ্কা-নাদের তালে তালে
তোরা বাঁধিস্ বুকে বল,
নিখিল অরি বিনাশ করি
তোরা আনিস্ শান্তিজল!
সবার উপর রাখিস্ মনে
পরম পিতার বল,
মুক্ত কণ্ঠে গাহিস্ তোরা—
'তুমি দাও পরমেশ বল!'
তবে চল্ রে সবাই চল্ রে ওভাই
তোরা হোস্ নে ভীরুর দল,
পিতার নামে দেশের নামে
তোরা চল্ রে ওভাই চল্॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

কুলবধূ।

বধূ সংসারের ভূষণস্বরূপা। বধূর লজ্জা-বিমণ্ডিত কমনীয় কোমল মূর্ত্তি সংসারের তীব্রতা দূর করে, সংসারের শূন্যতা পূর্ণ করে এবং সংসারকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া থাকে। অকৃত্রিম স্নেহে পরিপূর্ণ, উন্মাদনাহীন প্রেমে পরিপূর্ণ, অবাধ করুণায় পরিপূর্ণ, অকপট পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বিনয় ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি বধূর হৃদয় জগতের এক অপূর্ব্ব বস্তু। অসামান্য-সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও বধূ গর্ব্বভরে আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহে না; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সবিশেষ পক্ষপাতিনী হইলেও বিলাসিতার প্রগল্‌ভতায় দূষিতা নহে। বনফুলের মত স্নিগ্ধ মধুর লজ্জাময়ী বধূমূর্ত্তি পরিশ্রান্ত জীবনের বিশ্রামস্বরূপ, সন্তপ্ত জীবনের শান্তি-প্রস্রবণ স্বরূপ।

সংসারে নিভৃতভাবে অবস্থান করিলেও এই কোমলস্বভাবা বধূদিগের শক্তি ও দায়িত্ব বড় অল্প নহে। ইহারা সংসারের মজ্জা-স্বরূপা। এইজন্য সংসারে শান্তি ও অশান্তি ইহাদের গুণ ও দোষের উপর নির্ভর করে। যে বধূ সমস্ত সংসারের উন্নতিকামিনী হইয়া স্নেহ-মমতাদি-দ্বারা সকলকে একসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং অন্তর্নিহিত শক্তিস্বরূপ সকলকেই সংসারের মঙ্গলের জন্য একভাবে ও একপ্রাণে চালিত করে, সেইরূপ বধূই সংসারের শ্রী-স্বরূপা। সংসার ইহাদের দ্বারা পরম উন্নতি লাভ করে। প্রাচীনকালে এইরূপ গুণবতী বধূর সংখ্যা অধিক-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কারণ, তখন সকলের ঈশ্বরের প্রতি একটা বিশ্বাস ছিল, স্বামীর প্রতি একটা অবিচলিত ভক্তি ছিল, স্বার্থের প্রতি তেমন দৃষ্টি ছিল না, চিত্তে সন্তোষের প্রাচুর্য্য ছিল এবং পুণ্যই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এখন কালের প্রভাবে বাহ্য সভ্যতায় ভুলিয়া সকলে অন্তরের জিনিষ হারাইতে বসিয়াছে। তাই আমরা সুপবিত্র বধূমহলে অনেক অপবিত্রতার ছবি দেখিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই যে, আর একপ্রকার বধূ আছে, যাহারা সংসারের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল নিজেদেরই বিষয় ভাবিয়া ভেদবুদ্ধি-দ্বারা সংসার বিচ্ছিন্ন করিতে চায় এবং কেবল স্বার্থের জন্য সমস্ত সংসারের মঙ্গলামঙ্গল-চিন্তা করে না। ইহারা গৃহের অলক্ষ্মীস্বরূপা; ইহাদের দ্বারা সংসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুণবতী বধূ পিতৃগৃহ হইতে পতির সংসারে আসিয়া পিতৃগৃহ একরূপ বিস্মৃত হইয়া পতির সংসারকেই নিজের সংসার মনে করেন। তাই তিনি শ্বশুর-শ্বশ্রূকে স্বকীয় জনক-জননীর পদে স্থাপিত করেন, এবং কন্যার মত কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের সেবা করেন, দেবরগুলিকে তাঁহার ভ্রাতার মত ও ননন্দাগুলিকে ভগিনীর মত দেখেন, এবং নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ ও সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সকলেরই হিতের জন্য তনুপাত করিতেও সঙ্কুচিতা হ'ন্ না। এই বধূগণ ধনীর কন্যা হইয়াও দরিদ্রের গৃহে পড়িলে পিতৃ-গৃহের ধনগর্ব্ব বিষের মত পরিহার করেন, এবং দরিদ্রের কন্যা সাজিয়া মোটা কাপড় ও মোটা ভাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদাই শ্বশুর,

শ্বশ্রূ প্রভৃতি পূজনীয়বর্গের সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকেন, দেবর ননন্দা, প্রভৃতি স্নেহাস্পদদিগকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত স্নেহ অর্পণ করিয়া, প্রাণ দিয়া তাঁহাদের মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন, এবং পতি যতই নির্গুণ হউন্ না কেন, তাঁহাকে নিজের অভীষ্ট-দেব বলিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন্। পতির গৃহে ইহারা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন না। দরিদ্র-সংসার বলিয়া যদি কেহ পতিগৃহের নিন্দা বা অপমান করে, ইহারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও বনবাসী সত্য-বানের হস্তে পড়িয়া বল্কলধারিণী বনবাসিনী সাজিয়াছিলেন। সতী রাজকন্যা হইয়াও ভিক্ষুকবর মহাদেবের হস্তে পড়িয়া ভিক্ষুকী-বৃত্তি অবলম্বন করাই পরম সৌভাগ্য মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অযোধ্যাপতি দশরথের কন্যা শান্তা ঋষ্য-শৃঙ্গের সহধর্ম্মিণী হইয়া আজীবন ঋষিপত্নীর মত ছিলেন। এইরূপ গুণবতী বধূমাত্রই পতির সংসারকে নিজের সংসার মনে করেন এবং পতিকুলের সম্মানকে সর্ব্বতোভাবে নিজ সম্মান মনে করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণহীনা বধূরা শ্বশুরালয়ে যাইয়াও পরের কন্যার মত ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। তাহারা শ্বশুর-শ্বশ্রূকে জনক-জননীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চায় না, দেবর-ননদ-দিগকে ভ্রাতা-ভগিনীর মত ভালবাসিতে আদৌ প্রবৃত্ত করে না। শ্বশুর-শ্বশ্রূর সেবা কি ননদ-দেবরের আদর ও যত্ন করা তাহারা একরূপ বাহুল্যই মনে করে; বরং নিজের সুখপথের কণ্টক মনে করিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়ে না। এই সমস্ত স্বার্থপরায়ণা বধূ স্বীয় পতিকে নিজের অভীষ্ট দেবতা বলিয়া যথার্থ ভক্তি করে না; নিজের স্বার্থসাধনের উপায়ভূত মনে করিয়া তাহার সহিত একটা দাম্পত্য সম্বন্ধ রাখে মাত্র, ও সর্ব্বদাই তাঁহার উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করে। ইহারা কেমন করিয়া পতিকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ নিজে সমস্ত সুখ নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবে ও ইচ্ছামত বেশভূষা পরিধান করিবে, কেবল তদ্বিষয়েই উৎসুক থাকে। এজন্য সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা দিয়া পতির চিত্তকে অন্য সকলের উপর বিরক্ত করাই ইহাদের নিত্যকার্য্য। ইহাদের "ইষ্টমন্ত্রে" ভুলিয়া অনেক মূঢ়পুরুষ চক্ষুর্লজ্জা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিসর্জ্জন দিয়া অবশ্য-প্রতিপাল্য বৃদ্ধ জনক, বৃদ্ধা জননী ও নাবালক উপায়বিহীন ভ্রাতৃগণকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর আবার অনেকে এতই এক-লতাপ্রিয়া, যে সংসার ত দূরের কথা, এক-সমাজেই পাঁচ জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকাও স্বার্থহানিকর মনে করিয়া, স্বামীকে লইয়া বিদেশবাসিনী হইয়া থাকে। শ্বশুর-গৃহ অপেক্ষা, পিতৃগৃহের সহিত সম্বন্ধ ইহাদের চিরদিনই অধিক থাকে। শ্বশুর-শ্বশ্রূকে শুনা-ইয়া শুনাইয়া ইহারা পিতৃগৃহের গর্ব্ব করিতে ভালবাসে এবং পিতৃকুলের গৌরব প্রকাশ করিতে যদি পতিকুলের নিন্দা করিতে হয়, তাহাতেও সঙ্কুচিত হয় না। কারণ, অনেক-স্থলে দেখা যায় যে, ইহাদের কুমন্ত্রণায় পতির বৃদ্ধ জনকজননী পরিত্যক্ত হইয়াছেন বটে,

কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের নিজেদের জনক-জননী প্রভুত্বের সহিত স্থান লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ গুণবতী বধূ যেমন মধুরবাক্য ও সৌজন্যদ্বারা সমস্ত স্বজন, পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখেন, লজ্জা, দয়া, মায়া, ভক্তি, স্নেহ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির দ্বারা সাধারণের সম্মানভাজন হ'ন্, নির্গুণা বধূ তেমন কর্কশবাক্য ও অসদাচরণের দ্বারা সমস্ত স্বজন, পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে সর্ব্বদা উত্ত্যক্ত করিয়া থাকে এবং দম্ভ, বাচালতা, নির্লজ্জতা ও কদাচার প্রভৃতি দোষের দ্বারা সাধারণের বিরাগভাজন হয়।

এই দুই প্রকারের বধূচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সুশিক্ষার ফলেই বধূরা প্রায়ই গুণবতী হয় এবং কুশিক্ষা বা অশিক্ষার প্রভাবে গুণহীনা হইয়া থাকে। বধূদিগের এই শিক্ষার জন্য তাহাদের মাতাপিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। কারণ, বাল্যবয়সে যখন তাহারা কন্যারূপে পিতৃগৃহে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদের কোমল-চিত্তবৃত্তি শিক্ষাগ্রহণের পরম উপযোগিনী থাকে, তখন প্রত্যেক হিতকামী মাতাপিতার কর্ত্তব্য কন্যাদিগকে পরম যত্নসহকারে শিক্ষাদান করা। বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন বলিয়া কেবল পুত্রকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে ও শিক্ষাদান করিলে পিতৃকর্য্য সম্পূর্ণ হইল না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"-কন্যাকেও অতিযত্নে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় অনেক মাতাপিতা এ বিষয়ে সম্যক উদাসীন থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা কন্যা পরগৃহবাসিনী হইবে এবং নিজের কোনও উপকারে লাগিবে না বলিয়া তাহাদিগকে পুত্রের মত আদর-যত্ন বা শিক্ষাদান করা বাহুল্য মনে করেন, আবার কেহ কেহ বা কন্যা দুইদিন পরে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুর গৃহে যাইবে, এই চিন্তায় কাতর হইয়া যে দুইদিন কন্যা পিতৃগৃহে থাকে, সে দুইদিন তাহাকে অত্যধিক আদর করিয়া তাঁহাদের শিক্ষাদানের কর্ত্তব্যতা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান, কিংবা শিক্ষাদান তাঁহাদের কন্যার পক্ষে কঠোর হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাতে নিবৃত্ত থাকেন্। কিন্তু বস্তুতঃ ধরিতে যাইলে আদরের উপরোধে শিক্ষাদানে বিরতি কন্যার প্রতি প্রকৃত আদরের পরিচায়িকা নহে। যে মাতাপিতা কন্যার সমস্ত জীবনের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিলেন না—তাহাকে শিক্ষাদান না করিয়া, তাহার কেবল একটা আজীবনব্যাপী কষ্টেরই সূচনা করিয়া দিলেন—সে মাতাপিতাকে কন্যার প্রতি স্নেহবান্ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কন্যা দুইদিন পরে পরের হইবে বলিয়া যে-দুইদিন সে পিতৃগৃহে থাকিবে, সে-দুইদিন তাহাকে শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে তাহাকে অবাধ যথেচ্ছাচার করিতে দেওয়া হইবে,—এ কিরূপ কথা? মনু বারংবার বলিয়াছেন—

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ॥

স্ত্রীলোক বালিকাই হউন্, যুবতিই হউন্ অথবা বৃদ্ধাই হউন্, গৃহে কোনও কর্ম্ম স্বতন্ত্র হইয়া করিতে পারিবেন না।

"বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥"

স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনাবস্থায় স্বামীর বশে এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পুত্রের বশে থাকিবে ; কখনও স্বাধীনতা লাভ করিবে না ।

"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ
স্বৈর্দিবানিশম্ ॥"

পিতা, স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধিগণ স্ত্রীলোকদিগকে দিবারাত্র অস্বতন্ত্রা রাখিবেন্। বিশেষতঃ বাল্যকালই সমস্ত জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এইকালেই বালিকাগণের কোমল হৃদয়ে সংশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইলে, সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহারা তাহার সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এ অবস্থায় তাহাদিগকে কুফলদায়ক যথেচ্ছাচারের অবসর না দিয়া, তাহাদের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা এবং যাহাতে সংশিক্ষা লাভ করিয়া পরিণামে তাহারা একটী সুখময় গার্হস্থ্যজীবন ধারণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

কন্যাকে 'শিক্ষা দেওয়া' বলিতে গেলে কেবল 'রাশি রাশি পুস্তকপাঠের অবসর দিয়া তাহাকে একটা পুস্তক-কীটরূপে পরিণত করা' নহে, কিন্তু কিরূপে তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিরূপেই বা সে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়া ভালরূপ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে পারে, এই শিক্ষাদানই প্রকৃত শিক্ষাদান। কারণ, মনু বলিয়াছেন—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ
স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া ॥

পুরুষদিগের মত স্ত্রীদিগের উপনয়নরূপ বৈদিকসংস্কার, গুরুগৃহে বাস, অথবা হোমক্রিয়া নাই ; কিন্তু বিবাহই স্ত্রীদিগের বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই তাহাদের গুরুগৃহে বাস, এবং গৃহকর্ম্মই তাহাদের হোমরূপ অগ্নিসেবা। বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে স্বভাবতঃ কঠোরপ্রকৃতি পুরুষগণ সংসারের উন্নতির জন্য বাহিরে ধনাদির অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিবেন, এবং তাঁহাদের কোমলপ্রকৃতি পত্নীগণ অন্দরে গৃহশ্রীরূপে বিরাজমান থাকিয়া কর্ম্মক্লান্ত পতির সেবাশুশ্রূষা ও সংসারের তত্ত্বাবধান করিবেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্মবিভাগ আর কি হইতে পারে ? সেইজন্য, কন্যা যাহাতে পতিগৃহে সংসারোজ্জ্বল-বধূ হয়, পতিকে ভালরূপ চিনিতে পারে, পতির সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে পারে, পতিকুলের মর্য্যাদাকে নিজের মর্য্যাদা বলিয়া চিন্তা করিতে পারে, স্নেহবন্ধনে পতিগৃহের সকলকে বশীভূত করিতে পারে, লজ্জা, দয়া, মমতা, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মশীলতা, সেবাপরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা, কর্ম্মপটুতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণের অধিকারিণী হইয়া পতিসংসারকে এক শান্তিময় রাজ্যে পরিণত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে মাতাপিতার কন্যাকে নিজেদের সদ্দৃষ্টান্ত দেখানই প্রধান কর্ত্তব্য। কন্যা যদি দেখে তাহার জননী পিতার উপর প্রভুত্বপরায়ণা, সে অমনি স্বামীর প্রতি প্রভুত্ব করিতে শিখিবে। কন্যা যদি দেখে তাহার নির্লজ্জা জননী কর্কশবাক্যে সংসারের সকলকে উত্যক্ত করিতেছে, সে অমনি নির্লজ্জা হইয়া কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে শিখিবে। কন্যা যদি

দেখে, তাহার মাতাপিতা ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিয়া পাপক্রিয়ায় আসক্ত, অমনি তাহার মন অধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইবে। কন্যা যদি দেখে তাহার মাতাপিতা দম্ভভরে কাহারও সহিত কথা কহে না, সে অমনি দাম্ভিকা হইতে শিখিবে। কন্যা যদি দেখে তাহার মাতাপিতা বিলাসিতার উপরোধে কেবল অপব্যয় করেন, অমনি সে অমিতব্যয়িতা শিক্ষা করিবে। এইরূপ মাতাপিতার সদৃষ্টান্ত দেখিলে কন্যার চিত্ত যে সৎপথে ধাবিত হইয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যে সময়ে সময়ে বিলাসের ক্রোড়ে পালিতা ধনিকন্যাকে দরিদ্র-শ্বশুরগৃহে বাস করিতে অনিচ্ছু দেখিতে পাই, তাহা যে তাহার মাতাপিতৃদত্ত কুশিক্ষা-দোষেই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আরও দেখিতে পাই, জনকজননীর প্রকৃতিগত গুণ ও দোষ জন্মসূত্রে কন্যাতে উপগত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক দম্পতীর কন্যা প্রায়ই ধর্ম্মশীলা হয়, উদারস্বভাব দম্পতীর কন্যা প্রায়ই প্রশস্তচিত্তা হয়, আবার পাপবৃত্ত-দম্পতীর কন্যা প্রায়ই পাপপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে ও সঙ্কীর্ণচিত্ত দম্পতীর কন্যা প্রায়ই ক্ষুদ্রমতি হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ কন্যার কুল-শীলাদি সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে কন্যা-পরিগ্রহের কথা বলিয়াছেন।

নিজেদের সদৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ব্যতীত কন্যাকে অবসর-মত সদুপদেশ প্রদান করাও মাতা-পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কন্যা যাহাতে নানাবিষয়ে সদুপদেশ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনমত বিদ্যাদান করাও কর্ত্তব্য। শকুন্তলাকে দুষ্মন্তগৃহে পাঠাইবার সময় মহর্ষি কণ্ব তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥" অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

শকুন্তলে, পতিগৃহে যাইয়া গুরুজনদিগকে শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগকে প্রিয়সখীর মত দেখিবে, স্বামি-কর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেও ক্রোধবশতঃ তাঁহার প্রতিকুল আচরণ করিও না, পরিজনবর্গের প্রতি অত্যন্ত অনুকূলা হইও, এবং সৌভাগ্যে গর্ব্বিত হইও না। এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াই যুবতিগণ গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন্। আর যাহারা প্রতিকূল আচরণ করে, তাহারা বংশের পীড়াস্বরূপ। অতিশয় অল্প কথায় পতিগৃহগামিনী কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ, ইহা অপেক্ষা আর কি ভাল হইতে পারে?

কন্যার শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন মাতা-পিতার এইটী অবশ্য ভাবা উচিত যে, তাঁহাদের শিক্ষাদানবিষয়ক যত্নের অভাবে যদি কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বীয় অসদাচরণের দ্বারা সকলের নিন্দাস্পদ হয়, তাহা কেবল তাঁহাদের কন্যার নিন্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে না, পরন্তু তাহা তাঁহাদেরও নিন্দা। কারণ, সকলেই মনে করিবে যে, এমন কুলের মেয়ে আসিয়াছে যে, সংসার উচ্ছিন্ন করিয়া দিল! ইহা মাতাপিতার পক্ষে কম কলঙ্ক নহে।

কিন্তু বধূদিগের গুণ ও দোষের জন্য

কেবল তাহাদের জনকজননীকে দায়ী করিলে তাহাদিগের শ্বশুরগৃহের প্রতি পক্ষপাত দেখান হয়। অনেক স্থলে শ্বশুরগৃহের সংস্পর্শেও বধূচরিত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক ভাল সংসারের কন্যা নীচ-শ্বশুর-গৃহের সংস্পর্শে নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। "সংসর্গজা দোষ-গুণা ভবন্তি।" দোষগুণ সংসর্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা চিরপরিচিত কথা। বাস্তবিক, জীবনের অধিকাংশ সময় যাহাদের সংসর্গে থাকিতে হইল, যাহাদের সহিত জীবন এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ হইল, যাহাদের সমুদয় বস্তু নিজের বস্তু বলিয়া গণ্য হইল, তাহাদের প্রকৃতির অংশভাগিনী হওয়া কোমলমতি বধূর পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ পাত্রের কুলশীল পরীক্ষা করিয়া কন্যাদান করিবার কথা বলিয়াছেন। মনুও বলিয়াছেন,

"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥"

স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহাদিতে মিলিত হয়, স্বামীর সেইরূপ গুণই সে প্রাপ্ত হয়; যেমন কোন নদী স্বাদুজলা হইলেও সমুদ্রসহযোগে লবণাক্তা হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, একই গৃহস্থের এক কন্যা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে পড়িয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত শুদ্ধাচারিণী ও ধর্ম্মশীলা হইয়াছে, অপর কন্যা ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিকের ঘরে পড়িয়া সেইরূপ নাস্তিকভাবাপন্না হইয়া পড়িয়াছে, আর এক কন্যা ধনাভিমানী ধনীর গৃহে পড়িয়া হৃদয়ে গর্ব্বিতভাব পোষণ করিয়াছে, আবার আর এক কন্যা ভিক্ষোপজীবী দরিদ্রের ঘরে পড়িয়া ভিক্ষুকী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিতা নয়। বাস্তবিকই, স্বামী ধার্ম্মিক হইলে পত্নীরও চিত্ত ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়, স্বামী পাপবৃত্ত হইলে পত্নীরও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পাপমলিনা হইয়া থাকে, স্বামী সঙ্কীর্ণচিত্ত হইলে পত্নীরও চিত্ত ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, স্বামী বিলাসী হইলে পত্নীও ক্রমে বিলাসিনী হন্, স্বামী পরানিষ্টরত হইলে পত্নীও তৎসংসর্গে ক্রমশঃ পরানিষ্টপরা হইয়া থাকে, স্বামী অসংযতেন্দ্রিয় হইলে পত্নীর চিত্তও ক্রমশঃ অসংযত হইয়া পড়ে। ফল, কুলোজ্জ্বলা পত্নী পাইতে হইলে স্বামীরও পত্নীর শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক স্বামীরই মনে করা উচিত যে, পত্নীর সহিত তাহার কেবল ভোগসম্বন্ধ নাই, পত্নী তাহার ক্রীড়াপুত্তলিকা নহে, পত্নী তাহার ক্রীতদাসী নহে! পত্নী সুখদুঃখে, সম্পদ্-বিপদে তাহার একমাত্র সহচরী, পাপপুণ্যের একমাত্র অংশভাগিনী, ধর্ম্মের একমাত্র সহকারিণী। এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে শত জন্মান্তরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! এবং স্বামীও পত্নীর পরম বন্ধু, পরম আশ্রয়, পরম গুরু। গুরুর মত সৎশিক্ষাদ্বারা পত্নীচরিত্রের উৎকর্ষসাধন করাই প্রত্যেক যোগ্য পতির কার্য্য। যে পতি তাহা করে না, তাহাকে অযোগ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ কাপুরুষ পতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই সমস্ত হীন পতিগণ পত্নীকে ভোগসামগ্রী মনে করিয়া কেবল নীচ স্বার্থসাধনেই তাহাদিগকে চালিত করিয়া থাকে। পত্নীরও যে একটা দায়িত্ব আছে—পত্নীর ও যে একটা জীবনের আদর্শ আছে, পত্নীর উৎকর্ষাপকর্ষের

উপর যে তাহার সাংসারিক জীবনের শান্তি ও অশান্তি নির্ভর করে—একথা তাহারা ভুলিয়া যায়। ক্রমে তাহাদের পত্নীগণও স্বামীর প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, দায়িত্বশূন্য ও স্বামীর নীচস্বার্থসাধনের একমাত্র উপায়ভূত হইয়া বধূকুলের কলঙ্কস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন।

কেবল শিক্ষাভাবই বা কেন?—শ্বশুরগৃহের আদর-যত্নের অভাবেও অনেক বধূ খারাপ হইয়া যায়। বধূ যদি গৃহে আগমন করিয়াই স্বামীর অনাদর ও শ্বশুরশ্বশ্রূর নির্য্যাতন লাভ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা হইলে পরকন্যা হইয়া সে কখনই বা সকলের বশীভূতা হইবে, কখনই বা পতির সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে? বরং বারংবার নির্য্যাতিতা হইয়া পরিশেষে আত্মরক্ষার্থ নিজেও কর্কশমূর্ত্তি ধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। অনেক বধূৎপীড়নশীলা শ্বশ্রূর যে পরিণামে বধূ-নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। সেইজন্য বধূদিগকে সযত্নে পালন করা এবং মিষ্ট ব্যবহার ও বস্ত্রালঙ্কারাদি-দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা অতিশয় আবশ্যক। নারীদিগকে কিরূপ সন্তুষ্ট রাখা উচিত, তৎসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।

কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পতি, কি দেবর, ইহারা সকলেই যদি প্রভূত কল্যাণ-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নারীদিগকে পূজা করিবেন ও ভূষিতা করিবেন।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যে কুলে নারীগণ পূজিত হন্, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন্। আর যেখানে নারীগণ পূজিত হন না, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিস্ফলা হইয়া যায়।

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যে কুলে কুলস্ত্রীগণ কষ্টপ্রাপ্ত হন্, সেই কুল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, আর যে কুলে তাহারা কষ্টপ্রাপ্ত হন্ না, সেই কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

কুলস্ত্রীগণ অপূজিত হইয়া যে-সকল গৃহে শাপ প্রদান করে, সে সমস্ত গৃহ অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥

অতএব যাঁহারা সম্পত্তি কামনা করেন্, তাঁহারা বিবিধ উৎসবাদি-উপলক্ষে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা অশন, বসন ও ভূষণদ্বারা পূজা করিবেন্।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥"

যে কুলে স্বামী পত্নীতে সন্তুষ্ট, এবং পত্নী স্বামীতে সন্তুষ্ট, সে কুলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কল্যাণ হইয়া থাকে।

এই সমস্ত কারণ ব্যতীত শ্বশুরকুলের আর একটা দোষে বধূগণের চিত্তবিকার ঘটিতে পারে। সেটি পণগ্রহণ-লুব্ধতা। বিবাহের রজনীতে ধর্ম্মপত্নীরূপে পতির সহিত পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ হইবার সময় কন্যা দেখিল, তাহার সম্মুখে একটি থালার

উপর তাহার জনকের রুধিরস্বরূপ একরাশি রজতমুদ্রা ক্ষুধার্ত্ত শ্বশুর-মহাশয়ের লেলিহান রসনার পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য দীপ্তি পাইতেছে! ইহাতে তাহার কোমলহৃদয়ে ধর্ম্মপত্নীত্বের পূতভাব উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহার পর সে দেখিল, ঐ রজতমুদ্রা লইবার জন্য শ্বশুরমহাশয়ের জঘন্য কুশীদজীবীর মত লোলুপতা!—তাহার পর শুনিতে পাইল, কন্যাবিবাহে নষ্টসর্ব্বস্ব নিরাশ্রয় জনকের মর্ম্ম-চ্ছেদী তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ!! তাহার পর ক্রমাগত সে দেখিতে লাগিল, শ্বশুরকুল-কর্ত্তৃক কন্যাদানাপরাধী জনকের ধারাবাহিক নির্য্যাতন!!! ইহাতে তাহার শ্বশুরকুলের উপর একটা আত্মীয়ভাব আসিতে পারে না। পিতৃদ্বেষী স্বামী ও শ্বশুরশ্বশ্রূর প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ভক্তিভাব জন্মিতে পারে না। জন্মদাতার উৎপীড়কের সংসারে সে কখনই প্রকৃত মঙ্গলকামিনী হইতে পারে না। আবার পণপিপাসা অতৃপ্ত হইলে নির্দ্দয় শ্বশুরকুলের কঠোর দৃষ্টি অসহায়া বধূটীর উপর পতিত হইয়া তাহার সুকোমল চিত্তে ও অঙ্গে কত উৎপীড়নের লৌহশলাকা বিদ্ধ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ নির্য্যাতিতা বধূর শ্বশুরকুলের প্রতি একটা মিত্রভাব আসিতে পারে না, বরং বিদ্বেষভাব গুপ্ত ছুরিকার মত তাহার হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে এবং সুযোগ পাইলে সে সেই ছুরিকার আঘাত করিতে সঙ্কুচিতা হয় না।

যাহা হউক, গুণবতী বধূরাই সংসারের ভূষণ। তাঁহারা কেবল যে সমুজ্জ্বল গুণালোকে সমস্ত সংসার উদ্ভাসিত করিয়া রাখেন, তাহা নহে, সদ্গুণসম্পন্ন বংশধর প্রদান করিয়া কুলকেও গৌরবান্বিত করেন। গুণবতী জননীর সন্তান জন্ম হইতেই মাতৃস্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং জননীকর্ত্তৃক পালিত ও অবেক্ষিত হইয়া প্রভূত গুণেরই অধিকারী হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণবান্ বংশধরগণ কেবল যে পাণ্ডিত্যাদি-গুণদ্বারা নিজকুলকে উদ্দীপিত করেন, তাহা নহে, নিজের মহিমাময় দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের জাতিরও সমুন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। কাজে কাজেই দেশের এবং জাতির উন্নতি কুলবধূর গুণবত্তার উপর অনেকটা নির্ভর করে, সন্দেহ নাই।

গুণ ব্যতীত কুলবধূদিগের রূপ এবং স্বাস্থ্যও অল্পপ্রশংসনীয় নহে। রূপ যেমন স্বীয় আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে সকলের স্নেহভাজন করিয়া থাকে, স্বাস্থ্যও তেমনি তাহাদিগকে কর্ম্মপটুতা-প্রদানপূর্ব্বক সংসারের উপযোগিনী করিয়া থাকে। বাস্তবিক আকারটা কদাকার হইলে, কেহ ভালবাসিতে চায় না, ভক্তি করিতে চায় না, সম্মান করিতে চায় না, সংসারের লক্ষ্মী বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। আর যদি চিররুগ্না হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল, তবে সংসার দেখিবে কখন্?—পতিসেবা করিবে কখন্? শ্বশুরশ্বশ্রূ, দেবর-ননদ ও পরিজনবর্গকে সুব্যবহারে পরিতুষ্ট রাখিবে কখন্? সে নিজেই ত কর্ম্মে অপটু হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবে! সেই জন্য মনু বলিয়াছেন,—

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন
রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন
পিঙ্গলাম্॥

যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার

অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিনী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুর-ভাষিণী এবং যাহার পিঙ্গল-বর্ণ নয়ন, এরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না। কিন্তু—

"অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎস্ত্রিয়ম্ ॥

যে স্ত্রীলোক অঙ্গহীনা নয়, যাহার নামটী শ্রুতিমধুর, হংস ও মাতঙ্গের মত যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ অল্প এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।"

ফলতঃ যাহার গুণ, রূপ ও স্বাস্থ্যের সমবায় আছে, তিনি বধূকুলশিরোমণি। যাহার রূপ নাই, তাঁহার গুণ ও স্বাস্থ্য থাকিলেও তিনি সম্মানিতা। রূপহীনা এবং স্বাস্থ্যহীনা গুণবতী বধূও সকলের সহানুভূতির যোগ্যা। কিন্তু গুণহীন রূপ ও স্বাস্থ্য বধূদিগের পক্ষে আদৌ প্রশংসনীয় নহে। আর যাহার রূপ, গুণ ও স্বাস্থ্য, এই তিনটীরই অভাব, সে বধূ হইলেও বধূনামের সম্যক্ অযোগ্যা।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আবাহন।

এস বাঞ্ছিত, মম প্রাণে—
চির-বন্ধুর বিরহ-বিধুর
মর্ম্মেরি মাঝখানে!
আলোকে আঁধার নিরখি নিত্য
রহিল পরাণ চির অতৃপ্ত,
নীরস বর্ম্ম বিফল কর্ম্ম
টানিছে তিমির-পানে।
দিবস মুদিছে নয়ন বাঁধুলি
শান্তি শুনীলে আসিছে গোধূলি,—
মধুর লগ্ন; কর হে মগ্ন
আশিস-শান্তি দানে?

বহিল পবন মধুরে পরশি
হৃদয়-মরম, অঙ্গ হরষি,
তুলিছে পর্ণ, শুনিবে কর্ণ
তোমার বাঁশরী-তানে?
বসে আছি তাই সজাগ শ্রবণে
নিভৃত বিরল বিজন-ভবনে,
আজি একান্ত এস হে কান্ত!
জীবনের অবসানে।
এস বাঞ্ছিত মম প্রাণে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৫)

নমিতা বরাবর আসিয়া ডাক্তার মিত্রের বাড়ীর সামনে পৌছিল। সেখানে রাস্তার পার্শ্বে 'গাব্বু' কাটিয়া একটি বালক মার্ব্বেলের গুলিতে 'টল' ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য একাগ্রমনোযোগে 'তাক্' ঠিক্ করিতেছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। একটু পরে 'টল'

ছুঁড়িয়া, লক্ষ্যস্থ মার্ব্বেলের গুলিটিকে আঘাত করিয়া সে আপন-মনেই উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিল,—"সাবাস্, মীর্ !—"

সুযোগ পাইয়া, নমিতা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "শোন খোকা, ডাক্তারবাবু কি হাস্‌পাতালে বেরিয়ে গেছেন ?—"

বালক বলিল, "বাবা ?—হাঁ ; এইমাত্র গেলেন ; সেইখানে যান্।

নমিতা বলিল, "না, না ; সেখানে যাবার দরকার নেই। তুমিই, বোধ হয়, কিশোর ? আচ্ছা, তোমার মা কেমন আছেন্ ?—"

বালক পুনশ্চ মার্ব্বেলের গুলি চালিয়া, খেলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, "আমি কিশোর নই ;—কুমার।—কিশোর বাড়ীতে আছে।—"

নমিতা বলিল, "আচ্ছা, একবার এস ত ! তোমার মা'র সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো। এস খোকা লক্ষ্মী ছেলে ! একটিবার এস।......"

নমিতার উপর্য্যুপরি মিনতি-অনুরোধে বাধ্য হইয়া বালক গুলি-খেলা ছাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। নমিতা চলিতে চলিতে বলিল, "তুমি বাড়ী থেকে কবে এলে ?"

বালক বলিল, "পরশু ঠাক্‌মার সঙ্গে এসিছি।—"

ন। তোমার ঠাক্‌মা এখানে রয়েছেন্ ?

বালক। না, কাল নিমু-কা'র সঙ্গে দেশে গেছেন্। বাবা যে ভারী ঝগ্‌ড়া করে !—"

বিস্ময়-দমন করিতে না পারিয়া নমিতা বলিল, "মা'র সঙ্গে ! সে কি !—"

ঠোঁট বাঁকাইয়া বালক বলিল, "বাবা-টা ঐ রকম ! কারুখ্যে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। ভারী বদ্ লোক !—"

পুত্রের মুখে পিতার অপূর্ব্ব স্তুতি শুনিয়া নমিতা চমৎকৃতা হইল এবং প্রসঙ্গটা আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়, ভাবিয়া, শুদ্ধ রহিল। বালক নমিতাকে বাড়ীর মধ্যে আনিয়া উঠানের অন্যপার্শ্বে একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল—"ঐ ঘরে যান্ ; বৌ-মা ওখানে আছে।" তারপর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া, বালক 'গুলি' খেলিতে বাহিরে দৌড়াইল।

নমিতা একটু ফাঁপরে পড়িল। এ ঘরটি পূর্ব্বের ঘর নহে, অন্য ঘর। সুতরাং, হঠাৎ গিয়া ঘরে ঢুকিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া সে চারিদিকে চাহিল ; দেখিল পূর্ব্বকথিতা সেই বামুন-দিদি রান্নাঘরের জানালা হইতে উঁকি দিয়া তাহাকেই দেখিতেছেন ! নমিতা সমস্ত দ্বিধা ঠেলিয়া হাসিমুখে বলিল, "নমস্কার ! একবার বেরিয়ে আসুন্ না ! ইনি কোথায় রয়েছেন্, বলে দিন্।"

বামুন-দিদি, বোধ হয়, পূর্ব্বের কথা ভুলিতে পারেন্ নাই। সেইজন্য নমিতার এই সাদর আপ্যায়নে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন। মুখখানা ভারী করিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ ত কুমার দেখিয়ে দিলে।—ঐ ঘরে আছে।"

নমিতা দেখিল ইহার নিকট বেশী সাহায্য লাভের আশা ধৃষ্টতামাত্র। অগত্যা ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট ঘরের সাম্‌নে আসিয়া সে দাঁড়াইল। ঘরের দুয়ার ভেজান ছিল ; ভিতরে কোনও সাড়া-শব্দ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিঃশব্দে দুয়ার ঠেলিয়া নমিতা ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

ঘরের জানালা-কয়টা সবই খোলা রহিয়াছে, মেঝেয় একটা পিকদানি ও তাহার পার্শ্বেই কাগজ-ঢাকা একবাটি সাগু রহিয়াছে। আরও কতকগুলা খুচ্‌রা জিনিস সেই ঘরের মেঝে পড়িয়াছিল। জানালার কাছে আধ্-ময়লা বিছানার উপর অতিশীর্ণ অতিবিবর্ণা-কৃতি এক নারীদেহ পড়িয়া আছে। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত।

তাঁহার দিকে চাহিয়া নমিতার প্রাণ চমকিয়া গেল, চোখ ফাটিয়া জল আসিল! আহা, হা! কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন! কয়দিন আগে, এই মানুষকে সে যে আর এক মূর্ত্তিতে দেখিয়া গিয়াছে!—আজ সে এ কি দেখিতে আসিল! নমিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল!

নমিতা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও, তিনি, বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিলেন্। ধীরে চক্ষু খুলিয়া, শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি তাহার পানে চাহিলেন। বোধ হয়, তিনি একটু বিস্মিতা হইলেন; ক্ষণকাল নির্ব্বাগ্-ভাবে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর শীর্ণ-হস্ত-দুইখানি তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আপ্‌নি! মিস্ মিত্র! আসুন!"

ঢোক্ গিলিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে নমিতা বলিল, "বড় যে কাহিল হয়ে পড়েছেন্!—কবে থেকে এমনতর অসুখ হোল?—"

ক্ষীণহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সেই রাত্ থেকে, যে-দিন আপ্‌নি এসেছিলেন—।"

নমিতা তাঁহার বিছানায় বসিতে যাই-তেছে দেখিয়া, তিনি ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, এখানে বস্‌বেন না। আমার অসুখ খারাপ্।—কিশোর!—নাঃ, নেই! একটা আসন দেয় কে?......আচ্ছা, এই খবরের কাগজখানা নিয়ে মেঝেয় বসুন্।"

তিনি বালিশের নীচে হইতে একখানি খবরের কাগজ টানিয়া নমিতার হাতে দিলেন। নমিতা সেখানি হাতে করিয়া লইল বটে, কিন্তু শয্যাতেই বসিল ও শান্তভাবে বলিল, "কেন ব্যস্ত হচ্ছেন্? আমি এই ত বেশ বসেছি।"

ডাক্তার পত্নী বলিলেন, "না—আমার বিষাক্ত নিঃশ্বাস। সাম্‌নে থেকে আর একটু সরে বসুন্—আর একটু—।"

আহত স্বরে নমিতা বলিল, "এ-সব কি কথা বল্‌ছেন আপ্‌নি! কি হয়েছে আপ-নার? সামান্য অসুখ। সেরে যাবেন্, ভয় কি!"

হতাশার হাসি হাসিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন ও নীরবে চক্ষু মুদিলেন। নিঃশব্দে দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া গড়াইয়া পড়িল। একটু পরে তিনি দৃষ্টি খুলিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "ভয়? নাঃ। নিজের জন্য কিছু না। তবে, 'গ্যালোপিং থাইসিস্'! বড় বিশ্রী সংক্রামক রোগ।—আপ্‌নি অত কাছে বস্‌বেন না। আর একটু সরে যান্।"

নমিতার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ হাহাকার করিয়া উঠিল! হা ভগবন্, এই তরুণ্ বক্ষের মাঝে সেই করাল ব্যাধি ক্ষুধিত থাবা পাতিয়া বসিয়াছে!—তবে! তবে ত সবই নিশ্চিন্ত!

নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত হাস্যে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুঝ্‌তেই পারছেন. এবার চরম আক্রমণ, ছুটির ডাক্। এতদিন ভয়ের ভাবনায় কাতর ছিলুম, এবার

ভগবানের উপর সব ভার!—আমি শান্তি পেয়েছি। মিস্ মিত্র, আপনার সঙ্গে একটিবার দেখা কর্‌বার বড় ইচ্ছা ছিল। ভাগ্যে এসেছেন! না হ'লে আর হয় ত দেখা হোত না! সে, সে—কেমন আছে? কোন খবর জানেন্?—"

নমিতা কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তিনি উত্তর প্রত্যাশায় নমিতার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, "কোনও খবরই পান্‌নি তা হ'লে? সে চলে গেছে সেই রাত্রেই, তা আমি জানি! ক্ষোভের শাস্তি থেকে ভগবান্ আমায় নিষ্কৃতি দিলেন না।—উঃ! কি যাতনা!"

তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব হইলেন। নমিতার চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে সান্ত্বনা দিবার মত একটা কথাও খুঁজিয়া পাইল না; নিঃশব্দে চোখ্ মুছিতে লাগিল।

একটু পরে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন্ ও গভীর বিষাদের স্বরে বলিলেন, "প্রাক্তন ফল কেউ খণ্ডন কর্‌তে পারে না। আমার জন্মান্তরের কর্ম্ম যে বড় কুৎসিত ছিল, তার কোন ভুল নাই। নচেৎ অকারণে কেন এত মনস্তাপ, এমন নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে? থাক সে কথা। সবই ভগবানের ইচ্ছা।—আপনি টাকা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন্, বুঝ্‌তে পেরেছি;—কিন্তু দেখ্‌ছেন্ ত অবস্থা! আর উত্থান-শক্তি নাই।—ওটা দয়া করে আপ্‌নার কাছে রেখে দিন্, সময় মত অসহায় গরীব-দুঃখীকে কিছু কিছু দান ক'রে দেবেন্; তাতেই সার্থক হবে।"

তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন্; আর কথা কহিতে পারিলেন না;—থামিলেন। নমিতা দ্বিধায় পড়িয়া একটু ইতস্ততঃ করিল ও তারপর শক্ত হইয়া বলিল, "দেখুন্, আমার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে যদি এ কাজের ভার দেন্, তা হ'লেই ভাল হয়—"

বাধা দিয়া তিনি হতাশভাবে বলিলেন, "আপ্‌নিও অস্বীকার কর্‌ছেন? কিন্তু আমার যে একটি সামান্য মিনতি রাখ্‌বারও কেউ নাই! আপ্‌নারা ত জানেন্ না, আমার অবস্থা কি!—"

একটু থামিয়া পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে তিনি বলিলেন, "কি জানি কেন, আমার ছোট বড় সকল ইচ্ছাতে আঘাত করাই তাঁর নিষ্ঠুর আনন্দ! ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে; আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, সব পঙ্গু জড় হয়ে গেছে।—আমি জোর করে মন বুঝিয়ে ঠিক্ করেছি, সব ভগবানের ইচ্ছা। এখন অতিবড় যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধেও অসন্তুষ্ট হ'বার আমার সাহস নাই।"

ডান হাতটি চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া, নখগুলি দেখিতে দেখিতে তিনি মৃদু-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "অযোগ্যতার অপরাধ নিয়ে, অভিশপ্ত জীবন কাটিয়ে দিয়ে চল্লুম্; কারুকে সুখী কর্‌তে পারি নি। দেহের এই মৃত্যু, এ আমার মনকে মুক্তির আশ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছে। সংসারে আজ কারুর কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা কর্‌বার নাই, কিন্তু আপ্‌নার দয়ার সম্বন্ধে একটু প্রত্যাশা ছাড়্‌তে পারি নি। সেই জন্যই নির্ভয়ে অপরাধ করেছি। আপ্‌নি কি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন?"

মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া নমিতা

বলিল, "না, সেজন্যে অসন্তুষ্ট হই নি। তবে আপনার অনুরোধ-পালন করতে না পারায়, বড় দুঃখিত হয়েছি।—আমার ত্রুটি নেবেন্ না। শুনেছেন ত, আমি বাড়ী পৌঁছাবার আগেই সে কাউকে কিছু না বলে, চলে গেছ্ল ?"

ডাক্তার পত্নী। "হাঁ, সব শুনেছি, ঠাকুর-পোর কাছে—।" এই বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন্। নমিতা একটু উৎসুক হইয়া বলিল, "ডাক্তারবাবুও কি সব শুনেছেন্ ?—"

সজোরে তিনি বলিলেন, "কিচ্ছু না! কে ওঁকে বল্‌তে যাবে ? আপ্‌নিও যেমন! ওঁর ত সেই চিন্তায় ঘুম নাই!"

বিষম খাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে তিনি কাসিয়া উঠিলেন ও মাথা তুলিয়া পিকদানির দিকে মুখ বাড়াইলেন। নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে পিকদানিটা সরাইয়া আনিল। 'থূঃ' করিয়া তিনি দুর্গন্ধ-ময় শ্লেষ্মা ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদলা কাঁচা রক্ত পড়িল। ক্লান্তভাবে তিনি শুইয়া পড়িলেন ও নমিতাকে বলিলেন, "ঐ কোণে নর্দ্দমার কাছে জল আছে, হাতটা ধুয়ে আসুন—।"

নমিতা হাত ধুইয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল এবং নোট-দুইখানি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া শয্যার উপর রাখিল, মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি ভাল হয়ে উঠুন্; নিজের হাতে দান করবেন।—সেইটেই সব চেয়ে ভাল।"

তিনি একটু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। নিজের কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "ক'দিন থেকে মাথাটা ক্রমাগত ঘাম্‌ছে। হাত-পায়ের জোর সব যেন ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে,—এখন হাতটাও ইচ্ছামত ভাবে তুল্‌তে পারি নে, বড় কাঁপে!—আর শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই। কি বলুন্ ?

নমিতা কথাটা শুনিয়াও শুনিল না; বলিল—"আপনাকে এখন কে কে দেখ্‌ছেন ? ডাক্তারবাবু, আর —?

"হুঁ!—"বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলি-লেন, "আর কেউ না।......বহুদিনের ব্যাথি। এখন গেলেই নিষ্কৃতি পাই। নিজে জ্বালাতন হয়ে সবাইকে জ্বালাতন করছি, এটা বড় দুঃখ।

ন। "ডাক্তারবাবু এখন আপনাকে দেখে গেছেন ? কি বল্লেন ?

ডাঃ পঃ। কিছু না—।

ন। সকাল বেলা।—

তিনি বিচলিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ম্লানমুখে কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন্, "নিত্যি রোগী,—কত দেখ্‌বেন্! তা ছাড়া এ-ক'দিনে এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি, তা জানেন্ না।"

"জানেন্ না! মোটেই না!" বলিয়া নমিতা স্তম্ভিত ভাবে পুনর্ব্বার বলিল, "তিনি কি মোটেই দেখেন না আপ্‌নাকে ?"

অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "পুরুষ মানুষ, তাঁর ঢের কাজ।"

নমিতা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বাইরে, রাজ্যের রোগী ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন,—আর ঘরে এমন রোগী, একবার খোঁজ নেবার সময় পান্ না ?"

ডাঃ পঃ। না, খোঁজ নেন্ বই কি।

তাঁহার কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না।

অনেকগুলা কথা মনে পড়ায়, নমিতার মনের মধ্যে হঠাৎ ক্ষিপ্ত-ক্রোধ আলোড়িত হইয়া উঠিল। অধৈর্য্যভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "কি রকম খোঁজ নেন্‌ ? স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন রোগে শয্যাশায়ী—এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা! আর তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাহিরে আমোদে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছেন ......!" নমিতা হঠাৎ থামিল। মনে পড়িল, এই রূঢ় সত্যটা এখানে না প্রকাশ করিলেই ভাল হইত।

ডাক্তার-পত্নী আহত-করুণ নয়নে ফিরিয়া চাহিলেন ও ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "উনি এখন বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন, নয়? আমারও তাই ভয় হচ্ছে। বাইরের খবর তো কিছুই শুনতে পাই না! কি করে জানবো?......" খুক্‌ খুক্‌ করিয়া কাশিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "কিশোর ও-ঘরে তোয়ালেটা ফেলে গেছে, এনে দিন্‌ তো; বড় ঘাম হচ্ছে।"

নমিতার মনে একটা অনুতাপের বেদনা বাজিতে লাগিল। আহা, সে কেন ও-কথাটা বলিয়া ফেলিল! কথাটা ঢাকা দিবার জন্য এখন কি বলা উচিত, ভাবিতে ভাবিতে, নমিতা ও-ঘরে গেল।

বাহিরে উঠানে খুব জোরে শক্ত ভারী জুতার আওয়াজ্‌ হইল। নমিতা ঘরের জানালা হইতে দেখিল, ডাক্তার মিত্র বাড়ী ঢুকিয়াছেন। নমিতার মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তোয়ালে লইয়া ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সশব্দে রান্না-ঘরের রোয়াকে উঠিয়া ডাক্তার মিত্র রুক্ষভাবে বলিলেন "ডেকে পাঠান হয়েছিল কেন? কি হয়েছে?—বামুন-দি—গেল কোথা?—"

বামুন-দিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। —কুমার চোরের মত কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া বলিল, "বামুন-পিসি বলে দিয়েছিল যে মার হঠাৎ বড় যাতনা বেড়েছে।"

বিকট ভঙ্গীতে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, অভিনয়ের বিদূষকের বাদ্য-নৃত্যের অনুকরণে কদর্য্যভাবে অঙ্গ-বিশেষের বিকৃত ভঙ্গিমা দেখাইয়া, ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "তবে আর কি! কেতার্থ হয়ে গেলুম্‌! 'যাতনা বেড়েছে!' মরে নি ত এখনো?—"

গট্‌ গট্‌ করিয়া আসিয়া স্ত্রীর কক্ষে ঢুকিয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন, "কি? কি হয়েছে কি?"

ব্যস্তভাবে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কিছুই হয় নি। কে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি ত জানি না!"

উত্তরে ডাক্তার মিত্র কি বলিলেন, তাহা নমিতা শুনিতে পাইল না। সে শুনিল, প্রত্যুত্তরে তাঁহার স্ত্রী একটু উত্তেজনার স্বরে বলিতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর। নার্শ নমিতা মিত্র ও-ঘরে আছেন্‌।"

ডাক্তারের উগ্র কণ্ঠস্বর অন্তর্হিত হইল। ব্যস্ত-দ্রুত কণ্ঠে তিনি বলিলেন্‌, "কে?—কে রয়েছে?—নার্শ নমিতা? নমিতা রয়েছে? —ঐ ঘরে?"

এই বলিয়া ডাক্তার দ্রুতপদে বাহির হইয়া সোজা সেই ঘরের দিকে ছুটিলেন। নমিতা দেখিল, আর চুপ করিয়া থাকা চলিবে না।

—'ঝট্-ঝট্' করিয়া সশব্দে তোয়ালে ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে ঘর হইতে বাহির হইল। ডাক্তার মিত্র সামনে আসিয়া কঠোর হাস্যে বলিলেন, "কে গো নমিতা-সুন্দরি!—"

সম্বোধনটা নমিতাকে যেন বেত্রাঘাত করিল!—অপমানাহত দৃষ্টি নত করিয়া সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শাণিত খরোজ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "এখানে কি মনে করে?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—"এই বলিয়া চট্ করিয়া পাশ কাটাইয়া, কম্পিত চরণে আসিয়া নমিতা ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার মিত্র ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর হঠাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাটি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিয়া নমিতা দেখিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছেন।—তাঁহার শুষ্ক-বিবর্ণ মুখ-চোখে তীব্র উত্তেজনার অগ্নিজ্বালা ঝকিতেছে!—নমিতাকে দেখিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "এসেছেন্—আসুন!" — মুহূর্ত্তে শ্রান্তদেহে তিনি শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন! হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কাশির ঝোঁক আসিল। মুখ দিয়া ভল্ ভল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। নমিতা তোয়ালে ফেলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে খবরের কাগজখানা ঠোঙার মত মুড়িয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিল।—তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না, শায়িত অবস্থায় তাঁহার উপরই প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন করিয়া, ভগ্নস্বরে বলিলেন, "উঃ!—"

নমিতা সব ভুলিল! সদ্যঃ অপমানের আঘাতজ্বালাও মনে রাখিতে পারিল না; গভীর স্নেহের ব্যথায় তাঁহার মুখমণ্ডলে স্বর্গের করুণা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কোমল অনুনয়ের স্বরে সে বলিল, "অমন করে উত্তেজিত হবেন্ না; হঠাৎ কোন্ সময়ে 'হার্ট ফেল' হয়ে যাবে!—"

রক্তের ঠোঙাটা পিকদানির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নমিতা হাত ধুইয়া আসিল। ঘরের কোণে একটা ছোট চামচ পড়িয়াছিল, সেটাও সে ধুইয়া আনিল ও উৎসুক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক চাহিল। কোথাও কিছু খাদ্য সে দেখিতে পাইল না। অগত্যা সেই সাগুর বাটির ঢাকা খুলিয়া এক চামচ সাগু তুলিয়া লইয়া সে সস্নেহে বলিল, "একটিবার হাঁ করুন্ না— !"

তিনি জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া উদাসভাবে আকাশ দেখিতেছিলেন; নমিতার কথায় ফিরিয়া চাহিলেন ও—ব্যাকুলভাবে মর্ম্মভেদী স্বরে বলিলেন, "আপনি জানেন্ না! আমার মত লোকের বেঁচে থাকাটা যে কত বড় অপরাধ, সে শুধু অন্তর্য্যামী জানেন্! মিস মিত্র—"

নমিতা বাধা দিয়া তাঁহার চিবুক টানিয়া ধরিল ও ব্যস্তভাবে বলিল, "চুপ করুন্; গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর কথা কইবেন না।—হাঁ করুন, একটু সাবু খান্—।"

নমিতা কয়েক চামচ সাগু মুখে ঢালিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "থাক্, আর নয়। পেট ভরে গেছে, আর পারব না। বমি হয়ে যাবে।

—মিস মিত্র, আপনার দাদা কতদিন পরে ফিরবেন ?"

নমিতা বলিল, "ঠিক্ বল্‌তে পারি না। তবে বেশী দিন দেরী নাই—।"

থামিয়া থামিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "তিনি এলেই আপ্‌নি নার্সের কাজ ছেড়ে দেবেন্—।"

কথাটা প্রশ্নের, কি অনুরোধের নমিতা ঠিক্ বুঝিতে পারিল না; দ্বিধায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তারপর নমিতার হাতটা দুইহাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, ধীরে ধীরে নিজের বুকের উপর টানিয়া লইলেন ও—জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "না—না, নার্সের কাজ আর করবেন্ না। বড় বিশ্রী কাজ।"

নমিতা হাসি-হাসিমুখে বলিল, "না না, বিশ্রী কাজ বল্‌বেন না।—আর্ত্তের সেবা, বড় উঁচুদরের আনন্দের কাজ।"

তিনি ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, আনন্দের কাজ; কিন্তু দাসত্ব যে বিষম;—বড় ভয়ানক ব্যাপার ?"

নমিতা বলিল, "কর্ত্তব্যের অনুরোধে সবই সইতে হয়।"

একটু জোরের সহিত তিনি বলিলেন, "অন্যায় অপমান পর্য্যন্ত ? না না, তা হতে পারে না।—আপনি জানেন্ না, মানুষ-বিশেষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি বড় ভয়ানক অস্বাভাবিক! কুৎসিত-প্রবৃত্তির তাড়নায়, তা'রা কতকগুলা ইতর-স্বভাব নারীর সঙ্গে মিশে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার নীচে তাদের অবাধে পরিচালিত করবার সুযোগ পেয়ে,—জগতের সমস্ত স্ত্রীচরিত্র সেই ওজনে ঠিক্ করে রেখেছে! ওদের বিশ্বাস, ওরা ইচ্ছা করলে, স্বচ্ছন্দে যে-কোন স্ত্রীলোক নিয়ে, খেলার পুতুল বানাতে পারে!—অবশ্য নারীজাতির কলঙ্ক সে-রকম দুর্ভাগিনী যে কেউ নাই, তা বলছি নে। তবে আমি যতটুকু দেখেছি, তা'তে বোধ হয়, নারীর দুর্ব্বুদ্ধি অপেক্ষা, পুরুষের অপদার্থতাই, সংসারের ও সমাজের বেশী অনিষ্ট করে! স্ত্রীলোকের শক্তি অল্প; সে একলা হঠাৎ ভয়ানক হয়ে উঠ্‌তে পারে না। তাকে ভয়ানক করে তোল্‌বার জন্য, গোড়ায় পুরুষকে অনেক কাঠ-খড় যোগাড় দিতে হয়। আপ্‌নি কি বলেন্ ?—"

নমিতা একটু হাসিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন্। ও-সব শ্রেণীর লোকের চরিত্রতত্ত্বে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই!"

তিনি খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর একটু বেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ আপনাকে এম্নি সুন্দর, এম্নি নির্ম্মল, এম্নি পবিত্র, এম্নি মধুর রাখুন্!—বাইরের কোন মিথ্যা অপমানে দুঃখিত হ'বেন না। যদি মানুষ হ'ন্, মানুষের মত সুদৃঢ় শক্তি নিয়ে, সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অসত্যের আঘাত সজোরে প্রত্যাখ্যান করে চলবেন্। ভগবান্ আপনাকে সেই শক্তি দিন্। সঙ্কীর্ণচেতা নরনারীর মূঢ় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হ'বেন্ না ওরা একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-পালনে। অন্যকে বাধ্য করে—নয় কি ?"

নমিতা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নির্ব্বাক্ রহিল, কোন কথা বলিল না। বোধ হয়, তাহার বলিবার শক্তিও ছিল না।

একটি বালক ঘরে ঢুকিল। নমিতা চাহিয়া দেখিল,—এ কুমার নহে, কুমারের অপেক্ষা কিছু ছোট। সে বুঝিল এই বালক, কিশোর।

কিশোর বলিল, "বৌমা, জানালাটা বন্ধ করে দেব? সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে।"

নমিতার চমক্ ভাঙ্গিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি তবে আজ আসি। নমস্কার!"

ডাঃ পঃ। "নমস্কার! মাকে আমার প্রণাম জানাবেন্! আর আপনার সঙ্গে,—এই শেষ দেখা—।

নমি। ও কি কথা? ও কথা বল্‌বেন না। আবার দেখা হবে। সময় পেলেই আমি আবার আস্‌তে চেষ্টা কর্‌ব—।"

শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া নিষেধসূচক ইঙ্গিত করিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না না, আর আস্‌বেন্ না। —যেখানে সম্মান নাই, সেখানে পদার্পণ অনুচিত। আস্‌বেন্ না; আমি বারণ কর্‌ছি, আস্‌বেন্ না। যান্, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী যান্। হাত-পা ভাল করে ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে ফেল্‌বেন; এখানে সব ঘেঁটে চল্লেন্।"

বিষাদ-ভরা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, সাম্‌নে রাস্তার উপর ডাক্তার মিত্র ও একজন অপরিচিত ইংরেজ পুরুষ দাঁড়াইয়া কি কথা বলাবলি করিতেছেন্। অপরিচিত হইলেও সাহেবের 'পকেটের ষ্টেথোস্ কোপে'র দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা অনুমানে বুঝিল,—ইনিই নবাগত ডাক্তার-সাহেব, কাপ্তেন জ্যাকসন্! সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নমিতা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতাকে দেখাইয়া অস্ফুট স্বরে ডাক্তার মিত্র কি বলিয়া সাহেবের পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, "তুমিই হাস্‌পাতালের তৃতীয় নার্শ?"

নমি। হাঁ মহাশয়—।

সা। এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলে?

উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভাল ভাবিয়া,—নমিতা বলিল, "হাঁ—।"

সা। "তোমার মত সুন্দরী যুবতীর পক্ষে একাকিনী ভ্রমণের প্রশস্ত সময় এই সন্ধ্যা-কালই বটে!"—এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব কঠোর ভৎসনার দৃষ্টি হানিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার মিত্র ক্রূর-বিদ্রূপের গুপ্ত হাসি হাসিয়া, নিরীহভাবে মাথা নোয়াইয়া তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন। তাঁহারা হাস্‌পাতালের দিকেই গেলেন্।

একি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ব্যবহার! নমিতা মূঢ়ের মত নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র বারোয়াঁ—একতালা।

ওগো   আমার নবীন পাখী, ছিলে তুমি কোন্ গগনে ?
আমার   সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ঐ করুণ গানে !
জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সংগোপনে,
না জানি কি লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে !
লয়ে তোমার মোহন বরণ,
মোর শুষ্ক ডালে রাখ্‌লে চরণ ;
আজ আমার জীবন মরণ
কোথা আছে কে-বা জানে !
ঝরে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালবাসা,—
আজ তুমি বাঁধ্‌লে বাসা
কিসের আশে আমার প্রাণে ?

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।   স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০
পা পা পা II { সা রমা -জ্ঞা। রা সা -া। সা সা -া।
০ ও গো আ মা০ র ন বী ন পা খী ০

১ ২´ ৩ ০
সা সরা সন্‌া I সা সা -া। গা -া গা। গমা পাঃ -মগঃ।
ছি লে০ ০০ তু মি ০ কো ন্ গ গ০ নে ০০

১
-পা পা পা } I
০ "ও গো"

২´ ৩ ০ ১
গগা -মা I মা পা -া। মা পধা -পা। মা -পপা -পধপা। মা গা -া I
আমা র স ক ল হি য়া◦ ◦ মু ◦ঞ্জ ◦◦◦ রি ছে ◦

২´ ৩ ০ ১
I গা গা -া। গা গা -গমা। রগা রগমা মা। মা গা মা II
তো মা র ঐ ক ◦রু ◦ণ গা◦◦ ◦ নে "ও গো"

২´ ৩
[র্সা নদা দা। -পা মজ্ঞা] ০ ১
II { পা পা পা। -মজ্ঞা জ্ঞা -মা। পা মা -া। র্সা র্সা -া I
জ গ তে ◦র গ হ ন ব নে ◦ ছি নু ◦

২´ ৩ ০ ১
I নর্সা -া র্সনা। র্সা -র্সজ্ঞা -জ্ঞর্রা। -র্সা র্রা র্সা। (-না -নর্সা নর্সর্রা) } I
আ ◦ মি◦ সং ◦গো ◦◦ ◦ প নে ◦ ◦ও ◦গো◦

১ ২´ ৩ ০ ১
I না না না I না র্সা র্সা। না র্সর্রা -র্সা। নর্সা না না। দা দা -পা I
না জা নি কি ল য়ে ম নে◦ ◦ ◦এ লে উ ড়ে আ ◦

২´ ৩ ০ ১
I গধা -া -পা। পা ধপা -মা। -া -পমা -গা। -গপা পা পা I
মা ◦ র পা নে◦ ◦ ◦ ◦◦ ◦ ◦ ও গো

২´ ৩ ০ ১
I { সা মা -জ্ঞা। রা সরা -সন্া। সা সমা -জ্ঞা। রা সরসা ন্া I
ল য়ে ◦ তো মা◦ ◦র মো হ◦ ন ব রণ◦ মোর

২´ ৩ ০ ১
I সা গা -গা। গা গরা -গা। (গমা -া -জ্ঞরা। রজ্ঞমা জ্ঞরা সন্া)} I
শু য্ ক ভা লে◦ ◦ রা ◦ থ্ লে ◦◦চ র◦ ◦ণ

০ ১ ২´ ৩ ০
I গমা গা -মপমা। -া গা মা I মা মা -মা। পা পা -পা। পা পা -পা।
চ র ◦ণ◦ ◦আ জ আ মা র জী ব ন ম র ণ

১ ২´ ৩ ০ ১
। পা ধা -পা I ধণর্সা ণা ণধা। পধা ধা -পা। মা -গা -গমা। রগা -রগমা মা I
কো থা ◦ আ◦◦ ছে ◦◦ কে◦ বা ◦ জা ◦ ◦◦ নে◦ ◦◦◦ ◦

```
   ২´              ৩
  [ সা  নদা  পা ।  পা ]                    ০              ১
I { পা  পা  -া ।  মজ্ঞা  -মজ্ঞা  মা ।  পা  না  -না ।  র্সা  র্সা  -া ।
    ঝ   রে   ০     গে০   ছে০    ০     স   ক   ল     আ   শা   ০

  ২´              ৩                  ০                 ১
I র্সর্সা র্সা -র্সনা । র্সা  র্সজ্ঞা জ্ঞর্রা । র্সা র্রা র্সর্রর্সা । না নর্সা নর্সর্রা } I
  ফো  টে   ০০      না   আ   ০র      ভা  ল  ০০০       বা  সা০  ও০গো

  ২´              ৩                  ০                 ১
I না  -া  না ।  না  র্সা  -া ।  না  -র্সর্ঋা  র্সা ।  -নর্সা  -র্সা  -না ]
  আ   ০   জ     তু  মি   ০     বাঁ   ০ধ্     লে     ০০     ০     ০

  ২´              ৩                  ০                 ১
I নদা  দা  পা ।  -া  -া  -া ।  পা  -া  পা ।  -া  ধা  পধণা I
  বা০  ০  সা     ০   ০   ০     কি  ০  সে     র  আ  ০শে০

  ২´              ৩                  ০                 ১
I ণা  ণা  -ণধা ।  পধা  -া  -পা ।  পা  -ধপা  -মা ।  গপা  পা  পা II II
  আ   মা  ০র      প্রা  ০   ০     ণে  ০০    ০     ০০  "ও গো"
```

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যুক্তপ্রদেশ।

এলাহাবাদ—(প্রয়াগ)।

ইহা এলাহাবাদ-তহসিলের অন্তর্গত চেইল-পরগণার একটী সহর। যে-দিন হইতে ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এলাহাবাদের উন্নতি বলিতে হইবে। ১৮৫৮ খৃঃ সহরটী রাজধানীরূপে পরিণত হয়। হিন্দুর নিকট ইহা প্রয়াগ-নামে খ্যাত। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন্‌সঙ্গ বলেন যে, প্রয়াগ একটি অত্যন্ত বৃহৎ সহর। ১৯০১খৃঃ এলাহাবাদের জন-সংখ্যা ১৭২০৩২ ছিল। এলাহাবাদে একটী cantonment (সেনা-নিবেশ) আছে। উত্তর দিকে যে গড় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পুরাতন এবং পশ্চিমদিকের গড়টী নূতন।

প্রয়াগ তীর্থের মধ্যে রাজা। শঙ্খস্মৃতিতে লেখা আছে যে, প্রয়াগে পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু অর্পণ করা যায়, তাহার ফল অক্ষয়। মহাভারতে লেখা আছে প্রয়াগ, বরুণ,

সোম এবং প্রজাপতির জন্মস্থান। প্রয়াগে বিষ্ণু সমস্ত দেবগণের সহিত বাস করেন। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠানপুর (ঝুসি), কম্বলাশ্বতর এবং ভোগবতী—এই কয়েকটী স্থান ব্রহ্মার বেদী। ঐইখানেই ঋষিগণ ব্রহ্মার উপাসনা করেন্। প্রয়াগেই দশাশ্বমেধ-নামে একটী তীর্থ আছে। বাল্মীকির রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে লেখা আছে যে, রামচন্দ্র স্বীয় অনুজ লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর সহিত বনবাস-গমন-কালে এখানে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে সমাগত হইয়াছিলেন।

গঙ্গার বামতটে ঝুঁসি। ইহার পূর্ব্বনাম প্রতিষ্ঠানপুর। ঐখানে সমুদ্রকূপ, হংসকূপ প্রভৃতি নামে অনেক তীর্থ আছে। অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে গুফা তৈয়ার করিয়া বাস করেন্। লালা কিশোরী-লালের এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে।

এলাহাবাদ যে-সকল মহল্লায় বিভক্ত তাহার প্রধানগুলির বিষয় নিম্নে বলা যাইতেছে :—

কটরা :—এখানকার বাজারটী সুবৃহৎ। জয়পুরের মহারাজ কটরা জয়সিংসিয়াইর নাম হইতে কটরা-নাম নিঃসৃত হইয়াছে। ইহার বংশধরগণ মাফিদার অর্থাৎ নিষ্কর। বাজারটী বখ্তিয়ারী এবং ফতেপুরে অবস্থিত। এখানে একটি Aifred park আছে। এইখানে হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, এইখানেই রামচন্দ্র ও ভরত ঋষি ভরদ্বাজের আতিথ্য-গ্রহণ করেন্।

দারাগঞ্জ :—এই স্থানের জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঔরঙ্গজিবের ভ্রাতা দারা-সিকোর নাম হইতে দারাগঞ্জ এই নামকরণ হইয়াছে। এখানে বাসুকির একটী মন্দির আছে। নাগ-পুরের ভোন্‌স্লা এই মন্দিরটীর প্রতিষ্ঠাতা। দারাগঞ্জে অনেকগুলি উত্তমোত্তম বাটী এবং মন্দির দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে মাধোজির মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রায় ১৬০০ বৎসর ব্যাপিয়া এই মন্দিরটী স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে অনেকগুলি সাধু-সন্ন্যাসীর বাস। নিরঞ্জনী এবং নির্ম্মলি মঠ এই-খানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাগওয়ালগণও এইখানেই বাস করে। এতদ্ব্যতীত পুলিস-অফিস, হাঁসপাতাল এবং পোষ্টঅফিস এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। দারাগঞ্জে যে-সকল মহল্লাআছে, তাহাদিগের নাম রাজাবস্থ, বক্সী, মোহরি, মীরাগলি, এবং দারাগঞ্জ। পশ্চিম দিকে অলোপীবাগ। এখানে অলোপ-শঙ্করী দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত। দারাগঞ্জের সন্নিকটে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান আছে। তন্মধ্যে শোভাতিয়া বাগই প্রসিদ্ধ। এখানে একটি পুষ্করিণীও আছে।

কিডগঞ্জ :—এখানে নীচজাতীয় মুসল-মানের সংখ্যাই অধিক। বাটীগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও বসতি ঘন। এখানে সিদ্ধিয়ার মন্দির আছে। এখানে পুলিস ষ্টেশনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুঠিগঞ্জ :—এখানে একটি বাজার আছে। বাজারটী এলাহাবাদের প্রথম কলেক্টর অহ-মুঠি সাহেবের নামেই নামালঙ্কৃত হইয়াছে। এই গঞ্জটীতে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। জমুনা-মিসনও এইখানেই অবস্থিত। এত-দ্ব্যতীত মুঠিগঞ্জের পুলিস-ষ্টেশন এবং বেনারস-মহারাজের বাটী আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক

হয়। বালুয়াঘাটের পশ্চিম দিকে বাহাদুরগঞ্জ, আহিয়াপুর, মিরগপুর এবং দক্ষিণ দিকে দরিয়াবাদ অবস্থিত। এখানে খসরুবাগ আছে।

মীরগঞ্জের উত্তর দিক্‌টী জনপূর্ণ। এখানে সাহ আবদুল জলিলের একটি সমাধি-মন্দির আছে। চকের উত্তরদিকে ভারতীভবন। এখানে সংস্কৃত পুস্তক অনেক আছে। পুস্তকাগারটী অতীব চমৎকার। লোকে বিনা অর্থব্যয়ে পুস্তক পড়িতে পায়। জনষ্টনগঞ্জে চৌক আছে। এখানে আথেরী বাজার এবং সব্জিমণ্ডি অবস্থিত। প্রথমটীতে বাসন ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টীতে শাকসব্জি বিক্রয় হইয়া থাকে। মকবুলগঞ্জের বিপরীতে "সরাইগাট্টা" অবস্থিত। ইহাই পান্থনিবাস। ইহার পরই কল্‌ভিন হাঁসপাতাল। রাস্তার অপর দিকে লালা মনোহর দাস এখানে চক্ষুরোগের জন্য একটী হাঁসপাতাল-নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মছ্‌লি-বাজার এবং কসাইখানা এই মহল্লাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পর করেলাবাগ এবং খুলদাবাদ-সরাই অবস্থিত।

খসরুবাগ :—স্থানটী প্রস্তরের দেওয়াল-দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের প্রমোদোদ্যান ছিল। তাঁহার পুত্রের নামে এই উদ্যানটীর নামকরণ হইয়াছিল। খসরু বিদ্রোহী হইলে এই স্থানেই কয়েদী থাকেন্। এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এইখানে খসরু, তাঁহার মাতা ও ভগ্নীর কবর আছে। যেখানে উদ্যানের সুপারিণ্টেনডেণ্ট বাস করেন্, তাহা তাম্বোলিবেগম-নামে খ্যাত।

এলাহাবাদে তিনটা পার্ক আছে :—যথা Alfred park, Macpherson park এবং খসরুবাগ্। মিওর কলেজের সন্নিকটেই এ্যাল্‌ফ্রেড্ পার্ক। এখানে থর্ণহিল মইন্ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী আছে। এই পুস্তকালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত, আরবি, এবং ফারসীর উত্তম উত্তম পুস্তক দৃষ্ট হয়। পার্কের মধ্যে একটি চত্বর আছে, প্রতিশনিবারে এখানে ব্যাণ্ড বাজে।

এলাহাবাদে মুখ্য তীর্থস্থান ছয়টী :—যথা, ত্রিবেণী, বেণীমাধব, সোমেশ্বর-মহাদেব, ভরদ্বাজ, বাসুকি এবং অক্ষয়বট।

ত্রিবেণী :—এখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে গঙ্গার জল শ্বেতবর্ণ এবং শীতল, কালিন্দীর জল কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণ। সরস্বতী প্রয়াগে আসিয়া লুপ্ত হইয়াছেন্। কেল্লার দক্ষিণে যমুনার তটে সরস্বতী-নামে একটি কুণ্ড আছে। এইখানেই যাত্রিগণ সরস্বতীর পূজা করেন। সঙ্গমের স্থানে গঙ্গাপুত্রগণ ধ্বজা-পতাকা-দ্বারা স্ব স্ব আস্তানা সুশোভিত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধ্বজা দেখিয়া মানবগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের গঙ্গাপুত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লয়।

বেণীমাধব :—ইনি প্রয়াগের মুখ্য দেবতা। দারাগঞ্জের এক মন্দিরে ইহার মূর্ত্তি বিরাজিতা।

সোমেশ্বর :—ইনি একটি শিবলিঙ্গ। গঙ্গার দক্ষিণ তটে অরেলের আগে একটী ক্ষুদ্র শিবালয়ে এই শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠিত আছে। নৌকারোহণ করিয়া লোকে ইঁহাকে দর্শন করিতে যায়।

ভরদ্বাজের আশ্রম কর্ণেলগঞ্জে অবস্থিত। এখানকার একটি মঠে ভরদ্বাজ-স্থাপিত শিবলিঙ্গ আছে। নিকটেই একটি অন্ধকারময়

তহখানায় ভরদ্বাজ প্রভৃতি কয়েকটি ঋষির মূর্ত্তি আছে। এইস্থানে অতিসাবধানে যাওয়া উচিত; কারণ, আলোকাভাবে অনেক সময় অনেক যাত্রীর ক্ষতি হইয়াছে।

বাসুকি :—ইনিই নাগরাজ। ইঁহার প্রতিমা গঙ্গাতটে দারাগঞ্জ-বস্তীতে অবস্থিত। প্রতিমাটী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত এবং দেখিতে অতিসুন্দর।

অক্ষয়বটের বর্ণনা পরে করা যাইবে।

প্রয়াগে দর্শনীয় স্থানগুলির নাম :—হাই-কোর্ট, মিওর কলেজ, মেও-হল, ইউনিভার-সিটি হল, ছোটলাটের আবাস-ভবন এবং রেল্‌ওয়ে থিয়েটার।

এলাহাবাদে অনেক মন্দির ও পুরাতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাতালপুরী-মন্দির পুরাতন-প্রয়াগের চিহ্নমাত্র। দুর্গের নিম্নে ভূগর্ভস্থিত একটী মন্দির আছে। ইহার আকৃতি চতুর্ভুজের ন্যায়। ছাদটী স্তম্ভের উপর স্থিত রহিয়াছে। মধ্যে একটি লিঙ্গ অবস্থিত। একটি কোণে একটী মৃত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূজারীরা তাহাতে প্রত্যহ জল দিয়া থাকে। বৃক্ষটীর পত্রাদি নাই। শতবৎসর পূর্ব্বেও ইহার অবস্থা এইরূপ ছিল। পূজারীরা বলেন্ যে, বৃক্ষটী এখনও জীবিত আছে। ইহাই অক্ষয়বট, নামে খ্যাত। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবী নদী পার হইয়া ইঁহারই ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। স্থানটী অন্ধকারপূর্ণ। দীপ জ্বালাইয়া যাত্রীদিগকে স্থানটী দেখান হইত। পরন্তু সহৃদয় ইংরাজরাজ ছাদে গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়া গৃহটীকে আলোকিত করিয়া-ছেন্। গঙ্গার দিকে কেল্লার যে ফটক আছে যাত্রিগণ তাহা দিয়া প্রবেশ করে; এবং যে দিকে লোকদিগের বসতি আছে, সেই দিকের ফটক দিয়া বাহির হয়। অক্ষয়বটে যাহা কিছু চড়ান হয়, তাহা গোঁসাইয়ের প্রাপ্য। এখানে মহাদেব, গণেশ এবং অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তি আছে। স্থানটী সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র। পাহাড়ের দেওয়াল দিয়া জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। লোকের বিশ্বাস এই যে, আর্দ্র-তাটী গুপ্ত সরস্বতীর অস্তিত্ব-নিবন্ধন হইয়াছে। থানেশ্বরের নিকট সিরহিন্দ নামক স্থানের বালুকারাশিতে সরস্বতী অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া গুপ্তভাবে প্রবাহিতা হইয়াছেন্।

আকবর মন্দিরটীর উপর দুর্গ-নির্ম্মাণ করেন্। এখানে বৌদ্ধ মনুমেণ্ট আছে। চারিটী স্তম্ভের উপর অশোকের আদেশ ক্ষোদিত আছে। জহাঙ্গির আপনার পূর্ব্বজ-দিগের গৌরব এই স্তম্ভে লিখিয়া রাখিয়াছেন্। অশোকের আদেশের নিম্নে সমুদ্রগুপ্তের উৎ-কীর্ণলেখ রহিয়াছে। স্তম্ভটীতে একটি নাগরী লিপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই লিপিটী আকবরের প্রসিদ্ধ সহচর বীরবরের। লিপিটী এই :—

(১) সম্বৎ ১৬৩২, শক ১৪৯৩ মার্গবদি পঞ্চমী
(২) সম্বর গঙ্গাদাসসুত মহারাজা বীরবর শ্রী
(৩) তীর্থরাজ প্রয়াগকী যাত্রা সফল লেখিতম্!

মেলা :—প্রতিবৎসর জানুয়ারি-মাসে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে মাঘ-মেলা হইয়া থাকে। মেলাটী ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এবং তাহা সমগ্র মাঘ-মাস ব্যাপিয়া থাকে। যাত্রিগণ এই সময়ে মস্তক-মুণ্ডন করিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করে। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভ-মেলা হয়। এই সময়ে বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসিগণ সমবেত হন্। যাঁহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তাঁহারা সারা

মাস ত্রিবেণীতে স্নান করেন্ এবং দিবাভাগে উপবাসী থাকে। যাঁহারা সমুদয় মাস এইরূপ নিয়ম-পালন করেন্ তাঁহাদিগকে কল্পবাসী কহে। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও বসন্ত-পঞ্চমীতে স্নানের খুব ধুম হইয়া থাকে। অচলা সপ্তমী এবং একাদশীতে স্নান হয় বটে, কিন্তু তত ধুম হয় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কুম্ভ-মেলায় আট লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। সাধারণতঃ বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। ভারতের এমন কোনও স্থান নাই, যেখান হইতে স্নানের জন্য লোক আসে না। কাশ্মীর হইতে মান্দ্রাজ এবং কান্দাহার হইতে কলিকাতা, ইত্যাদি স্থান হইতে লোকের খুব ভিড় হয়। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীদিগের তাম্বু পড়ে। এই সময়ে আহার্য্য বস্ত্র, পিত্তলের দ্রব্যাদি, দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, পুস্তক ও রুদ্রাক্ষ-মালার খুবই বিক্রয় হয়।

মাঘমেলায় যেরূপ ক্রমানুসারে সন্ন্যাসিগণ গমন করেন্, তাহা বলিতেছি। প্রথমেই নির্ব্বাণিগণ আগমন করে। ইহারা নাগা গোঁসাই। মহাদেব ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইহারা নগ্ন থাকে। মাঘমেলায়ও ইহারা নগ্নাবস্থায় আগমন করে, কিন্তু অন্যান্য সময়ে ইহাদিগকে বস্ত্র-পরিধান করিতে বাধ্য করা হয়। ইহাদিগের জটা আছে এবং ইহারা হস্তে একটি করিয়া ঘণ্টা বহন করে। ইহারা সমৃদ্ধ বলিয়া ভিক্ষোপজীবী নহে। দারাগঞ্জে ইহাদিগের আড্ডা আছে। নিরঞ্জনীগণ জুন-নামে খ্যাত। ইহারাও শৈব। নগ্ন থাকা ইহাদিগের পদ্ধতি। দারাগঞ্জ ইহাদিগের থাকিবার স্থান। ইহারাও সমৃদ্ধ এবং লোকদিগকে ইহারা কর্জ্জাদি দিয়া থাকে। বৈরাগিগণ বৈষ্ণব। ইহারা দেশ-পর্য্যটক এবং ইহাদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ইহারা তিনভাগে বিভক্ত :—যথা, নির্ব্বাণী, নির্ম্মোহী এবং দিগম্বরী। ইহাদিগের মধ্যে একতা আদৌ নাই; সুতরাং, পর্ব্বাদিতে প্রায়ই কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার পরই "ছোটা পঞ্চায়তি"-মঠের সন্ন্যাসিগণ আগমন করে। ইহারা পঞ্জাবী উদাসী। মুঠিগঞ্জে ইহাদিগের আড্ডা। ইহারা শিখ হইলেও ঘোর হিন্দু। ইহারা গ্রন্থকে অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকাপেক্ষা অধিক মানিয়া থাকে। ইহাদিগের একটী শাখা "বড়া পঞ্চায়তী আখাড়া" নামে খ্যাত। ইহারা কিড়গঞ্জে বাস করে। সেখানে ইহাদিগের একটি সুবৃহৎ মঠও আছে। ইহারা অতিশয় সমৃদ্ধ। মহাজনী করিয়া ইহাদিগের বিলক্ষণ ধনাগম হয়। ইহাদিগের সহিত নানকসাহির দল সম্বন্ধীভূত। উক্ত দলটী সুলতানপুর-জেলার বন্ধুয়া-হাসানপুরে থাকে এবং মেলার সময় এলাহাবাদে দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে। অতঃপর নির্ম্মলীগণ আসে। ইহারা শিখ-সন্ন্যাসী। কিডগঞ্জের পিলিকোঠিতে ইহাদিগের বাস। ইহারাও মহাজনী করিয়া থাকে। বৃন্দাবনী নানকসাহিও মেলায় যোগদান করে। মঠধারিমাত্রই বহু আড়ম্বরের সহিত আগমন করে। এই সময়ে মহান্তদিগের হস্তী, বাদ্য, পর্য্যঙ্ক প্রভৃতিতে মেলাটী বড়ই সুন্দর দেখায়। কেবলমাত্র বৈরাগিগণ কোনরূপ বাহ্য আড়ম্বর করে না। উল্লিখিত সন্ন্যাসি-ব্যতীত অন্যান্য সন্ন্যাসীও মেলাতে আগমন করেন্। তাঁহাদিগেরও পৃথক্ পৃথক্ তাম্বু পড়ে। দারাগঞ্জের রামানুজি সম্প্রদায়ই এলাহাবাদে বিশেষ সমৃদ্ধ। কিডগঞ্জের বাবা হরিদাসের

দশনামার রামানন্দিগণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্য একটি দলমাত্র। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ই ত্যাগী। ত্যাগী বলিলে এরূপ বুঝিবেন না যে, ইহারা বালব্রহ্মচারী। ইহারা বিবাহিত কিন্তু স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী হইয়াছে মাত্র। ইহাদিগের ভিক্ষাই উপজীবিকা।

মাঘ-মেলার সমাগত যাত্রীদিগের তীর্থ-কৃত্য প্রাগওয়ালই করাইয়া থাকে। মৎস্য-পুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে যেরূপ উপদেশ আছে, তদ্রূপই করিতে হয়। প্রয়াগে প্রথম আগমন করিলে ত্রিবেণীর দেবতা বেণীমাধবকে একটি নারিকেল দিতে হয়। এই ক্রিয়াটী কেহ কেহ করিয়া থাকে এবং কেহ কেহ করেও না। লোকেরা প্রাগওয়ালের ঘাটে পঁহুছিলেই তাহারা "নউবরায়" মস্তক-মুণ্ডনের জন্য প্রেরিত হয়। "নউবরায়" নাপিতগণ ক্ষৌরকর্ম্ম করে। সহরের অন্য কোন নাপিতের তীর্থ-যাত্রীর শির-মুণ্ডন-ক্রিয়ায় অধিকার নাই। প্রয়াগের অধিবাসীদিগের পক্ষে মস্তক-মুণ্ডন বাধ্যতাজনক নহে। যাহার পিতা জীবিত আছে, সে গোঁপ কামায় না। শিখেরা সামান্য মাত্র কেশ-কর্ত্তন করে। সধবা রমণীগণেরও এই প্রথা। বিধবা এবং দক্ষিণদেশীয় রমণীগণ বিধবা-সধবা-নির্ব্বিশেষে মস্তক-মুণ্ডন করে। বৈতরণী করিতে হইলে লোককে দক্ষিণ হস্তে রজতমুদ্রা, ছাগ বা অশ্বের কর্ণ, অথবা গো-পুচ্ছ বা হস্তিদন্ত ধারণ করিতে হয়। পাণ্ডারা সঙ্কল্প পড়ায়। মুদ্রাটী অবশ্য পাণ্ডা পাইয়া থাকে। স্নান-সমাপনান্তে দুগ্ধ ও পুষ্প দিয়া গঙ্গার পূজা করিতে হয়। অতঃপর দুর্গের পাতালপুরী-মন্দিরে যাইয়া অক্ষয়-বটের পূজা করিতে হয়। পয়সা পাইলেই প্রাগওয়াল যজমানকে ছাড়িয়া দেয়। প্রাগওয়ালগণ যত পারে তত টাকা যজমানের নিকট হইতে লইয়া থাকে। অর্থ পাইলে তাহারা সুফল দেয়। সুফল দিবার কালে তাহারা যজমানের পৃষ্ঠদেশ তিনবার ঠুকিয়া দেয়।

ব্যাঙ্ক :—এলাহাবাদে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অপার ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ট্রেডিং ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং করপোরেশন আছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় ব্যক্তিগণও টাকার নেওয়া-দেওয়া করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কিডগঞ্জের গপ্পুমল কানাহিয়া লালই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। অধমর্ণ যদি সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তি হয় এবং অনেক টাকা কর্জ্জ করে, তবে তাহাকে ৬ হইতে ৯ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। সাধারণ বন্ধকী কর্জ্জে ৯ হইতে ১৫ টাকা অথবা সর্ব্বনিম্নে ১২ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক সুদ দিতে হয়।

ব্যবসায় :—এলাহাবাদে মুসলমানগণের পরিধানের জন্য "সাঙ্গি" নামক সূত্র-মিশ্রিত চিকের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাষ্ঠের কারবার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। শকটাদি-প্রস্তুতির জন্য অনেকগুলি কারখানা আছে। এলাহাবাদের কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা অতিসুন্দর। এই মৃত্তিকারও প্রকার-ভেদ আছে। তাহারা ঘারোটা, করাই এবং করবোতা নামে খ্যাত। এলাহাবাদের নাইনি-নামক স্থানে উক্ত মৃত্তিকা দেখা যায়। তথাকার Central Jailএ উক্ত মৃত্তিকার সুন্দর সুন্দর টালি তৈয়ার হইয়া থাকে। নাইনিতে কাঁচ প্রস্তুতির জন্য একটি কারখানাও আছে। পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এলাহাবাদে

বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু লোহের কারবারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংরাজদিগের কারখানায় ট্রাঙ্কাদি তৈয়ার হয়। ট্রাঙ্কগুলির গঠন তত ভাল নহে। স্বর্ণরৌপ্যাদির অলঙ্কার, বোতাম এবং অন্যান্য কার্য্যও দেখা যায়। এলাহাবাদে জুতার ব্যবসায় খুবই চলিয়া থাকে।

কারখানা:—এলাহাবাদের কেল্লায় মিলিটারি আর্সেনেল আছে। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাওনিয়ার প্রেস, এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসে অনেক লোক নিযুক্ত দেখা যায়। ইষ্টক-প্রস্তুতির জন্য Messrs. Frizzoni এবং Messrs Vassel Co. আছে। মিউনিসিপাল যন্ত্রাদি প্রস্তুতির জন্য Messr S. T. Crowley Co. কারখানা খুলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাহারা বরফও তৈয়ার করিয়া থাকে। Messrs. T. P. Luscombe Co. তাম্বু প্রস্তুতি ও গাড়ির কারখানা পরিচালনা করিয়া থাকে। East Indian Railway workshop এ অনেকেরই অন্ন জুটিতেছে। লুকারগঞ্জে Allahabad Milling Companyর আটার কারখানা দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মশালা:—প্রয়াগে চারিটী ধর্ম্মশালা আছে। তন্মধ্যে একটি ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। এটী মির্জ্জাপুরের বিহারীলাল-নামক জনৈক মারবাড়ী-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে যাত্রিগণের অনেক সুবিধা। দ্বিতীয় ধর্ম্মশালাটী মুঠিগঞ্জে গউঘাটের উপর অবস্থিত। তৃতীয়টী ফুলপুরের রায় প্রতাপচন্দ্রের বিধবা পত্নী গোমতী বিবির দ্বারা মুঠিগঞ্জে নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্থ ধর্ম্মশালাটী কীডগঞ্জে অবস্থিত। ধর্ম্মশালার বাঙ্গালা নাম পান্থ-নিবাস। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-সভ্য—

শ্রীমতী ডি, জি, আর, দাদাভাই লণ্ডনের এম, ডি ও এম, আর, সি, পি এবং শ্রীমতী গরটুড কারমাইকেল লণ্ডনের বি, এ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষিতা নারীদের যোগ্যতা-অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়া দিয়া তাঁহাদের উচ্চ অধিকার দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয় এই নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া উচ্চশিক্ষার সমাদর করিয়াছেন।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা—

শ্রীমতী রেজিনা গুহ এম, এ, বি এল। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী-সাহিত্যে প্রথম হইয়াছিলেন। হাইকোর্ট ইঁহাকে ওকালতী করিবার অধিকার-দানে অস্বীকার করেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপিকা নিযুক্ত করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে নারী-সভ্য—বহু-সংগ্রামের পর ইংলণ্ডের নারীগণ পার্লামেণ্ট-মহাসভার সভ্য হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের নূতন আইন অনুসারে ত্রিশ বা তদূর্দ্ধ-বয়স্ক নারীগণ পার্লামেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচনে অধিকারিণী হইয়াছেন।

বস্ত্র-সাহায্য—বরিশাল-সহরে "বস্ত্র-সাহায্য-সমিতি"-নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্ত্রাভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র-সাহায্য করাই

এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত এই সমিতি তূলার বীজ বিতরণ এবং চরকার পুনঃপ্রচলনের ব্যবস্থা করিতেও উদ্যোগিনী হইয়াছেন। এই সাধু চেষ্টা সফল হউক।

ইণ্টারমিডিয়েট-পরীক্ষায় বালিকা-বৃত্তি—নিম্নলিখিত বালিকাগণ এ-বৎসর আই, এ,-পরীক্ষায় মাসিক ২০৲টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন্ঃ—

(১) অরুণা বেজ বড়ুয়া, ডায়োসেসন কলেজ।
(২) বীণা রায়চৌধুরী „
(৩) নলিনীবালা রুদ্র „
(৪) নলিনী দাসগুপ্তা বেথুন কলেজ।
(৫) লতিকা মুখোপাধ্যায় „
(৬) আগামা জন ডায়োসেসন কলেজ।
(৭) ললিকা রায় বেথুন কলেজ।
(৮) সুবালা রায় „
(৯) উষাবালা সেন „
(১০) হিরণবালা সেন „
(১১) আশা দত্ত ডায়োসেসন কলেজ।

শিক্ষার জন্য এক অজ্ঞাতনামা ইংরাজ মহোদয়ের দশ লক্ষ টাকা দান।—একজন অজ্ঞাতনামা ইউরোপীয় কলিকাতার ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য দশলক্ষ টাকা বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের হস্তে দান করিয়াছেন।

(১) ঐ টাকা হইতে একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালককে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। (২) একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালিকাকে ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। (৩) ইউরেশীয় বালক-বালিকাদের উন্নতির জন্য বৃত্তি-স্থাপন করিতে হইবে। (৪) কলিকাতার বাহিরে বালকদের জন্য অনাথ-আশ্রম-স্থাপনার্থ আইরিশ ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্সএর হস্তে টাকা দিতে হইবে। (৫) কারসিয়ংএর ডাউহিল বালিকা-বিদ্যালয় বড় করিবার জন্য টাকা দিতে হইবে। (৬) কলিকাতা-সহরে ভারতীয় বালকদের জন্য পাঠশালা-নির্ম্মাণ ও তাহার রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে। (৭) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঠশালা-নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে। (৮) শিবপুর কলেজের ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

নাম গোপন রাখিয়া এরূপ ভাবে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান বর্ত্তমান সময়ে অতিদুর্লভ। বিশেষতঃ একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে ইহা অতিমহাপ্রাণতার কার্য্য, সন্দেহ নাই।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত বালিকাগণ এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

প্রথম বিভাগ।

১। গার্ডনার মেমোরিয়াল। কৃষ্ণদাসী মণ্ডল।
২। ভিক্টোরিয়া ইনিঃ অমিয়া গুপ্তা।
৩। ইউনাইটেড্ মিশনারী গার্লস স্কুল—
সন্তোষিণী দাস।
৪। „ কাননবাসিনী মুখুর্জ্জি।
৫। „ অরুস ঘোষ।
৬। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—
স্বর্ণলতিকা বানার্জ্জি।
৭। „ বনলতা দাসগুপ্তা।
৮। „ নির্ম্মলা বসু।
৯। „ হেমন্তবালা মুখার্জ্জি।

১০। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—স্বর্ণকুমারী গুহ।
১১। " উমাতারা চক্রবর্ত্তী।
১২। মহারাণী স্কুল দার্জ্জিলিং—
উষাময়ী সেন।
১৩। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ হাই—মাধবীলতা চাটার্জ্জি।
১৪। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়— সরিৎ ঘোষ।
১৫। " নীতা রাই।
১৬। " উষালতা বিশ্বাস।
১৭। " প্রীতিময়ী চৌধুরী।
১৮। ডাইওসেসন কলেজ— গাগ ককর।
১৯। " টিলিজ মজুমদার।
২০। " রেণুপ্রভা ঘোষ।
২১। " দীপ্ত চাটার্জ্জি।
২২। " সুধা রায়চৌধুরী।
২৩। " ইন্দু দত্ত।
২৪। " রেণুকা মজুমদার।
২৫। " সন্তোষ ভাণ্ডারী।
২৬। " রাসাসুন্দী।
২৭। " কিত্তি গিলিমান্।
২৮। " সাকিনা মুওয়াজ্জিদ্ জাদা।
২৯। " ভাগীস্ শর্ম্মা।
৩০। ডাওসেসন কলেজ—
কোন্সুলতান্ মুয়াজ্জিদ্ জাদা।
৩১। প্রাইভেট শশিমুখী রুদ্র।
৩২। ময়মনসিংহ বিত্তাময়ী—
শান্তিলতা বসুরায়।
৩৩। " শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়।
৩৪। " মৈত্রেয়ী চৌধুরী।
৩৫। " আশা দত্ত।
৩৬। " সুরুচিবালা রায়।
৩৭। " শান্তিপ্রভা সরকার।
৩৮। " চপলা মুখোপাধ্যায়।

৩৯। ঢাকা এডেন— মনোরমা দাসগুপ্তা।
৪০। " রেণুকা দাসগুপ্তা।
৪১। " শান্তিপ্রভা দাসগুপ্তা।
৪২। " ইন্দুবালা দাসগুপ্তা।
৪৩। " লীলাবতী ঘোষ।
৪৪। " মৃণালিনী ঘোষ।
৪৫। " স্বর্ণ সেনগুপ্তা।
৪৬। " কমলা বসু।
৪৭। " জোসেফাইন নোরোনা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল— গায়ত্রী রায়।
২। ইউ, এফ, সি, হাই— চারুবালা বিশ্বাস।
৩। মাটিল্ডা— মাধবীলতা ব্যানার্জ্জি।
৪। " লাবণ্যপ্রভা বসু।
৫। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ— রেনুবালা বিশ্বাস।
৬। " মৃণালিনী মণ্ডল।
৭। " প্রমোদিনী পাঞ্জা।
৮। ডাইওসেসন— সুরুচি চৌধুরী।
৯। " তেমিনা পেষ্টোনজী।
১০। প্রাইভেট হিরণ্ময়ী নাগ।
১১। " রাণী চাটার্জ্জি।
১২। " গ্রেস্ বসু।
১৩। " মৃণালিনী ঘোষ।
১৪। " শরদম্বা।
১৫। " এসাবেল জয়েল।
১৬। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী—মণিকা দাসগুপ্তা।
১৭। ঢাকা এডেন— ইন্দু দত্ত।

মহিলাদের বিশেষ-বৃত্তি—(মেট্রিকিউলেশন)
২০৲ টাকার বৃত্তি।—১। রেণুকা মজুমদার ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ১৫৲ টাকার বৃত্তি।—১। শান্তিপ্রভা দাস গুপ্ত ইডেন্ হাই স্কুল, ঢাকা। ২। জোসেফাইন নরোনহা।

ঐ। ৩। নির্ম্মলা বসু, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। ৪। সরিৎ ঘোষ, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ৫। উষাময়ী সেন, মহারাণী গার্লস্ স্কুল, দার্জ্জিলিং। ৬। উষালতা বিশ্বাস, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ১০৲ টাকার বৃত্তি।—সাকিন মুবাইদজুন্না, ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ২। শান্তিলতা বসু রায়, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল ময়মনসিংহ। ৩। রেণুকণা দাসগুপ্তা, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা। ৪। সুধা রায় চৌধুরী, ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ৫। শ্যামাসুন্দী ঐ। ৬। কমলা বসু, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা। ৭। মনোরমা দাসগুপ্ত ঐ। ৮। লীলাবতী ঘোষ ঐ। ৯। শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল ময়মনসিংহ। ১০। সলিলা মজুমদার, ডাইওসিসান কলেজিয়েট।

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২১)

লীলা আসিবার কয়েক দিন পরে যামিনী-বাবু বলিলেন, "স্থানীয় সিভিল-সার্জ্জনকে একবার আনিয়া লীলাকে দেখান হউক্। ডাক্তারটী নবীন হইলেও চিকিৎসা-বিদ্যায় অতিশয় বিচক্ষণ। রোগনির্ণয়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। অল্পদিন হইল তিনি এখানে বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম-ডাক চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "তা'তে আর আমার আপত্তি কি? এত ডাক্তার দেখালুম্, কেউ ত কিছু কর্‌তে পার্লে না! তোমার কাছে এনে ফেলেছি, দেখ ভাই, তুমি যদি আমার লীলাকে বাঁচাতে পার।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

পরদিবস যামিনীবাবু স্বয়ং 'সিভিল সার্জ্জনে'র নিকট গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। এবার কিন্তু লীলা তাঁহার অবাধ্য হইল। সে ডাক্তার দেখাইতে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে বলিল, "না কাকা, আর আমি কা'রও ওষুধ খাব না। বাঁচ্‌বার আর আমার সাধ নেই।"

যামিনীবাবু অনেক বুঝাইলেন, কত আশ্বাস দিলেন, কিন্তু লীলা কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিল না। অবিনাশবাবু আসিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু লীলা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, কিছুতেই সে ঔষধ খাইবে না। পিতার কথাও সে শুনিল না। পিতাকে সে বলিল, "বাবা, ওষুধ ত ঢের খেয়েছি; ওষুধ খেয়ে আর কিছু হবে না। ডাক্তারে আর আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। এখান-কার জল-হাওয়ায় আমি আপনিই ভাল হব!"

ঠিক্ এই সময়ে ডাক্তারসাহেবকে সঙ্গে লইয়া সুহৃৎ সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। অবিনাশবাবু চিন্তিত হইলেন যে, তিনি ডাক্তারকে কি বলিবেন্। ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া কিরূপে বলিবেন, "রোগী দেখাইব না, তুমি ফিরিয়া যাও?"—অতিশয় বিরক্ত হইয়া তিনি কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

লীলা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিয়াছিল। ডাক্তারসাহেবের আগমন সে দেখিতে পায় নাই। ডাক্তারসাহেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তকের টুপিটি খুলিয়া কক্ষস্থ টেবিলের উপরে রাখিলেন এবং রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে পালঙ্কের উপরেই উপবেশন করিলেন।

সুহৃৎ বলিল, "দিদিমণি! ডাক্তার-সাহেবকে একবার হাতটা দেখান্!"

লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমরা সবাই মিলে আমাকে ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে, দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

সুহৃৎ বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে গিয়া লতিকাকে ডাকিয়া দিল। লতিকা তাহার স্বভাব-সিদ্ধ চঞ্চলগতিতে আসিয়া লীলার মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলিগুলি ধীরে ধীরে লীলার রুক্ষ চুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নাড়িতে লাগিল। মুখখানি নত করিয়া লীলার মুখের উপর মুখ লইয়া গিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদিমণি! ডাক্তার-সাহেব এসেছেন্, একবার তাঁকে হাতটা দেখাও না, ভাই!"

লীলা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "লতি! অনেক ওষুধ খেয়েছি;—ওষুধে আর আমার কিছু হবে না। ডাক্তারে আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। আমার রোগ আরাম কর্‌বেন্ যম।"

লতিকা ক্ষণেক স্তব্ধ হইল; তাহার পর বলিল উনি খুব ভাল ডাক্তার, ওঁর ওষুধ খেলেই তুমি সেরে উঠ্‌বে, দিদি!"

লী। লতি! সব জানিস্ ত ভাই, সংসার আর আমার ইচ্ছে নেই। এখন মরণ হলেই আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়। তোরা আমার মৃত্যুতে আর বাধা দিস্ নে!

লতি। দিদিমণি! ডাক্তারসাহেব যে তোমার বিছানায় ব'সে রয়েছেন্;—একবার তাঁকে না দেখালে কি হয়?

এইকথা শুনিয়া লীলা মাথার কাপড় টানিয়া দিল। পার্শ্বপরিবর্ত্তনও করিল না, ডাক্তারসাহেবকে হাতও দেখাইল না।

ডাক্তারসাহেব এতক্ষণ উভয়ের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। লীলার কথা শুনিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। মানুষ ইচ্ছা করিয়া কে মরিতে চাহে! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, আর যাহাতেই হউক, তিনি লীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মানুষের জীবন অমূল্য! জগতে বাঁচ্‌বার জন্য সকলেই চেষ্টা ক'রে থাকে। আপ্‌নি এমন অমূল্য জীবন নষ্ট কর্‌তে চাইছেন কেন?"

এ কি!—এ কা'র কণ্ঠস্বর! এ স্বর ডাক্তার কোথায় পাইলেন? এ স্বর যে লীলার চিরপরিচিত! এ ধ্বনি যে তাহার হৃদয়মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে! লীলা তীরবৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া, অনিমেষ-দৃষ্টিতে ডাক্তারসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মস্তকের কাপড় খুলিয়া পড়িয়া গেল, অঙ্গের বসন শ্লথ হইয়া গেল, সে-বিষয়ে যে তাহার লক্ষ্য নাই! সে যে তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল! তাহার সেই কোটরগত চক্ষুর সেই বিস্ফারিতদৃষ্টি দেখিয়া ডাক্তার-সাহেব আরও বিস্মিত হইলেন। লীলা ক্ষণেকমাত্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লম্ফ দিয়া পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিল, দুই বাহুর দ্বারা ডাক্তারের চরণযুগল

জড়াইয়া ধরিল। যেন কোথা হইতে তাহার ক্ষীণ অস্থিপঞ্জরসার দেহে দৈবশক্তি আসিয়া সঞ্চারিত হইল।

লীলা তাঁহার পা-দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার আরাধ্য দেবতা! এতদিনে কি দাসীর তপস্যা সফল হ'ল? যদি দয়া ক'রে দেখা দিলে, তবে আমায় ক্ষমা কর!"

সে-স্পর্শে ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইল, তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি!! লীলা! ওঃ!—তুমি এমন হ'য়ে গেছ!"

লীলা তখনও তাঁহার পা-দুইটী জড়াইয়াছিল।—সেই ভাবেই সে বলিল, "বল, দাসীকে ক্ষমা কর্ব্বে? বল, আমায় গ্রহণ কোর্ব্বে?"

তখন সুধীর অতিযত্নে লীলার হাত-দুইখানি ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইল এবং বলিল, "লীলা! দোষ তোমার নয়, দোষ আমারই! আমিই তোমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

লতিকা এতক্ষণ গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে কাণ্ডখানা কি, তাহাই দেখিতেছিল। সুধীর যখন লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইল, লতিকা তখন ছুটিয়া গিয়া তাহার বাবাকে ও জেঠা-মহাশয়কে সংবাদ দিয়া আসিল যে, ডাক্তারসাহেব আর কেহ নহেন্;—তাহাদেরই জামাইবাবু!

দার্জ্জিলিঙ্গে যখন পতিপত্নীর এইরূপে মিলন হইল, তখন লীলার চেহারা দেখিয়াই দুঃখে অনুতাপে সুধীরের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। হায়! সে এ কি করিয়াছে! এ কি ঘোর নিষ্ঠুরের ন্যায় সে কার্য্য করিয়াছে! ক্রোধের বশীভূত হইয়া সে যে স্ত্রী-হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! তাহারই জন্য যে লীলার এ দশা হইয়াছে তাহা লীলা ও লতিকার কথা শুনিয়াই সে বুঝিয়াছিল। এখন সে ভাবিল, "হায়! কি করিলে আমার লীলাকে আবার পূর্ব্বের মত দেখিতে পাইব? কি করিলে লীলার পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে! কিরূপে তাহার জীবন-রক্ষা হইবে?" এই ভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেইদিন হইতেই সুধীর সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লীলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন নিশীথে নির্জ্জনে নতজানু হইয়া ভগবানের নিকটে সে লীলার জীবনভিক্ষা মাগিত। সুধীরের সহবাসে, সুধীরের শুশ্রূষায় ও চিকিৎসায়—এবং সর্ব্বোপরি সুধীরের অকপট প্রেমলাভ করিয়া লীলা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল।

(২২)

এতদিনে লীলার তপস্যা সফল হইয়াছে। এতদিনে তাহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আজ লীলার মত জগতে সুখী কে? লীলার একটী পুত্রসন্তানও হইয়াছে। বৃদ্ধ হরনাথবাবু দিবারাত্র সেই শিশুটীকে বুকে করিয়া থাকেন, আবার 'মা' লইয়া শিশুর সহিত ঝগড়াও করিয়া থাকেন। শিশু বলে, "আমাল্ মা",—বৃদ্ধ বলেন "আমার মা"। শেষে ঝগড়ার মীমাংসা করিবার জন্য উভয়ে লীলার কাছে আসিলে বৃদ্ধ বলেন, "বল ত মা! তুমি কার মা?" শিশুও তখন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

হাত-দুইখানির দ্বারা মাতার কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া বলে, "বল ত মা, তুমি কা'র মা?"

লীলা উভয়ের সে ঝগড়া দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত; হাসিয়া বলিত, "দু'জনেরই"। তখন উভয়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইত। লীলার সেবা-যত্নে হরনাথবাবু এবং সুধীর উভয়েই মুগ্ধ! বিস্তর দাসদাসী সত্ত্বেও লীলা স্বামী ও শ্বশুরের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে করে। লীলার কাজ দেখিয়া উভয়েই বিস্মিত হ'ন্। বড় লোকের মেয়ে যে এমন সুন্দর পরিপাটিরূপে গৃহকার্য্য করিতে পারে, তাহা তাঁদের ধারণাই ছিল না।

লীলার প্রতি এতদিন সুধীরের কি ভুল বিশ্বাসই ছিল! লীলার প্রতি সে কি অন্যায় ব্যবহারই এতদিন করিয়াছে! ইহা ভাবিয়া সুধীর লজ্জায়, ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইত। তাহার সেই পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সে সর্ব্বদাই লীলার কাছে অনুতাপ করিত। লীলা কিন্তু একটী দিনও এজন্য সুধীরকে কোন কথা বলে নাই। সুধীর নিরুদ্দেশ হইবার পরে সে কিরূপে দিন কাটাইয়াছিল, কি-প্রকারে যামিনীবাবুর সঙ্গে কমলাপুরে গিয়াছিল, এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিয়াছিল, কেবলমাত্র সেই কথাই বলিয়াছিল। তাহা শুনিয়া ও ভাবিয়া সুধীর আরও লজ্জিত হইত। এমন সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সে কি না পরস্ত্রীতে লোভ করিয়াছিল! ছিঃ! সে কি নির্ব্বোধের কাজটাই করিয়াছে! লীলার এই প্রাণভরা ভালবাসার বিনিময়ে সে কি না, কেবল ঘৃণা উপেক্ষা দান করিয়াছে! বড়লোকের মেয়ে বলিয়া একটা ব্যর্থ ক্রোধ ও অভিমানে তাহাকে জড়িত করিয়াছে! এই কি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়?

যাহাহউক লীলার প্রগাঢ় পবিত্র প্রেমে সুধীরের জ্বালাময় হৃদয় ক্রমে শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিল, এতদিন সে অমৃত-পরিত্যাগ করিয়া হলাহল-পান করিতে যাইতেছিল।

কার্য্যোপলক্ষে সুধীর যখন যে-দেশে বদলি হইয়া যাইত, সেইখানেই সে পিতা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিত।

সুধীর একদিন হাঁসপাতাল-পরিদর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, একপদ মাটীতে ও একপদ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় অতিক্রতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে 'লেডী ডাক্তার' মিসেস্ সেন দূর হইতে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মিষ্টার রায়! অনুগ্রহ ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"

সুধীর দাঁড়াইয়া বলিল, "কি আবশ্যকতা?"

ততক্ষণে মিসেস্ সেন সুধীরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "কাল আমার ওয়ার্ডে একজন রোগী এসেছে, তার সর্ব্বাঙ্গে পচা ঘা। একটা পা, ঘায়ে পচে গেছে বলে আমার অনুমান হচ্ছে। তার শরীর যে রকম দুর্ব্বল তা'তে তা'র দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করতে আমার সাহস হচ্ছে না। কিন্তু অস্ত্র না করলেও ত ঘায়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি হবে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে একবার দেখবেন চলুন্। আপনি না দেখলে আমি তা'র চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পাচ্ছি না।"

"চলুন্" বলিয়া সুধীর মিসেস্ সেনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন্।

ঘায়ে মাছি বসিবার আশঙ্কায় মিসেস্ সেন রোগিণীর গায়ে একখানি বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার অবস্থা অতি ভয়ানক। দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কখনও তাহার চৈতন্য রহিত হইতেছিল, আবার কখনও বা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে বিকট চিৎকার করিতেছিল; মধ্যে মধ্যে নানা-প্রকার অসংলগ্ন প্রলাপ বকিতেছিল। সুধীর তাহার অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন; দেখিয়া বলিলেন, "এর জীবনের আশা খুবই কম। হয় ত অস্ত্র করবার সময়েই মারা যেতে পারে, কিন্তু তা'বলে ত অমনি ফেলে রাখা যায় না। আমাদের কর্ত্তব্য কাজ আমরা করি, তারপর জীবন-মরণ ভগবানের হাতে। আপনি একজন নার্সকে ডাকুন।"

'নার্স' আসিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিল। সুধীর অস্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলে, মিসেস্ সেন তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুধীর অস্ত্র-গ্রহণ করিয়া আর একবার তাহার পা-টা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইলেন। রোগিণী তখন চৈতন্যলাভ করিয়াছিল। সুধীরের হাতে অস্ত্র দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কাতর কণ্ঠে বলিল, "সুধীরবাবু, সুধীরবাবু! রক্ষা করুন, আপনার পায়ে পড়ি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঢের হয়েছে, আর আমাকে কেটেকুটে যন্ত্রণা দেবেন্ না।"

সুধীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন! কে এ রমণী! যেন পরিচিতের ন্যায় কথা বলিল! কে এ! এরূপভাবে তাঁহার সহিত কেহ ত কথা কহে না! "ডাক্তার সাহেব" বা "মিষ্টার রায়"-নামেই তিনি অভিহিত হন্। এমন করিয়া সেকেলে নাম ধরিয়া 'সুধীরবাবু' বলিয়া ডাকিতেছে, এ ব্যক্তি কে?

রমণী বলিল, "আপনি আমাকে চিন্তে পারেন্ নি, বোধ হয়। না পার্‌বারই কথা! পাপে আমার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে।"

সুধীর যথার্থই রমণীকে চিনিতে পারে নাই। সে অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে তুমি? কেনই বা তোমার এমন অবস্থা হয়েছে?"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "হা ভগবান্! সে অনেক কথা। মনে ক'রে ছিলুম, সে-কথা কা'কেও বল্‌বো না, কিন্তু এখন দেখছি, আমার সে পাপকাহিনী প্রকাশ না কর্‌লে মৃত্যুতেও আমার শান্তি হবে না। তাই আপনাকে বল্‌ব! সব কথা বল্‌ব!"

সুধীর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

রমণী যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "এখনো আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেন্ নি? —আমি—বিভা।"

সহসা গৃহমধ্যে যদি বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও সুধীর এত ভীত হইত না। পথিক হঠাৎ সম্মুখে কালসর্প-দর্শনে যেরূপ চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হয়, সুধীর ভয়ে ও বিস্ময়ে সেইরূপ চমকিত হইয়া দুইহস্ত পশ্চাতে ফিরিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে ছুরিকা স্খলিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া তাহার গাত্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। "ওঃ!

—এই রোগক্লিষ্টা অনাথা রমণী—বিভা! বিভার এই দশা! যে বিভার উজ্জ্বল রূপের ছটায় নয়ন-মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হইত, যাহার লাবণ্যময়ী দেহকান্তি শারদ-জ্যোৎস্না বলিয়া অনুভূত হইত, তাহারই আজি এই দুর্দ্দশা! সেই সুন্দর সুকোমল দেহ আজি গলিত—ক্ষতপূর্ণ—দুর্গন্ধযুক্ত!" সুধীর ক্ষণ-পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "কেন তোমার এমন দুর্দ্দশা হয়েছে, বিভা! অতুল কোথায়?"

বিভা বলিল, "হায় সুধীরবাবু! এ সংসারে বালবিধবার আপনার জন কোথায়? বাল-বিধবার জুড়াবার স্থান কোথায়? এখন তাই ভাবি কেন সহমরণ প্রথা উঠে গেল! এমন তিল তিল ক'রে দগ্ধে মরার চেয়ে চিতার আগুনে পুড়ে মরা যে সহস্রগুণে ভাল ছিল। লাহোর থেকে এসে দিনকতক সকলের আদর-যত্ন পেয়েছিলাম; বেশ ছিলাম। তার পরেই দিন দিন আমি সকলের গলগ্রহ-সকলের চক্ষু-শূল হ'লাম। আত্মীয়বন্ধুর দিবারাত্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কি কর্‌ব? আমি বিধবা, আমি পরাধীন, এ সংসারে আমার মুখ চাইতে কেউ নাই! দাদাও আর আগের মতন ভাল-বাস্‌তেন না। দোষে বিনা দোষে তিনিও অযথা তিরস্কার কর্‌তেন। অপর সকলে যে যা বলে তাতে তত কষ্ট হত না, কিন্তু দাদার কাছে বিনা কারণে গালাগাল খেলে আমার ভারী কষ্ট হ'ত। কিন্তু বিধবার গালাগালি খাওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে চিরপরাধীন। বাঙ্গালীর বিধবা পরের গলগ্রহ হয়ে না থাকলে তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের যে কোন উপায়ই নেই! নির্জ্জনে ব'সে কত কেঁদেছি, মৃত্যুর জন্য ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা ক'রেছি, কিন্তু হতভাগিনীর কথায় কেউ কর্ণপাত করেন্ নি! এক এক সময়ে মনে হ'ত আত্মহত্যা ক'রে এ যন্ত্রণার হাত হতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে এই সকল ছিল, তাই আত্মহত্যাও কর্‌তে পার্‌লুম্ না! যখন আমার এই রকম অবস্থা, তখন পাড়ার একটা লম্পটের কুহকে প'ড়ে আমি নিজেই আমার নরকের পথ পরিষ্কার কর্‌লুম্। তার প্রলোভনে, তার কপট প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আমি গৃহত্যাগ করে তার সঙ্গে এখানে এলুম্। কিছুদিন পরে তার লালসা পূর্ণ হলে সে আমায় পরিত্যাগ করে চ'লে গেল। তখন আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ-লাম্। কি কর্‌ব, কোথায় যাব,—কে আমায় স্থান দেবে? ভেবে কিছুই স্থির কর্‌তে পারলুম, না। লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে চাইলুম, কিন্তু আমার চরিত্র ভাল নয় ব'লে তাও কেউ রাখ্‌ল না। তখন, কি বল্‌ব, পেটের দায়ে যে কুকাজ করেছি, যে পাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি,—তার ফলভোগও ঢের করেছি। সে সকল কথা আর আপনার শুনে কাজ নেই। তারপরে এই এক বৎসর ধ'রে এই রোগ ভোগ কচ্ছি। আমার এমন একটী পয়সা নেই যে, এক পয়সার মিছরী কিনে খাই। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হ'ত, বড় খিদে পেতো,—কিন্তু এখন আর তা হয় না। আর আমার খিদে তেষ্টা নেই, সব গেছে—এখন প্রাণটা গেলেই বাঁচি!"

বিভার কথা শুনিতে শুনিতে সুধীরের নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। হায়! অভাগিনী বঙ্গরমণী! এক-

পদভ্রষ্ট হইলে আর তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাহাদিগকে ধরিয়া উন্নত করিবার সমাজে কেহ থাকে না! সমাজ ঘৃণায় তাহাকে পদদলিত করে, তাহাকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! দশজনে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, আত্মীয় বন্ধুর নিকট আর তাহার স্থান হয় না! কিন্তু যে-সকল নরপিশাচ অবলীলাক্রমে অবলা রমণীর এই দুর্দ্দশার কারণ হয় তাহারা অনায়াসে, সদর্পে, সসম্মানে সমাজের শীর্ষ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে! অহো আমাদের স্বার্থপর সমাজ! সুধীর মনে মনে ভাবিল, "অতুল এখন কোথায়? বালবিধবা ভগিনীর দুর্দ্দশা একবার স্বচক্ষে দেখিল না! সে যে বড় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল—বিধবা ভগিনীর বিবাহ দিয়া সমাজে পতিত হইতে পারিব না। ভগিনীকে আদর্শ ব্রহ্মচারিণী করিবে। তাহার সে গর্ব্ব এখন কোথায়? আপনারা বিলাস-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সংসারানভিজ্ঞা অবলা বালবিধবাকে নিষ্কাম ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া!!"

বিভা আবার বলিতে লাগিল, "আমার অবস্থা দেখে ঘৃণায় কেউ আমার কাছে আসে না, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলে একটু জলও কেউ দেয় না কতকগুলি লোক দয়া ক'রে কাল আমাকে এখানে রেখে গেছে। কিন্তু আর আমার শেষ হয়ে এসেছে, আর আপনাদের কষ্ট দোব না। আমার পাপের ফল এখানে অনেক ভোগ করলুম। জানি না, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এর চেয়েও আরো কত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেতে হবে!" বলিতে বলিতে বিভার প্রাণবায়ু তাহার পাপপঙ্কিল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তাহার প্রাণশূন্য পূতিগন্ধময় গলিত দেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিল!

বিভার শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে সুধীর অত্যন্ত কাতর হইল। সুধীর সেই গৃহে নতজানু হইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্! হে প্রভো! শুনেছি, তুমি অনন্ত করুণাময়! অবলাকে ক্ষমা কোরো! তা'র পাপরাশি ধৌত করে তোমার অমৃতময় চরণে তাকে স্থান দিও। তোমার শান্তিধামে গিয়ে তা'র পাপতাপপূর্ণ আত্মা যেন শান্তি ও নির্ম্মলতা লাভ করে!"

বিভার মৃতদেহের পার্শ্বে তিনি বহুক্ষণ এইরূপে বসিয়াছিলেন। মিসেস্ সেন তাহাকে না ডাকিলে, বলা যায় না, আরও কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইত। (সমাপ্ত)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

প্রার্থনা।

আজ্‌কে যারা দিচ্ছে ব্যথা
অকারণে,
তাদের তুমি বিচার কর
এ ভুবনে!
স্বতুগৃহ দীনের তরে
ছুচ্‌ল যারা অকাতরে,—
ফুলের বন জ্বালিয়ে দিল
দাবানলে,—
তাদের তুমি বিচার কর
আঁখিজলে!

ন্যায়ের রাজা দয়াল তুমি
দীননাথ,
সইবে আজ্‌ সতীর বুকে
বজ্রাঘাত?
আজ্‌কে যারা বিষ শ্বাসে
করুণ মরু স্মৃতের বাসে,—
দল্‌ছে যারা নিরুপায়ে
দর্প ভরে,—
তাদের তুমি বিচার কর
তব করে!

শ্রীজ্যোতিরেন্দ্রকুমার দত্ত।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 663. November, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৩ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৫। নবেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান—শারদোৎসবে।

(মিশ্র খাম্বাজ)

আমি পরাই মাল্য আমার
প্রাণের ঠাকুরে!
রয়েছে যে নানাসাজে
নদী-গিরি-বন-মাঝে!
যাঁর বীণা রাত্রিদিনে
বাজে হৃদয়পুরে!
সে যে বাজে ওগো দুঃখে সুখে,
ঢেউয়ের দোলায় দোলে বুকে,
আমার প্রাণের দেবতা সে
আছে জগৎ জুড়ে!
তারেই দেখি সকাল সাঁঝে
প্রাণে যতই বেদন বাজে,
অশ্রু-ধোওয়া পথে আমার
সে যে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে!

তাঁরই বাঁশী পাখীর গানে,
তন্দ্রা-আনা শাখীর তানে,
নিমেষ-হারা নীল আকাশে
কানন প্রান্তরে!
আমার ঠাকুর নাই তো ঘরে
আঁধার যেথায় নাহি সরে,
বিশ্ব-জুড়ে প্রকাশ তাঁহার
গন্ধে গীতে সুরে!
তাঁরেই আমি প্রণাম করি,
তাঁরই চরণ সদাই ধরি,
সবার সাথে সবার মাঝে
সে যে আছে কাছে দূরে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে এবং শনৈশ্চরের মন্দিরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এখানে ব্যক্তিগণ সুন্দর অপত্যের কামনা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস ইনি সুন্দর পুত্র দান করিয়া থাকেন্।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের এক মাইল দূরে ভৈরবনাথের মন্দির অবস্থিত। ইনিই কাশীর কোতোয়াল। ইনি সর্ব্বদাই দণ্ড-পাণি। দণ্ডটী প্রস্তরের। কিন্তু এই দণ্ডটী ভৈরবনাথের মন্দিরে নাই; একটু দূরে অন্য মন্দিরে আছে। দণ্ডপাণির পূজা মঙ্গল ও রবিবারে হইয়া থাকে। দণ্ডপাণির দুই দিকে শুভ্রম ও বিভ্রম নামে দুইটী গণ আছে। কাশীখণ্ডে ও শিবপুরাণে লেখা আছে যে, হরিকেশ নামে জনৈক তপস্বী আনন্দবনে তপস্যা করিতেছিলেন্। শিব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কাশীর রক্ষক করেন ও শত্রুকে দণ্ড দিতে আদেশ দেন। বীরভদ্র ও অগস্ত্য-মুনি দণ্ডপাণির অপমান করাতে কাশীবাস হইতে বঞ্চিত হন। দণ্ডের সম্মুখে তিনটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। একদিকে একজন পূজারি ময়ূর-পাখার দণ্ড ধারণ করিয়া যাত্রীদিগের গাত্রে স্পর্শ করায়। এই স্পর্শের উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তগণ তাহাদিগের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত পাপের শাস্তি পাইল এবং মৃত্যুর পর আর তাহাদিগকে স্বকৃত পাপের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। ভৈরবনাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে দুই দিকের দেওয়াল আলেখ্য-দ্বারা পরিশোভিত। দক্ষিণ দিকে ভৈরবনাথের একটি বড় আলেখ্য আছে। ইহার বর্ণ কৃষ্ণাভ নীল। ইহার পশ্চাতে একটি কুকুরের ছবিও আছে। কুকুর ইহার বাহন। দ্বারের বাম দিকে কুকুরের একটি বৃহৎ প্রতি-মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার উপরিভাগে বিষ্ণুর দশ অবতারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অবস্থিত।

ভৈরবনাথের মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে দুই পার্শ্বে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তাহারা দ্বার-পালেশ্বর নামে খ্যাত। মন্দিরের মধ্যে তাম্র-বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহটীই ভৈরবনাথের আবাস-গৃহ। মূর্ত্তিটী প্রস্তরের কিন্তু মুখটী রৌপ্যের। ইহার চারিটী হাত। গলে পুষ্পহার। সন্নি-কটে একটি প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে। পুরোহিত পার্শ্বে উপবেশন করেন ও লোকদিগের কপালে তিলক দেন্। তিলক দেওয়াকে হিন্দিতে ফুঁদি বলে। এই মন্দিরে কুকুরের প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু অন্য মন্দিরে নাই। মন্দিরটী পুণার বাজিরাও-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরটীতে মহাদেব, গণেশ এবং সূর্য্য-নারায়ণের মূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে শীতলাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা। ইহার সাত ভগ্নীরও মূর্ত্তি উক্ত মন্দিরে দেখা যায়। সমগ্র বারাণসী-ধামে শীতলা দেবীর ৬টী মন্দির আছে।

ভৈরবনাথের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে সামান্য দূরে এবং দণ্ডপাণির মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহের মন্দির অবস্থিত। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু, এই নয়টী নবগ্রহ নামে খ্যাত। মূর্ত্তি-

গুলি তিন শ্রেণীতে স্থাপিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটী করিয়া মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী সমস্ত দিনই রুদ্ধ থাকে, কেবলমাত্র প্রাতঃ-কালে পূজার জন্য উদ্ঘাটিত হয়।

সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া বামদিকের কটক পার হইয়া যাইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত দণ্ডপাণির মন্দিরে আসা যায়। এখানে কালকূপ নামে একটী প্রসিদ্ধ কূপ আছে। প্রবাদ এই যে, এই কূপে যে-ব্যক্তি স্বীয় আস্য না দেখিতে পায়, তাহার ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। এখানে মহাকালের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। মহাভারতোক্ত পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পঞ্চপাণ্ডবের কল্পনা অতীব উত্তম। ভগবান্ এক যোগমায়া-দ্বারা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত-সমষ্টিতে দেহরূপ এক মহাবৃক্ষকে উৎপাদন করতঃ আপনিই পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বররূপে সখিভাবে তাহাতে অধিবাস করেন্। শরীরজ কর্ম্মরূপ যে ফল উৎপন্ন হয়, তিনি তাহা আত্মরূপে ভোগ না করিয়া জীবরূপে তাহার ভোক্তা হয়েন। এখন বিষয়টীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহিত সমন্বয় করা যাইতেছে। এই পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ মহাভূত এবং যোগমায়া দ্রৌপদী। সাক্ষিরূপে সখিভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন্। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নর-নারায়ণ বলে। নর অর্থে লিঙ্গোপাধিক জীব, নারায়ণ অর্থে ঈশ্বর। উভয়ের সমানাবস্থা। উভয়েই সমানরূপ এবং অভেদ। অর্জ্জুন কেবলমাত্র ভোক্তা।—কৃষ্ণ ভোক্তা নহেন্। তিনি সারথ্যাদি ক্রিয়ার ছলে কেবলমাত্র প্রেরয়িতৃত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি পাণ্ডবদিগের সখা, পাণ্ডবদিগকে দেখেন মাত্র। সৃষ্টিসেতুভেদক শত দোষ নিবারণ করিবার জন্য তিনি দুর্য্যোধনাদি শত কুরুর এক ভীমের দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে কামাদি শত দোষ একমাত্র বায়ুসাধন প্রাণায়ামেই বিনষ্ট হয়। সুতরাং তিনি এক ভীমের দ্বারা কামাদি-দোষরূপ দুর্য্যোধনাদি একশত কুরুর বিনাশ করেন্। এখন পঞ্চপাণ্ডব ও পঞ্চভূতের গুণের দিকে দৃষ্টি করা যাউক্। তাহা হইলে বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এইগুলি পঞ্চভূত। পৃথিবীই সমস্ত ধর্ম্মের আধার-স্বরূপ। এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা। এ-কারণ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাংশভূত ধর্ম্মরাজ বলিয়া খ্যাত। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। ভীম বায়ুস্বরূপ। মহাভারতেও ভীম বায়ুপুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন্। অর্জ্জুন আকাশস্বরূপ; এ-কারণ ইনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত। আত্মার সদৃশ আকাশ সর্ব্বব্যাপক। এজন্য কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমরূপে বর্ণন করা হইয়াছে; অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই অর্জ্জুন। সর্ব্বভূতাপেক্ষা আকাশকেই ব্রহ্মসান্নিধ্য বলা যায়। ইহাই দেখাইবার জন্য অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের সখ্য এবং এই সন্নিধি-প্রযুক্ত সারথ্যে বৃত হইয়া তিনি এক রথে সহবাস করিয়াছেন। সারথি বলাতে কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে গতি, অতএব ভূতের জড়ত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব জল ও অগ্নিস্বরূপ। এ-কারণ অশ্বিনীকুমারের পুত্র বলিয়া ইঁহারা উক্ত হইয়াছেন্। সূর্য্যতনুজ অশ্বিনীকুমার জলাগ্নিরূপ। কারণ, সূর্য্য হইতে জলের এবং অগ্নির উৎপত্তি হয়।

জলের গুণ শীতলতা ও আর্দ্রতা। নকুলে তাহা বিদ্যমান আছে। অগ্নির গুণ রূপ; সুতরাং সহদেব অত্যন্ত রূপবান্ এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অগ্নিস্বরূপ বলা যায়। শরীর-ধারণার্থ পঞ্চীকরণ-প্রস্তাবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতিকে এবং অংশানুসারে ঐশ্বরী শক্তি লইয়াই দ্রৌপদী যোগমায়ারূপা। ইনি আত্মার সখী অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহচারিণী মায়া। দ্রৌপদীকেও শ্রীকৃষ্ণ সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন্। যেমন মায়া আত্মাতে লিপ্ত না থাকিয়া তৎসন্নিধানস্থা হইয়া বিশ্বকার্য্যকে চেতনবৎ সম্পাদন করেন্, সেইরূপ দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণে লিপ্তা নহেন; কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে থাকিয়া পঞ্চপাণ্ডবাখ্য পঞ্চভূতকে পঞ্চীকরণ-রূপে অংশানুসারে একত্র করিয়া রাখিয়া-ছেন্। লোকে বলে পাণ্ডবগৃহিণী দ্রৌপদী। ফলে প্রকৃতিরূপে মহামায়া ভগবদিচ্ছানুসারে বিশ্বকার্য্যের সম্পাদিকা হইয়াছেন্। নতুবা এক স্ত্রীর পঞ্চপতি কি সম্ভব? ইহা যেমন লোকবিরুদ্ধ তেমনই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং, রূপকচ্ছলে পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে পঞ্চ-পাণ্ডবাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির গুণে নির্লিপ্ত। সন্নিধানস্থা মায়া স্বীয় গুণে তাঁহাকে গুণবান্ করেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিষ্ক্রিয়; দ্রৌপদী-সান্নিধ্য থাকায় পাণ্ডবার্থ বহুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ফলে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপ-করণ সামর্থ্যরহিত, কেবল দ্রৌপদীই ভারতীয় সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন। "যুদ্ধে স্থিরতীতি যুধিষ্ঠিরঃ।" বিনা যুদ্ধে পৃথিবী স্থির থাকেন না। পৃথিবীর অংশ বলিয়া পাণ্ডবরাজকে যুধিষ্ঠির নামে খ্যাত করা হইয়াছে।

পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া "দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি" শ্রুতির অব-লম্বনে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভীম ও অর্জ্জুন স্কন্ধশাখা। অর্থাৎ বৃক্ষাবয়বের ধারক স্কন্ধ। সুতরাং, সমস্ত দেহের ধারক বায়ু। 'শাখা'-পদে বিস্তার বুঝায়। বিস্তার আকাশ ভিন্ন অন্য নহে। এ-কারণ ভীমার্জ্জুনকে স্কন্ধশাখা বলা হইয়াছে। ফলপুষ্প-পদে রূপ ও রস। পুষ্পের সুদৃশ্যতা-প্রযুক্ত সহদেবের সৌকুমার্য্য। ফলের রস জলীয়াংশ, তৃপ্তিকারক। এ-কারণ নকুলকে ফল কহিয়াছেন। অর্থাৎ জলেই শরীরকে সুতৃপ্ত করিয়া থাকে। যেমন শরীরের সমস্ত অবয়ব জলপ্রিয়, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি সকল ভ্রাতাই নকুলপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা। তাঁহার সত্তাতেই পাণ্ডবগণ সচেতন হইয়া আপন আপন অধিকারগত কর্ম্ম করিয়া-ছেন। যেমন শ্রুতি-প্রমাণে পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বর শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া শরীরজ-কর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদু ফল আপনি ভোগ না করিয়া জীবকেই ভোগ করান্, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদু রাজ্যফল আপনি ভোগ না করিয়া অর্জ্জুনকেই ভোগ করাইয়াছেন্।

বারাণসীধামে যে-সকল লোক তীর্থ করিতে আসে, তাহাদিগকে একবার মণিকর্ণিকাতে আসিতেই হইবে। অন্ততঃ পক্ষে শাস্ত্রের আদেশ এইরূপ। মণিকর্ণিকা একটী কূপমাত্র। ইহার জল পূতিগন্ধবিশিষ্ট হইলেও পাপবিমোচক বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস।

মহাপাপীও ইহার জলে বিগতকল্মষ হয়। কাশীখণ্ডে লেখা আছে যে, বিষ্ণু এই কূপটী স্বীয় চক্রদ্বারা খনন করেন, সেই জন্য ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী। কূপ-খনন করিয়া জলের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু স্বীয় ঘর্ম্ম-দ্বারা তাহাকে পূর্ণ করেন্। পরে তিনি উত্তর দিকে যাইয়া যোগ-সাধনে রত থাকেন্। ইতোমধ্যে মহাদেব এখানে আসিয়া কূপটী দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হয়েন। তিনি দেখিলেন যে, কূপমধ্যে কোটী সূর্য্যের প্রকাশ রহিয়াছে। তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হন্। বিষ্ণু তখন এই বর প্রার্থনা করেন যে, মহাদেব উক্ত কূপটীতে তাঁহার সহিত বাস করিবেন্। এই প্রার্থনায় মহাদেবের এত আনন্দ হয় যে, তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে থাকে। এই কম্পন-নিবন্ধন মহাদেবের কর্ণের কুণ্ডল কূপে পতিত হয়। এই নিমিত্ত কূপের নাম মণিকর্ণিকা হয়। ইহার অপর একটী নাম মুক্তিক্ষেত্র এবং পূর্ণ-শুভকরণ। মহাদেব এই কূপটীকে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত করেন। মণিকর্ণিকা-সম্বন্ধে কাশীখণ্ডের কথা আমরা বলিয়াছি; এখন লোকপ্রবাদ কি তাহাও বলিতেছি। একদা হর-পার্ব্বতী কূপের সন্নিকটে উপবেশন করিয়া আছেন্, এমন সময়ে পার্ব্বতীর কর্ণ হইতে আভরণ চ্যুত হইয়া কূপে পতিত হইল। তদবধি মহাদেব কূপটীকে মণিকর্ণিকা আখ্যা দেন। কূপের চারিধারে সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দ্বারা জলে অবতরণ করা যায়। উত্তর দিকের সিঁড়ির ধাপে বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। কূপের মুখের পশ্চিম দিকে পিতৃদিগকে জল দিবার ১৬টী স্থান আছে। কূপোদক পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট।

মণিকর্ণিকা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তি-স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইনিই মৃত্যু-কালে মানবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া তাহাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করেন্। ইঁহার মূর্ত্তিটী ভৃঙ্গারের মধ্যে রক্ষিত। বর্ষাকালে স্থানটী নদীজলে নিমজ্জিত হয় ও তদবস্থায় বিগ্রহটীকে কয়েক মাস থাকিতে হয়। এইজন্য মন্দিরের ভিত্তি দুর্ব্বল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী উচ্চ স্থানের মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তরের দুইটী পদচিহ্ন আছে। ইহা চরণপাদুকা নামে খ্যাত। পদচিহ্নটী বিষ্ণুর! প্রবাদ এইরূপ যে, বিষ্ণু এই স্থানটীতে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে চরণপাদুকা পূজার জন্য লোকের অনেক ভিড় হইয়া থাকে। বরুণা-নালায়ও অনুরূপ পাদুকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের দ্বিতীয় থাকের সিঁড়ি চড়িলে সিদ্ধবিনায়কের মন্দিরে পঁহুছিতে পারা যায়। সিদ্ধবিনায়ক গণেশ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নহেন। মূর্ত্তিটী লাল; ত্রিনেত্র; গলে ফুলের মালা! মস্তকটী হস্তীর। ইন্দুর ইহার বাহন। মন্দির-মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটী রমণীমূর্ত্তি আছে। ইঁহারা সিদ্ধি ও বুদ্ধি নামে খ্যাত।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের সন্নিকটে সিন্ধিয়া ঘাট এবং নাগপুর-রাজার ঘাট। পূর্ব্বোক্ত ঘাটটীর উপর একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা অবস্থিত। তাহার গুরুভারে ঘাটটী বসিয়া গিয়াছে।

বারাণসীর উত্তর দিকে বৃদ্ধকালের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী অতিশয় পুরাতন। প্রবাদ এইরূপ যে, সত্যযুগে জনৈক বৃদ্ধ রাজা জরাগ্রস্ত

হইয়া বারাণসীধামে আগমনপূর্ব্বক তপস্যায় রত হন্। মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জরামুক্ত করেন্ ও পুনরায় যৌবন দেন। এই ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার্থ রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৃদ্ধকাল আখ্যা দেন। লোকদিগের বিশ্বাস যে, বৃদ্ধকালের পূজা করিলে একদিকে লোকে যেমন জরামুক্ত হয়, তেমনই অন্যদিকে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। বারাণসী-ধামে সর্ব্বাপেক্ষা যে সকল পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালের মন্দির একটি।

এখান হইতে সিড়ি ভাঙ্গিয়া মহাবীরের মন্দিরে যাইতে হয়। ইনি হনুমানের মূর্ত্তি। বিগ্রহটী লাল। ইহার সন্নিকটে কালীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী ষণ্ডমূর্ত্তি আছে। কালীর দক্ষিণদিকের দেওয়ালে গণেশ ও পার্ব্বতী, বামে ভৈরব, সূর্য্য, হনুমান, নারায়ণ (বিষ্ণু), এবং তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। কালীর মন্দিরের বিপরীত দিকে দুইটী কূপ আছে। তন্মধ্যে একটী অন্নোদক এবং তাহার জলও পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ু হইবার প্রত্যাশায় ইহাতে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, কুষ্ঠরোগিগণ দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া এখানে স্নান করিলে সেই রোগ হইতে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় কূপটীর জল পান করিতে হয়। কূপোদক মিষ্ট। এখানে অন্যান্য দেবতারও প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। তাহাদিগের সংখ্যা নয়টী। ইহার মধ্যে দুইটী সতীমূর্ত্তিও আছে। পুরাকালে স্বামীর বিয়োগে যে-দুইটী রমণী সতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ এই দুই প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

এই চত্বরের দক্ষিণদিকে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। বিগ্রহটীর অঙ্গে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সর্প বিজড়িত। ইনি নাগেশ্বর নামে খ্যাত। এই চত্বর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় চত্বরে যাওয়া যায়। এখানে দুইটী অশ্বথ ও একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। এখানে কোন মন্দিরাদি নাই। সন্ন্যাসিগণ এখানে অবস্থান করেন্। ইহার সন্নিকটে আর একটী চত্বর আছে। এখানে বৃদ্ধকালের মন্দির দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকাল একটী ভৃঙ্গারের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপর ধারা দেওয়া হয়। বৃদ্ধকাল একটি শিবলিঙ্গ মাত্র। বারান্দায় গণেশ ও হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিতা।

সন্নিকটে মার্কণ্ডেশ্বর ও দক্ষেশ্বরের মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, মহাদেবের অনুকম্পায় মার্কণ্ডেয় অমর হন্। তাই তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহাদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন্। কাশীখণ্ডে দক্ষের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এখানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কারণ, দক্ষযজ্ঞের ঘটনা সকলেই জানেন্। বৃদ্ধকালের মন্দিরের মধ্যে দক্ষেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। বৃদ্ধকালের মন্দিরের সংলগ্ন অল্পমৃত্যেশ্বরের মন্দির দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকালের মন্দিরের রাস্তায় প্রতি-রবিবারে একটি মেলা হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে বৎসরে একটি করিয়া বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাটী শ্রাবণ মাসে হয়।

বৃদ্ধকালের মন্দিরের রাস্তায় রত্নেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট বারাণসী-সহরের উন্নতি-কল্পে রত্নেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ইচ্ছা প্রকটিত করেন। মহাদেব স্বপ্নে ম্যাজি-ষ্ট্রেটকে দেখা দেন ও বলেন, যেন তাঁহার

মন্দির ভগ্ন করা না হয়। প্রত্যুষে উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মন্দির-ভঙ্গাজ্ঞা রহিত করেন।

* * *

বারাণসী-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে রাজা দিবোদাসের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। একদিন এমন ছিল যে, বারাণসীধামে মহাদেবের পূজা না হইয়া রাজা দিবোদাসের পূজা হইত। কাশীখণ্ডে লেখা আছে, ব্রহ্মার বরে রাজা দিবোদাস ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া দেবতা ও মনুষ্যের উপর সমভাবে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন্। দেবতাদিগের কিন্তু তাহা সহ্য হইল না। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন্। মহাদেব অনেক চেষ্টার পর গণেশকে উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুমতি দেন। গণেশই রাজা দিবোদাসের পতনের মূল। দিবোদাস রাজ্যচ্যুত হইয়া কৈলাসে নীত হন্।

মীরঘাটের সামান্য দূরে দিবোদাসেশ্বরের মন্দির বিরাজিত। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ। এখানে অন্যান্য দেবতাও আছেন। তন্মধ্যে একটীর নাম বিশবাহক। ইহার কুড়িটী হস্ত। মন্দিরের সম্মুখে একটী দীপাধার আছে। সময়ে সময়ে তাহা দীপ্ত করা হয়। মন্দিরের সীমানার মধ্যে ধর্ম্মকূপ নামে একটি বিখ্যাত কূপ আছে। এই কূপের সম্মুখে অন্যান্য পঞ্চদেবতার স্থান। দ্বারের সম্মুখে মহাদেবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। ইহা চারি ফিট উচ্চ। উক্ত পঞ্চদেবতার স্থানের মধ্যে পঞ্চমুখ শিবের বিগ্রহ দেখা যায়।

মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাস্তায় আসিলেই দেখা যায় যে, অনতিদূরে বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। বিশালাক্ষী পার্ব্বতীর অন্য একটি নাম। এখান হইতে কিছু দূরেই মীরঘাট। ঘাটটী ক্ষুদ্র। এই ঘাটের দক্ষিণ কোণে রাধাকৃষ্ণের মন্দির অবস্থিত। কৃষ্ণ বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার গলে বনফুলের হার।

অওসানগঞ্জের সংলগ্ন নাগকুয়া-মহল্লায় "নাগকূপ" নামে একটী কূপ আছে। কূপটি অতিপুরাতন। কবে যে ইহা খাত হইয়াছে, তাহা বলা দুঃসাধ্য, কিন্তু কাশীখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। এখানে সর্পের পূজা হইয়া থাকে। সিঁড়িতে প্রস্তর-নির্ম্মিত তিনটী সর্প-মূর্ত্তি দেখা যায়। মহাদেবের বিগ্রহেও সর্প বিজড়িত আছে। বৎসরে একবার করিয়া এখানে মেলা হয়। শ্রাবণ মাসের ২৪ ও ২৫শে মেলাটী হইয়া থাকে। প্রথম দিনে রমণীগণ ও দ্বিতীয় দিনে পুরুষগণ এখানে আসিয়া নাগেশ্বরের পূজা করেন। সিঁড়ির দক্ষিণদিকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। তাহার তলে অনেকগুলি দেবতামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সন্নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি অবস্থিত।

নাগকূপের সামান্য দূরে জাইতপুরা-মহল্লায় "বাগেশ্বরীর" মন্দির আছে। তাঁহার মুখটী অষ্টধাতু-দ্বারা নির্ম্মিত। ইঁহার মস্তকে মুকুট, অঙ্গে বসন ও গলে ফুলহার। ইনি সিংহবাহিনী। চত্বরের মধ্যে একটি সিংহ-মূর্ত্তিও দেখা যায়। আমেটীর রাজা লাল বাহাদুর সিংহ উক্ত সিংহ-মূর্ত্তিটী দান করিয়াছেন্। উক্ত রাজা-সাহেব প্রদত্ত আরও চারিটী সিংহমূর্ত্তি চারিটী স্থানে দেখা যায়। তন্মধ্যে একটী দুর্গাকুণ্ডের মন্দিরে, একটী

বাঙ্গালী-টোলাস্থিত চৈৎথী-দেবীর মন্দিরে, একটী বুলহানালাস্থিত সিদ্ধিমাতা-দেবীর মন্দিরে এবং চতুর্থ সিংহমূর্ত্তিটী গুজরাতী পণ্ডিত গোয়রজীকে প্রদত্ত হয়। বাগেশ্বরীর মন্দিরের দেওয়ালে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি অবস্থিত। তন্মধ্যে একদিকে রাম, লক্ষণ ও সীতার মূর্ত্তি এবং অন্যদিকে বাগেশ্বরীর বাহন "অগওয়ানে"র মূর্ত্তি। তৃতীয় থাকে সিংহপৃষ্ঠে বিন্ধ্যাচল দেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। এখানকার ঠাকুর দোয়ারের একটী কামরায় একটী গণেশমূর্ত্তি, নবগ্রহমূর্ত্তি, ও হনুমানের মূর্ত্তি আছে। হনুমানের স্কন্ধের উপর রামলক্ষণ অবস্থিত।

এখানকার মন্দিরের সীমানার মধ্যে অন্য দুইটী মন্দির আছে। তাহাতে জ্বরহরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মূর্ত্তি দেখা যায়। ব্যাধি-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ জ্বরহরেশ্বরের মন্দিরে পূজা করে ও ব্যাধিমুক্ত হইলে দুধ ও ভাং (সিদ্ধি) চড়াইবার কামনা করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আত্মবিসর্জ্জন।

(সামাজিক নাটক)

চরিত্র।

পুরুষ।

হেমচন্দ্র ঘোষ	জমীদার।	মণীন্দ্র রায়	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল পুত্র।
সুবোধ	জমীদার-পুত্র।		
সর্ব্বেশ্বর	ঐ কর্ম্মচারী।	ভোলানাথ	মণীন্দ্রের খুল্লতাত।
হরিদাস	ঐ পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।	প্যারিচাঁদ	মণীন্দ্রের তিন ইয়ার।
নন্দলাল বসু	গৃহস্থ ব্যক্তি।	হারাধন	
প্রফুল্লকুমার	গৃহস্থ-পুত্র (মেডিকেল কলেজের শিক্ষিত ছাত্র)	গোবর্দ্ধন	
		নরেন্দ্রকৃষ্ণ	শ্যামনগরের জমীদার।
বিজয়কুমার মিত্র	প্রফুল্লের বন্ধু।	জহরলাল	ঐ কর্ম্মচারী।

ঘটক, ভৃত্য, দ্বারবান্, কনষ্টেবল ইত্যাদি।

স্ত্রী।

অন্নপূর্ণা	হেমচন্দ্রের স্ত্রী।	লীলা	মণীন্দ্রের স্ত্রী।
রমা	ঐ কন্যা।	জয়াবতী	মণীন্দ্রের মাতা।
সুকুমারী	নন্দলালের স্ত্রী।	সরলা	দরিদ্রা গ্রাম্য-রমণী।

ঘটকী, দাসী, পরিচারিকা, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর,—

অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্নপূর্ণা। আজ দশ দিন হ'ল তবুও তাঁর কোন খবর পেলুম না কেন? এমন ত কখন করেন্ না! যদি কোথাও যান্, দু'দিন দেরী হ'লে অম্নি খবর দেন্; চিঠি লেখেন্। এ-বারে এমন কলে'ন কেন? মহলের গোল-মাল হয়েছে ব'লে মহলে গেলেন; বল্লেন্, দু'তিন দিন দেরী হবে; কিন্তু আজ দশদিন হ'য়ে গেল, এলেনও না, কোন খবরও দিলেন্ না! কেন, কি জানি, প্রাণটা আমার কেবল কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। যেন কি অমঙ্গল ঘ'টেছে ব'লে মনে হচ্ছে! হে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন! হে কুলদেবতা! আমার স্বামীকে রক্ষা কর। তাঁর যেন কোন অমঙ্গল ঘটে না, প্রভু!—কাল হরিদাস ব'ল্লে সর্ব্বেশ্বরের কাছে চিঠি এসেছে, তিনি কাল আসবেন্! কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ত' আমাকে কিছু ব'লে পাঠায় নি! অন্য বারে যখন মহলে যান্, তখন সর্ব্বেশ্বরের কাছে চিঠি এলে পরে, সর্ব্বেশ্বর আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এবারে কেন তা দিলে না! তবে কি কোন দুঃসংবাদ এসেছে? তাঁর কি অসুখ ক'রেছে? কি জানি, আমার প্রাণ কেন এমন ক'চ্ছে? কিছুতেই যে স্থির হ'তে পাচ্ছি না।

(হরিদাসের প্রবেশ।)

হরিদাস! কাল তুমি যে ব'ল্লে তাঁর চিঠি এসেছে, তা সত্যি কি?

হরি। সত্যি বাই কি, বৌ-ঠাকুরুন্!

অন্ন। তিনি ভাল আছেন?

হরি। হাঁ, ভাল আছেন বৈ কি! আপনি কেন এত ভাবছেন?

অন্ন। কেন ভাবছি? কি জানি হরিদাস! আমার প্রাণের ভেতর আজ কেমন ক'চ্ছে! বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কেন এমন হচ্ছে!

হরি। আপনি এত উতলা হবেন না। এখুনি বাবু এসে পড়্‌বেন্। সর্ব্বেশ্বরবাবু এষ্টেসনে লোক পাঠিয়েছেন্।

অন্ন। লোক পাঠিয়েছেন? তা আমাকে কোন কথা বলেন নি কেন?

হরি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, সর্ব্বেশ্বরবাবুর কাছে। দেখি।—

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া)

ঐ যে বাবু আসছেন!

অন্ন। কই? কই? (নেপথ্যে দেখিয়া) তাই ত। আসছেন্, কিন্তু অত বিমর্ষ কেন? কি হয়েছে! কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

[হেমচন্দ্রের প্রবেশ।]

হেম। অন্নপূর্ণা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার সব গিয়েছে। যাকে বড় বিশ্বাসী জ্ঞান ক'রে, সর্ব্বে-সর্ব্বা ক'রে রেখে আমি আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম, আমার সেই পরম হিতৈষী আপন ভগ্নীপতি সড় ক'রে মহল নীলাম করিয়ে নিজে বেনামিতে কিনে নিয়েছে! সব নিয়েছে, আমাকে পথের ভিকিরী করেছে! আমার কি হবে অন্নপূর্ণে! আমি কি ক'রে সংসার প্রতিপালন কোর্ব্বো? আমি যে কিছুই ভেবে ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না!

অন্ন। সে কি কথা! কি সর্ব্বনাশ!

হেম। হা ভগবন্! আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

অন্ন। ও কি কথা! অমন অলুক্ষুণে কথা বল্‌তে আছে কি! বিষয় গেছে যাক্। আবার বিষয় হবে। তার জন্যে এত ভাবনা কেন? তোমার শরীর ভাল থাক্। তোমার শরীর ভাল থাক্‌লে, আবার সব হবে। (হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া) আমার মাথা খাও, স্থির হও, ঠাণ্ডা হও। অমন কোরো না।

হেম। বল কি অন্নপূর্ণা! আমার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি, সব গেল! আমি স্থির হব! ঠাণ্ডা হব! অন্নপূর্ণা! স্থির হয়েই আছি, ঠাণ্ডা হ'য়েই গেছি। আমি পাষাণ; নইলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছি! আমি যে পাগল হয়ে যাই নি, এই আশ্চর্য্য!

অন্ন। কি ক'র্ব্বে? ভেবে কি হবে? লক্ষ্মী-জনার্দ্দন যা কোর্ব্বেন্, তাই হবে।

হরি। ভাবনা কি বাবু! আপনার ত ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে!—তাই থেকে কত টাকা আস্‌বে; আবার বিষয় কিন্‌বেন। ভগবান্ অবিশ্যি, মুখ তুলে চাইবেন্। অকৃতজ্ঞ লোকে ঠকিয়েছে, তিনি ঠকাবেন্ না! আপ্‌নি ভেবে কি কোর্ব্বেন্? তাঁর ভাবনা তিনি ভাব্‌ছেন্।

হেম্। হরিদাস! আমার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত সম্পত্তি সব গেল রে! আমি কি দিয়ে আর বিষয় কোর্ব্বো? কি ক'রেই বা তোমাদের প্রতিপালন কোর্ব্বো?

হরি। ভয় কি? কেন আপনি কাতর হ'চ্ছেন? বিষয় গেছে, গেলই বা! ব্যবসাতে এইবার ভাল ক'রে মন্ দিন্। আপনি নিজে কল-কারখানাগুলো দেখুন, তাতেই বেশ সংসার চ'লে যাবে। না হয়, দু'দিন একটু কষ্ট হবে। আপনি নিজে যদি পাটের ব্যবসাটা দেখেন, তা' হলে দু'দিনে কতটাকা ঘরে আস্‌বে।

অন্ন। হ্যাঁ, তাই কোরো। হরিদাস যা বল্‌ছে, তাই শোন। ভেবে ত আর উপায় নেই? ভাব্‌লে ত আর কোন ফল হবে না? তখন কেন মিছি মিছি, ভেবে শরীরটে মাটি কোর্ব্বে? তোমার শরীর ভাল থাকুলে পর, সব হবে।

হেম। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, অন্নপূর্ণা! তাই কোর্ব্বো। বিষয় গেছে, তাতে তোমাদের যে-কালে দুঃখ হয় নি; তখন আমিও দুঃখ কোর্ব্বো না! তোমাদের সুখেই আমার সুখ, তোমাদের দুঃখেই আমার দুঃখ।

(সুবোধের প্রবেশ)

সুবোধ। বাবা, বাবা, আমার জন্যে কি এনেছেন্? দুটো ময়ূর আনুবেন্ বলেছিলেন, এনেছেন্?

হেম। (নিরুত্তর)

সুবো। (হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া) চুপ করে রইলেন্ কেন, বাবা? কথা কইছেন না কেন? কি এনেছেন্? হরিণ এনেছেন্? আমার হরিণটা মরে গেছে; আমার একটা হরিণ চাই।

হেম। হরিদাস! তোমরা আমাকে স্থির হ'তে বল্‌ছ, ভগবান্ আমাকে স্থির হতে দিচ্ছেন কই? এই আমার নয়নের মণি সামান্য একটা জিনিষের জন্যে এম্নি আব্দার ক'র্ব্বে, আর আমি অচল পাষাণের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবো?? ভগবান্ আমার বাক্‌শক্তি ত রহিত করেন্ নি?

হরি। (সুবোধের প্রতি) চল সুবোধ! আমি ময়ূর এনে দোব, আমার সঙ্গে এস।

অন্ন। যাও বাবা! তোমার হরি-কাকার সঙ্গে বেড়িয়ে এস। তোমার দিদি কোথায়? কি কচ্ছে?

সুবো। দিদি তার খরগোস নিয়ে খেলা ক'চ্ছে। আমার হরিণটা ম'রে গেল! বাবা আমাকে আর একটা হরিণ কিনে দিলেন না! দিদির চারটে খরগোস্!

হরি। চল, চল, আমি দোব এখন। হরিণের জন্যে আবার ভাবনা কি?

[সুবোধকে লইয়া হরিদাসের প্রস্থান]

(নেপথ্যে) বাবু!—

হেম। কে ও? সর্ব্বেশ্বর?

(নেপথ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

হেম। কি বল্‌ছ? ভিতরে আস্‌তে পার।

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ ;—
অবগুণ্ঠন দিয়া অন্নপূর্ণা একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন)

সর্ব্বে। (বিচলিত স্বরে) বাবু,—বাবু, বিপদের উপর বিপদ্ উপস্থিত! আমাদের পাটের গুদামে আগুন লেগেছে। এইমাত্র সরকার এসে ব'লে গেল। কি হবে বাবু! কি উপায় করা যাবে?

হেম। আগুন লেগেছে? বে-শ হয়েছে। সু-সং-বা-দ-এনেছ। আর কিছু সংবাদ নেই সর্ব্বেশ্বর? যাগ্-যাগ্, সব যাগ্; আমি যাই, তুমি যাও, সুবোধ যাগ্, রমা যাগ্! একেবারে সব যাগ্। একদিন ত সব যাবেই, তবে আর মায়া কেন?

সর্ব্বে। অমন ক'চ্ছেন্ কেন বাবু? স্থির হোন্!

হেম। তোমরা সবাই বল্‌ছ স্থির হ'তে! আমি স্থির ত' হ'য়েই আছি! অস্থিরতার আর কি দেখ্‌লে তুমি? এইমাত্র হরিদাস আমায় বুঝিয়ে গেল, পাটের ব্যবসায় চালাতে! তাতেই দুঃখ দূর হবে; আবার বিষয় আশয় হবে। আবার তুমি খবর আন্‌লে গুদোমে আগুন লেগেছে!

সর্ব্বে। আপ্‌নি স্থির হোন্; যাতে গুদোমের অবশিষ্ট মাল রক্ষা হয়, তার একটা উপায় করুন্।

হেম। উপায় আমি কি কোর্ব্বো সর্ব্বেশ্বর? উপায় ক'চ্ছেন্ নারায়ণ!

সর্ব্বে। কি করা যাবে, অনুমতি দিন্!

হেম। অনুমতি? অনুমতি আমি কি দোব বল? আগুনকে ব'ল্‌ব কি, তুমি নিবে যাও?

সর্ব্বে। না, না, তবে আমি যাই; দেখি গে, যদি কোন উপায়ে কিছু রক্ষা ক'র্ত্তে পারি। তবে আমি চল্লুম্!

[হেমচন্দ্রকে প্রণাম ও প্রস্থান]

হেম। অন্নপূর্ণা! দেখ্‌লে বিধাতার খেলা? যার যখন যায়, তখন তার এম্নি ক'রেই কি সব যায়?

অন্ন। ভেবে আর কি হবে? আবার সব হবে। আমার গয়না আছে, টাকা আছে, তাতেই এখন চল্‌বে। আবার সব হবে।

হেম। অন্নপূর্ণা! এতদুঃখেও তোমার সহিষ্ণুতা দেখেও আনন্দ হয়।

অন্ন। চল, মুখে হাতে জল দেবে চল।

(অন্নপূর্ণা হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বৈঠক্‌খানা।
মণীন্দ্র, প্যারিচাঁদ, হারাধন ও গোবর্দ্ধন।)

মণি। বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি? বড়

আস্পর্দ্ধা বেড়েছিল! এত অহঙ্কার! এত দর্প! বাবা! যা বয় সয়, তাই ভাল। অতি-বাড় কিছু নয়! এখন কেমন হয়েছে? যেমন কর্ম্ম তেমি ফল!

গোব। পাপ কল্লেই বাড়ে বল!

হারা। ও কি? তুমি বল্‌তে পার্লে না, বাবা! পাপ কর্লেই ভুগ্‌তে হয়!

গো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা, যা! তুই বড় পণ্ডিত হয়েছিস্!

প্যারি। ও-সব কথা-কাটাকাটি রাখ্। আজ আনন্দের দিন, আমোদ কর, আমোদ কর! এস, সবাই মিলে আজ প্রাণ ভ'রে ফূর্ত্তি করা যাগ্।

গোব। কেন হে? কি হয়েছে? ব্যপার-খানা কি?

প্যারি। ব্যপার আর কি? শত্রু-দমন হয়েছে।

হারা। কে, কে, শত্রু কে? কা'র কি হয়েছে?

মণি। আরে ঐ হেম-ঘোষটা! ওটার কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল বলে ওটা অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখ্‌ত! এখন সব গিয়েছে,... মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

হারা। অ্যাঁ? বল কি! কি করে গেল? কি ক'রে গেল?

প্যারি। ওটার ভগ্নীপতি...কালেক্টারির খাজনা দেয় নি, বলে সমস্ত সম্পত্তি নীলামে বিকিয়ে গেছে।

মণি। সেও আমার ফন্দি! সেও আমার ফন্দি!

হারা ও গোব। (হাসিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ—। বেশ হয়েছে,—বাবা! বেশ হয়েছে। তা—তোমাদের—আমাদের সঙ্গে বিবাদটা,—শত্রুতাটা—কি ক'রে হয়েছিল?

মণি। আরে, ওর একটা খুব সুন্দর মেয়ে আছে না?

গোব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছেই ত, আছেই ত। তার কি হ'য়েছে?

মণি। হেম ঘোষের সঙ্গে আমার বাবার বেশ ভাব-সাব ছিল। বাবা সেই মেয়েটাকে দেখে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ব'লে-ছিলেন। ... বলে কি না, এত ছোট মেয়ের আমি বিয়ে দোব না।

হারা। তাই ত। ইঃ-স্, কি আস্পর্দ্ধা! কচি খুকি মেয়ে আর কি?

মণি। শুধু কি তাই? ওর স্ত্রীটা আবার বলে কি না,—মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দোব, তবু মাতালের হাতে দোব না।

প্যারি। এইবার কেমন জব্দ? দে জলে ফেলে!

হারা। কে মাতাল? মণিবাবু? মণি-বাবুকে মাতাল বলে? যে বলে তার সাত-পুরুষ মাতাল, চোদ্দপুরুষ মাতাল!

মণি। তারপর শোন না! বাবা ত হঠাৎ মারা গেলেন। মা কল্লে কি না, একটা কালিন্দী কুটুরে পেঁচীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে! আমার কি এতে রাগ হয় না?

হারা ও গোব। হবে না? এক-শ' বার হবে, হাজার বার হবে, লক্ষ বার হবে।

মণি। বাবা! আমার সেই রাগ বরাবর মনে ছিল! আমি কি সহজে ভুলি?

হারা ও গোব। তা কি পারেন্? তা কি পারেন্? এত বড় কথাটা কি মানুষে ভুলতে পারে?

মণি। তা'র ঐ ভগ্নীপতি,যে ওঁর বিষয়ের ম্যানেজার ছিল, সে হ'চ্ছে, আমার মামাত ভাই। তা'কে হাত কর্লুম। আমিই তা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একাজ করিয়িছি। নইলে সে ত একটি আস্ত ম্যাড়াকান্ত! তার কি এত সাহসে কুলোয়?

প্যারি। বাবা, আবার শুন্‌ছি ব্যাটার পাটের গুদামে আগুন লেগে গেছে।

মণি। এইবার "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুগুর্ণঃ" হবে। যদি আমার হাতে কিছু টাকা থাক্‌ত, তা হ'লে আমিই বিষয়টা ডেকে নিতুম্। তা পালুর্ম না; আমার যে খরচ! সেই তা'র খুড়োর নামে কিনে নিয়েছে।

হারা। বেশ হয়েছে! এইবার দেখা যাবে কি ক'রে মেয়ের বিয়ে দেয়?

গোব। এইবার আমাদের মণিবাবুর পায়ে ধ'র্ত্তে হবে।

হারা। ওঁর ত' বিয়ে হয়ে গেছে! উনি কি আর বিয়ে ক'র্ত্তে পারেন?

গোব। রাম! রাম! তাও কি পারেন?

মণি। পারি না কি-রকম? আলবৎ পারি!

হারা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা পারেন্ বৈ কি! খুব পারেন্! মনে ক'র্লেই পারেন্।

প্যারি। নাও, নাও, শত্রু-নিপাত-কাম-নায় সব এক এক গ্লাস টান।

হারা। দাও-ভাই! আমার একগ্লাসে সানাবে না, বোতল শুদ্ধ দাও। (বোতলে মদ্যপান)

প্যারি। নাও, মণিবাবু, তুমি আজ বেশী ক'রে খাও। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই, বাবা! লাখ-পতিকে ভিকিরী ক'রে দিয়েছ!

(সকলের মদ্যপান)

মণি। এখনও আমার রাগ যায় নি। তার সেই মেয়েটাকে ধ'রে এনে আমার এই পা টেপাতে পারি, তবেই আমার গায়ের জ্বালা যায়।

প্যারি। হ্যাঁ, টেনে এনে পা টেপাতে হবে বই কি!

গোব। এত বড় আস্পর্দ্ধা! বলে কি না মাতালের হাতে দোব না?

মণি। মদ খাই, আমার বাবার পয়সায় খাই; তোর বাবার তাতে কি রে...?

হারা। তোর বাবার কি রে...?

প্যারি। খাও বাবা, আজ শত্রুর কল্যাণে বেশী ক'রে খাও। ফুর্ত্তি কর, ফুর্ত্তি কর! (মদ্য-পান ও অপর সকলকে দান)। একটা গান গানা ভাই! নইলে আসরটা জম্‌ছে না!

[হারাধন ও গোবর্দ্ধন উঠিয়া দাঁড়াইল]

(রুদ্রমূর্ত্তি ভোলানাথের বেগে প্রবেশ।)

ভোলা। দাঁড়া ব্যাটাচ্ছেলে! আসর জমাচ্ছি ভাল ক'রে। ব্যাটা, এখানে আড্ডা-বাড়ী পেয়েছ? ম'লে! একেবারে বয়ে গেলি, হতভাগা? বাড়ীতে এ সব কি কাণ্ড! দাদা মারা গিয়ে অবধি যেন কি হয়ে উঠেছিস্! সর্ব্বস্ব এরি মধ্যে ওড়ালি, ছোট ছোট ভাই-বোনগুলো রয়েছে, তাদের কি দশা হবে, সে ভাবনা নেই; ঘরে সোমত্ত বউ রয়েছে, তাকে চ'খে দেখা নেই; বাড়ীতে আমরা রয়েছি, লজ্জাসরম নেই? বেরো বাড়ী থেকে, হতভাগা কোথাকার!

মণি। কি এ-ম-ন অ-ন্যা-য় কা-জ-টা ক-রে-ছি?

ভোলা। তবেরে পাজী ব্যাটা! ভদ্র-

লোকের বাড়ীতে ব'সে মাত্‌লামী? হুঃত্তোর মাতালদের মুখে আগুন! মদের মুখে মারি লাথি!

[প্যারির নিকট হইতে মদের বোতল কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা সশব্দে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল।]

প্যারি। আহা হা! সব নষ্ট ক'র্লে, সব নষ্ট ক'র্লে!

ভোলা। দূর-হ—দূর-হ,—বেরো বাড়ী থেকে। (ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন্।)

মণি। আহা, ওদের মেরো না কাকা! মার্‌তে হয়, আমাকে মার।

ভোলা। একেবারে উচ্ছন্ন গেছিস্? দেখ্ ম'ণে! যদি ভাল চাস্ ত' খবরদার, আর এমন কাজ করিস্ নে। এবার যদি বাড়ীতে এ-সব দেখি, তা হ'লে তোকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দোবই। তুই হ'লি কি? দাদার নাম ডোবাতে বসেছিস্? একেবারে গোল্লায় গেছিস্?

[ভোলানাথের প্রস্থান]

মণি। খুড়ো গাইলে মন্দ নয়। কি বল হে?

প্যারি। বাবা, আমাকে যে ধাক্কা দিয়েছে, আমি তাই সাম্‌লে গেছি! অপর কেউ হ'লে চিৎপাত্ হ'ত!

গোব। আর একটু টান, তা হ'লেই সব ভাল হ'য়ে যাবে। আমাদের ও-সব ঢের সওয়া আছে।

প্যারি। খাব কি? খুড়ো কি আর কিছু রেখেছে? আহা! বোতলটা না ভেঙ্গে যদি আর দু'ঘা মার্‌ত, তাহলেও ভাল ছিল। একটুও রাখে নি, বোতলশুদ্ধ চুরমার!

মণি। খাবি তুই? আমার আলমারীতে আছে। বার ক'র্ত্তে ভয় হ'চ্ছে; কি জানি আবার যদি এসে পড়ে?

গোব। চল মণিবাবু! একটু বাইরে যাওয়া যাক্। ঘরের ভিতরে আর ভাল লাগে না।

মণি। আমার মাথা ঘুর্‌ছে, পা টল্‌ছে, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

প্যারি। ভয় কি বাবা! আমরা কাঁধে ক'রে তোমায় নিয়ে যাব।

[মণীন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া স্কন্ধে লইয়া সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের শয়ন-কক্ষ ;—হেমচন্দ্র ও অন্নপূর্ণা।

অন্ন। আমি যা' বলি তা' শোন; মেয়ে-মানুষ বলে অগ্রাহ্য কোরো না। মিছি মিছি ব'সে ভাবলে কি হবে? তা'তে মন খারাপ, আর শরীর মাটী হবে বই ত নয়? আমার গয়নাগুলো নাও, একটা সেক্‌রা ডাকিয়ে সে-গুলো বিক্রি ক'রে দাও। সেই টাকাতে একটা ব্যাবসা ট্যাবসা চালাও। তাতে সংসারও চল্‌বে, মনও বেশ ভাল থাক্‌বে।

হেম। বল কি অন্নপূর্ণা তোমার গায়ের গয়না নিয়ে ব্যাবসা ক'র্ব্বো।

অন্ন। তাতে তোমার কি হ'য়েছে? গয়না কিসের জন্যে? টাকা লোকের হাতে থাকে না, খরচ হ'য়ে যায়। সময়-অসময়ে দরকার হবে ব'লেই লোকে গয়না গড়িয়ে রাখে। নইলে গয়না কি কেবলই প'রে সেজেগুজে বেড়াবার জন্যে? তা কখন নয়। (আলমারি হইতে গহনার বাক্স বাহির করিয়া)

এই নাও। বাইরে গিয়ে একজন সেক্‌রা ডাকিয়ে, এগুলো এখুনি বিক্রি করিয়ে দাও! সেই টাকা ব্যবসাতে ফেল। বিপদের সময় কাতর হওয়া পুরুষ মানুষের উচিত নয়।

হেম। (অন্নপূর্ণার হস্ত হইতে বাক্স গ্রহণ করিয়া পার্শ্বে রাখিলেন।) আবার কি ব্যবসা কোর্ব্বো? যে ব্যবসা ছিল, তাত গেল!

অন্ন। যে-ব্যবসা তোমার ছিল সেই ব্যবসাই চালাও, নয় ত' যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই কর! ব্যাবসা ট্যাবসার কথা আমি মেয়ে-মানুষ, কি বুঝ্‌ব? সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল হয়, তাই কর। সর্ব্বেশ্বর খুব বুদ্ধিমান্ লোক। আর একটা কথা—(ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন)।

হেম। বল, কি কথা?

অন্ন। অত লোক-জনের দরকার কি? যখন যেমন তখন তেমন ক'র্ত্তে হয়। লোক-জন সব ছাড়িয়ে দাও। নিতান্ত যা না হ'লে নয়, তাই দু'-একজন রাখ! কাজ তুমি নিজে দেখ। তুমি দেখ্‌লে, নিজের কাজ নিজে কর্ত্তে পার্লে, একা পাঁচজন লোকের কাজ ক'র্ব্বে। তোমার একটু কষ্ট হবে, তা কি হবে? সময়ের মত ত চল্‌তে হবে?

হেম। আচ্ছা, যা বল্‌ছ, তাই কোর্ব্বো! তোমার মতন স্ত্রী যার সহায়, তার ভাবনা কি? আর ভাব্‌বো না! এইবার মন্ত্রীর পরামর্শ নিয়েই সব কাজ কোর্ব্বো! কেমন?

অন্ন। অত ঠাট্টা কেন?

হেম। ঠাট্টা করি নি; সত্যি বল্‌ছি! এইবার থেকে সব কাজ তোমার মত নিয়ে কোর্ব্বো! দেখি ঈশ্বর কি করেন্।

অন্ন। আমাদের বাড়ীর ঝি-চাকরদেরও এখন জবাব দিয়ে দিই। ভগবান্ যদি দিন দেন, তখন আবার রাখা যাবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।)

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ললিত (হিন্দুস্থানী সুর)—আড়াঠেকা।

দিবা হলো অবসান ডুবিছে মিহির,
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল,　　সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর।
পত্র পরে চারি ধারে　　সখীগণ নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তলপাশ,　　অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস ভুলাতে অমর।
এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।

কথা ও সুর—কবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।　　স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২´ ৩
II সা ঋা -া মা । -া -া মা মা । দা -া -া -পদা।
দি বা ০ হ ০ ০ লো অ ব ০ ০ ০০

০ ১ ২´
| -ণদা -দা পা -া I গা মা -া -গা। মা দা -া পা |
০০ ০ মা ন ডু বি ০ ০ ছে মি ০ হি

৩ ০ ১
| -া মা -গমা -পমা। -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I পা দা র্সা -া |
০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ র যা মি নী ০

২´ ৩ ০
| -া র্সা না র্সনা । -দা -পদা ণদা পা । -া -া -া -া I
০ আ নি তে০ ০ ০০ ধী০ রে ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩
I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
চ লে ০ ০ ছে স ০ মী ০ ০ ০০ ০০

| -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I
০০ ০ ০০ র

I পা পা -দপা -মা । পা দা দা র্সা । -া -নর্সা -ঋর্সা র্সা |
মে ঘে ০০ ০ র ব র ণ ০ ০০ ০০ জ
প ত্র ০০ ০ প রে চা রি ০ ০০ ০০ ধা
এ সো ০০ ০ কে দে খি তে ০ ০০ ০০ যা

| র্সা -া -া -া I র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্ঋা -া -র্সর্ঋা |
ল ০ ০ ০ সা গ রে তে শ ত ০ ০০
রে ০ ০ ০ স খী গ ণ নৃ ত্য ০ ০০
বে ০ ০ ০ এ মা য়া ফু রা য়ে ০ ০০

| -র্জর্ঋা -র্সা না র্সনা । -দা -পদা -ণদা -পা I পা দা র্সা -া |
০০ ০ দ ল০ ০ ০০ ০০ ০ এ কি কা ০
০০ ০ ক রে০ ০ ০০ ০০ ০ ক র তা ০
০০ ০ যা বে০ ০ ০০ ০০ ০ এ খ নি ০

| -া র্সা না র্সনা । -দা -পদা -নদা দা । পা -া -া -া I
০ মি নী ০র ০ ০০ ০০ ছ ল ০ ০ ০
০ লি দি ০য়ে ০ ০০ ০০ ফ রে ০ ০ ০
০ ভা মু ০ড়ু ০ ০০ ০০ বি বে ০ ০ ০

I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
গ্রা মে ০ ০ ক রি ০ ব ০ ০ ০০ ০০
উ ড়া ০ ০ য় ত্র ০ ম ০ ০ ০০ ০০
আ সি ০ ০ বে তি ০ মি ০ ০ ০০ ০০

| -গঋা -সা -ঋসা ণ্‌া I
০০ ০ ০০ র
০০ ০ ০০ র
০০ ০ ০০ র

I সা সা সা সা । সা ঋা -া -া । -া ণ -সঋা -জ্ঞঋা |
ছ ড়া য়ে কু ন্ত ল ০ ০ ০ ০ ০০ ০০

| ঋা সা -া -া I সা ঋা মা মা । মা মা -া -া |
পা শ ০ ০ অ ধ রে ম ধু র ০ ০

| -া -গমা -পমা -মা । গমা পমগা -ঋা -সা I পা দা র্সা র্সা |
০ ০০ ০০ ০ হা০ ০০স ০ ০ প ব নে উ

| র্সা র্সা -া -া । -না -সনা -দা -পদা । পদা দা -পা -া I
ড়া য় ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ বা০ স ০ ০

I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
দু লা ০ ০ তে অ ০ ম ০ ০ ০০ ০০

| -গঋা -সা -ঋসা ণা I পা দা র্সা -া । -া র্সা না র্সনা |
০০ ০ ০০ র যা মি নী ০ ০ আ নি তে০

| -দা -পদা পদা পা । -া -া -া -া I গা মা -া -গা |
০ ০০ ধী০ রে ০ ০ ০ ০ চ লে ০ ০

| মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা । -গঋা -সা -ঋসা ণ্‌া I I
ছে স ০ ধী ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ র

সদাচার।

ন্যায়বান্ নরপতির সাম্রাজ্যশাসনের বিধি-সমূহ যদ্রূপ মানবকে দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, সদাচারও তদ্রূপ মানবকে স্বার্থান্বেষণপর অবিমৃষ্যকারী স্বল্পদৃক্ ব্যক্তিগণের অশিষ্টতা ও রুক্ষতার কবল হইতে পরিত্রাণ দিয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের সদাচারপদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এক এবং সে উদ্দেশ্য সমাজে পরস্পর-সংঘর্ষ-নিবারণ এবং দৈনন্দিন জীবনে সুখ ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধিসাধন। কারণ, পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, সদাচারে এবং সন্ন্যায় কার্য্যে কোনও পার্থক্য নাই। বাস্তবিক, সদাচার বা সদ্ব্যবহারের মূলে নিঃস্বার্থতা, উদারতা,—আপনার অপেক্ষা প্রতিবেশী জনেই সমধিক প্রীতি এবং মহাজন-প্রদর্শিত উন্নত আদর্শ স্বকীয় জীবনে প্রকটিত করিবার জন্য নরনারীর ঐকান্তিকী বাসনা।

সুতরাং স্থলবিশেষে কখনও যদি আবশ্যক প্রকৃত সদাচার-বিষয়ে মানব অজ্ঞ বা সন্দিহান হয়, তাহা হইলে তখন তাহার অন্তঃকরণে কেবলমাত্র এই প্রশ্ন উদিত হওয়া উচিত যে, সেস্থলে নিঃস্বার্থ ও বিবেচনাপূর্ণ কর্ত্তব্য কি? এবং তাহা হইলে সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্পই থাকে। প্রকৃতির ক্রোড়পালিত নরনারীর মধ্যে আমরা প্রায়শঃই এই তথ্যের যাথার্থ্য অবলোকন করিয়া থাকি। সামাজিক-শিক্ষা লাভ না করিয়াও তাহারা তাহাদিগের নিঃস্বার্থপরতা এবং পরানুভূতিতে সদাই সমাদরশীলতা প্রভৃতির গুণে স্বভাবতই কেমন উদার ও অমায়িক।

সমাজে প্রতিপত্তিলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু সদাচার-দ্বারা প্রায় অধিকাংশ মনুষ্যই সকলের প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ। এবং সদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তি, দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবনকালে সম্যক্ সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া থাকিলেও, উন্নত সভ্য সমাজের সাধারণ রীতিনীতিগুলি শিক্ষা করিতে ঘৃণাবোধ করে না। কারণ, যদিও এ-সকল বিষয়ে অজ্ঞতা কোনও লজ্জার বিষয় নহে, কিন্তু তথাপি অতীব সহজলভ্য জ্ঞানার্জ্জনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা মূর্খতামাত্র। এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের জ্ঞানের সহিত মানুষ যদি নিঃস্বার্থ স্বভাবের অধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে সমাজিক ব্যবহারে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা অতিশয় অল্প। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোনও বক্তাকে—তিনি তাঁহার বাক্যদ্বারা শ্রোতার চিত্তহরণে যতই অসমর্থ হউন্ না কেন,—বাধা প্রদান করা সদাচার-বিরুদ্ধ। কারণ এই কার্য্যদ্বারা বক্তার বাক্য অপেক্ষা আপনার বাক্যের অধিকতর গুরুত্ব ও সারবত্তা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং, ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করিয়া শান্ত শ্রোতা হওয়া সদাচার-সঙ্গত।

অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট সদাচার-পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ সামাজিক আচার-ব্যবহারকে এক প্রাণহীন বৈচিত্র্যহীন একরূপত্বে পরিণত করে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তেই দেখা যাইতে পারে যে, নীরস বক্তাকে সদাচারানুরোধে যদি সংযত না করা হয়, শ্রোতৃবর্গের অন্যমনা হইবার

যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং প্রকৃষ্ট বাগ্মিবরের পক্ষে শ্রোতা ও তাঁহাদিগের ধৈর্য্যলাভ দুষ্কর হইয়া পড়ে। কেহ কেহ পুনরায় সদাচারের কৃত্রিমতা-বিষয়ে অভিযোগ করিয়া থাকেন্। যিনি আপনাকে বাক্যমনে একরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন্, সেই সরলতাভিমানী ব্যক্তির নির্ব্বন্ধ—"সহজ হও, কৃত্রিমতা পরিত্যাগ কর।" কিন্তু এই সকল প্রকৃত বিপৎসমূহ সত্ত্বেও জগতের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কেবলমাত্র কৃত্রিমতাবর্জ্জনই, সহজ হওয়াই সমাজের রীতি হয়, অন্য কোনও লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে সামাজিক জীবন অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিবে। মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব স্বভাবতঃই পরস্পর-সংগ্রাম-প্রিয়, বিরোধাভিলাষী জীব এবং এস্থানে এই সদাচাররূপ সমাধান না থাকিলে সমাজের অস্তিত্বও বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠে।

শ্রীবুদ্ধ—

হিয়ার বনে তোমার বেণু।

আমার হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে;
তব অভিসারের ভূষণ লয়ে'
অবশ তনু সেজেছে!
কুঞ্জ-দ্বারে মানস-ভ্রমর
গুঞ্জরি কয় তোমার খবর,
শুনে' বসন্ত-গান, প্রাণের বাগান
ফুলের হাসি হেসেছে;
হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে!

জেগে দেখি তোমার হাওয়া
উড়িয়ে নেছে সকল চাওয়া,
আমার সকল অণু শুনিয়ে বেণু
অরুণ-রাঙায় রেঙেছে!
যা' আছে মোর ধর ধর,
পরশ দিয়ে সরস কর,
ওগো এতদিনে সহজ ধরম
সরম-বেড়ি ভেঙেছে।
হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে! *

নরেশ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পশুচিকিৎসা।

পশুদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে পীড়িত পশুগুলিকে অন্যত্র রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা সুস্থ পশুগুলিও রোগাক্রান্ত হইবে। শুশ্রূষাকারিগণ সর্ব্বদা রোগনাশক পদার্থের দ্বারা হস্তপদ ধৌত করিবে। পীড়িত পশুদিগের গৃহে চুণ ছড়াইয়া দেওয়া উচিত।

স্তন-স্ফীতি :—গাভী ও মহিষের স্তন-

---

* রবীন্দ্রনাথের "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না"র সুর।

গ্রন্থির স্ফীতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই রোগে দুগ্ধ কমিয়া যায়। শরীরের উষ্ণাবস্থায় শৈত্যের আক্রমণ, খারাপ দোহন, দোহনের পূর্ব্বে বহুক্ষণ ধরিয়া স্তনে দুগ্ধের অবস্থিতি, গোয়ালঘরের পাকা মেজ, দোহনকালে বাঁটে খামচি কাটা, দুগ্ধ নিঃসৃতিতে বাধা, বাঁট ধৌত করণান্তর তাহাকে আর্দ্র রাখা প্রভৃতি কারণে উক্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এই রোগটী প্রায়ই দেখা যায়। এই রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ নিচয় ঘটিয়া থাকে :—গ্রন্থির স্ফীতি, স্পর্শে যন্ত্রণা, চর্ম্ম লাল এবং গাভীর পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্যে একটি পদ খঞ্জ হয়। দুগ্ধ কমিয়া যায়, জাল দিলে দুগ্ধ ফাটিয়া যায় এবং দুগ্ধের সহিত রক্ত প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। পুঁজ জন্মিলে বাঁট নরম হয়। নবপ্রসূতা গাভীর বাঁট প্রায়ই ফুলিয়া থাকে। সামান্য ফোমেন্ট করিলেই তাহা আরোগ্য হয়। উষ্ণ রেড়ীর তৈল দিয়া বাঁটটী দিনে তিনবার ডলিয়া দিবে। ধূম লাগাইলেও উপকার দর্শে। এরূপ অবস্থায় জুলাপ দেওয়া উচিত। দেড় সের ঘৃত খাওয়াইলেই জুলাপের কার্য্য করিবে। এই জুলাপের সহিত দুই সের পুরাতন গুড় ও এক সের কাল জিরে পূর্ণবয়স্ক গাভীকে তিন দিন খাওয়াইবে। ম্যাগ্‌নেসিয়া গাভীকে দিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা দুগ্ধ অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। জলের সহিত সোরা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। সময়ে সময়ে দুগ্ধ টানিয়া বাহির করিয়া দিবে অথবা বাছুরের দ্বারা দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিবে। উত্তমরূপে ফোমেন্ট করিয়া বেলে-ডোনায় পুলটিস্ সমস্ত গ্রন্থিতে লাগাইয়া একটা ব্যাণ্ডেজ কোমর পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দিবে। কখনও ফোড়া আপনিই ফাটিয়া যায়, কিন্তু অস্ত্রোপচার-দ্বারা যন্ত্রণার আশু লাঘব হয়। ক্ষতের গর্ত্তটীতে কার্বলিক অথবা মোমের মলম লাগাইবে। যদি রোগ সময়ে ধরা যায় ও ফোমেন্ট করা যায়, তবে তাহা কঠিন হইতে পায় না। এমন কি আরোগ্য হইয়া যায়।

মহিষের বাঁটে প্রায়ই একটা গোল পদার্থ জমিয়া দুগ্ধ-নির্গমনে প্রতিবন্ধকতা করে। বাঁটে হস্ত প্রদান করিলেই সেই গোল পদার্থের অনুভব করিতে পারা যায়। যে-সকল গাভী বা মহিষের বাঁটে গোল পদার্থ থাকে, সে-সকল গাভী বা মহিষ কখনও ক্রয় করিবে না।

বাঁটে ক্ষত :—বাঁটে ঘা অনেক কারণে হইয়া থাকে। গাভীর গৃহের মেজেতে চুণ দিলে বাঁটে ফুস্কুড়ি জন্মে ও পরে তাহা ঘায়ে পরিণত হয়। বাঁটের নব দুগ্ধ যদি মুছাইয়া না দেওয়া হয়, তবে গাভীর বাঁটে ঘা জন্মে; বাঁট দিয়া রক্তও বাহির হয়। এরূপ অবস্থায় একটা তাওয়া খুব গরম করিয়া তাহার উপর দুগ্ধ দোহন করিবে, অবশ্য উষ্ণ তাওয়াটী বাঁটের খুব সন্নিকটে ধরা চাই। এতদ্দ্বারা ধূমটী বাঁটে লাগিবে; সুতরাং রোগেরও উপকার দর্শিবে। যে-সকল স্থলে গাভীর বাঁট আক্রান্ত হয়, সে-সকল স্থলে জুলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। জুলাপের উপকরণ—১ সের ১ পোয়া ঘৃত এবং চার আউন্স (২ ছটাক) কাল জিরা। স্তন ও বাঁটে উষ্ণ রেড়ীর তৈল প্রত্যহ কয়েকবার লাগাইবে এবং জলে নিম্ব-পাতা সিদ্ধ করিয়া ফোমেন্ট করিবে। বাছুর বাঁট কামড়াইলেও বাঁটে ঘা জন্মে।

আব :—বাছুরের আব প্রায়ই দেখা

যায়। তাহারা স্বতঃই সময়ে অন্তর্হিত হয়। যদি আবে পুঁজ জন্মে, তবে অস্ত্রোপচার করাই উচিত। পুঁজ বাহির করিয়া দিয়া ক্ষতের গর্ত্তটীতে কার্বলিক বা মোমের মলম দেওয়া উচিত। মোমের মলমের উপাদান:—মোম, নারিকেল তৈল, ভেসেলিন এবং সামান্য তুঁতে। বৃদ্ধ পশুতে অস্ত্রোপচারই আরামপ্রদ। পুঁজ ইত্যাদি মুছাইয়া দিবে। কিন্তু বাছুরে আব স্বতঃই লোপ পাইতে দিবে।

পশুর ক্ষত যদি সাবধানতাপূর্ব্বক ধৌত করা হয় ও বিষ-বিনষ্টকারী ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তবে শীঘ্রই আরাম হইয়া যায়। যদি রক্ত পড়ে, তবে তাহাকে প্রথমে রোধ করিতে হইবে। দোষ-বিনষ্টকারী ঔষধের মধ্যে কখনও ফেনাইল ব্যবহার করা হয়। এতদ্দ্বারা মক্ষিকাও থাকে না। কিন্তু নিমতৈল-দ্বারা শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে এবং জলে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিয়া দিলে, ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। শরীরের ও স্তনের সকলপ্রকার ক্ষত নিমজল-দ্বারা দুই বা তিনবার ধৌত করিবে এবং মোমের মলম ব্যবহার করিবে।

দাদ:—বাছুরেরা প্রায়ই দাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত স্পর্শা-ক্রামক রোগ। ইহার প্রতিকার না করিলে ইহা কষ্টের নিদান হইয়া পড়ে। ঔষধ করিতে হইলে গাত্রের দাদগুলি হইতে মামড়ি উঠাইয়া দিতে হইবে ও পরে তাহাতে nitrate of mercury ointment, nitrate of silver, এবং জল-মিশ্রিত sulphuric acidএর দ্বারা ধৌত করিবে। তার্পিন তৈল ও তুঁতে তিনবার করিয়া লাগান উচিত। দাদের দ্বারা আক্রান্ত পশুগুলিকে অন্য পশু হইতে অন্যত্র রাখিয়া দিবে।

Mange—Mange-নামক রোগ মহিষ-শিশুরই হইয়া থাকে। ছয় সপ্তাহ হইতে ৬ মাসের বাচ্ছা পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়। বড় বড় মহিষের যে এ রোগ হয় না, তাহা নহে। মাতার দুগ্ধেই উক্ত রোগের বীজ নিহিত থাকে। এই রোগাক্রান্ত বাছুরকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহার গাত্র কাঁচা-মাংসের ঢিবিমাত্র। এই রোগ হইলে বৎসগুলিকে অন্যত্র রাখাই বিধি এবং তাহা-দিগকে দেখিবার জন্য অন্য লোক নিযুক্ত করা উচিত। বাছুরগুলিকে দেশীয় সাবান-দ্বারা ধৌত করিবে ও তার্পিণ তৈল মালিস করিয়া দিবে এবং গন্ধক ও তুঁতে রোগাক্রান্ত স্থানে দিনে একবার করিয়া লাগাইবে। কেহ কেহ ফেনাইল ব্যবহার করিবার পরামর্শ দেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্তই অধিক ফলপ্রদ।

বসন্ত:—বসন্ত হইলে গাভীর শরীরের কোন কোন স্থান লাল হইয়া উঠে এবং পরে স্তন ও বাঁটে চাকা চাকা দাগ হয়। রক্তবর্ণ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন দানা বাহির হয়। আট বা দশ দিন পরে দানাগুলি ফুটিয়া পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে। দানা না ফুটিয়াও শুষ্ক হইয়া যায়। রোগের প্রাবল্য দুই হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে। এই রোগে গাভীর অত্যন্ত জ্বর হয়, মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং উদরাময় সঙ্ঘটিত হয়। এই রোগে জুলাপ দেওয়াই বিধি। জুলাপের উপকরণ ম্যাগ্‌নেশিয়া। পূর্ণবয়স্ক

গাভীর জন্য ইহা ২ পাউণ্ড (১৬ ছটাক) প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত বিরেচক আহারও দিতে হইবে। দুগ্ধ যেন সাবধানতার সহিত পূর্ণমাত্রায় বাহির করা হয়। বসন্ত রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ যেন কেহ ভুলক্রমেও আহার না করে।

উকুন:—মহিষের গায়ে বড়ই উকুন হইয়া থাকে। এই রোগে দুগ্ধ কমিয়া যায় এবং বাছুরের শারীরিক উন্নতি হয় না। এই রোগ হইলে লোমগুলি কর্ত্তন করিয়া দগ্ধ করিয়া দিবে। তামাকের জল দ্বারা গাত্র-ধৌতি এবং তামাকের গুঁড়ার দ্বারা সমগ্র গাত্র ঘর্ষণ করিয়া দিবে। শীতকালেই এই রোগ প্রবল হয়। ফেনাইল জলে মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লাগাইলে উকুন মরিয়া যায়। ফেনাইলে জল মিশ্রিত করিতে হইলে, জলের মাত্রা অধিক হওয়া চাই, নতুবা মহিষের গায়ে ফোস্কা পড়িতে পারে। কেরোসিন তৈল দ্বারাও উকুন মরে বটে, কিন্তু তাহা সাবধান হইয়া লাগান উচিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নিরাশ।

ব্যথা পায় নিতি সেই ভালবাসে যেই;
যে-জন বাসে নি ভাল তার দুখ কই?
সব চেয়ে ব্যথা দেয় সেই ভালবাসা,
ভাল বেসে অবশেষে করে যে নিরাশা।

শ্রীঅমল দত্ত।

অভাগিনী।

পাটনা সহর। ক্ষুদ্র বাংলা সহরের একটু দূরে। তখন বেলা দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে; রাস্তায় লোক-চলাচল একেবারে নাই বলিলেই হয়। কচিৎ ২।১ জন মুটে-মজুর বা পথিক শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। বাংলাটী বেশ ছোট-খাট। তাহার সামনে একটু ফুলের বাগান। বাগানে কয়েকটা গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রাস্তার উপরেই বাংলাটী। রাস্তার ধারের জানালায় একটী ১৮।১৯ বৎসরের সুন্দরী রমণী নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি রাস্তা ছাড়িয়া আরও দূরে নিবদ্ধ। কোনও বস্তু যে সে বিশেষ করিয়া দেখিতেছে, তাহা নহে। তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন সে গভীরভাবে কাহারও চিন্তা করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া তাহার দৃষ্টিরোধ করিতেছে কিন্তু চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সে চক্ষু মুছিয়া ফেলিতেছে। হঠাৎ গানের শব্দ শুনিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল ৮ হইতে ১০ বৎসরের ৮।১০টী বালিকা গাহিতে গাহিতে যাইতেছে;—

"ও মা, কেমন মা তা কে জানে!
মা বলে মা ডাকছি কত,
বাজে না কি মা তোর প্রাণে!"

রমণীটীর নাম শান্তি। একমনে গান শুনিতে শুনিতে পশ্চাদ্‌গামী একটী গৌরবর্ণা বালিকাকে দেখিয়া শান্তি চমকাইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বালিকার দলও নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সেই হইতে শান্তি শতকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ বেলা একটা-দেড়টার সময় জানালাটীর নিকট আসিয়া দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায়?—শুধু সেই গৌরবর্ণা বালিকাকে এক মুহূর্ত্তের দেখা দেখিবার জন্য। মুহূর্ত্তের দেখা!—সে চলিয়া গেলেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তি কর্ম্মান্তরে চলিয়া যাইত। দৈনিক জীবনে ইহাই তাহার একটী প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। সেই সময়ের জন্য সে এতই অন্যমনা হইত যে, তাহার আর বালিকাকে ডাকিয়া কথাবার্ত্তা কহা ঘটিয়া উঠিত না।

(২)

"শান্তি, শান্তি"—বিমল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল। স্বামীর আহ্বান শুনিয়া শান্তি জানালার নিকট হইতে ছুটিয়া আসিল। আজ স্বামীর শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য সে বিস্মিত হইল। সে এতক্ষণ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এজন্য স্বামীর আগমন সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই। সে যথাসাধ্য মুখ ও চক্ষু পরিষ্কার করিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার ঈষৎ রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুখ দেখিয়া বিমল সকলই বুঝিল; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শান্তি, এখনও আমি চলে গেলে একলা বসে কাঁদ? যে চলে গেছে, সে কি আর ফিরে আস্‌বে? তবে কেন কাঁদ?" শান্তি স্বামীর পদতলে পড়িয়া কহিল, "না গো, না, সে আমাদের আজ প্রায় একবৎসর ছেড়ে গেছে। আজ কতদিন তার জন্যে কাঁদি নি। নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর বিধাতা আমার বুকের ধনকে কেড়ে নিয়ে কেন আবার—আবার তা'র স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন? একেবারে যে তার মত দেখ্‌তে!"

বিমল সাদরে তাহাকে তুলিয়া বলিল, "কার মত দেখ্‌তে? খোকার মত দেখ্‌তে? কে দেখ্‌তে?—কা'কে তুমি দেখেছ?"

শান্তি তখন সেই বালিকাটীর কথা বলিয়া বলিল, "একেবারে আমার বিনয়ের মত দেখ্‌তে। সেই নাক, সেই মুখ, সেই রং; যেন আমার সে আবার মেয়ে হয়ে—!"

বিমল তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "পাগল আর কি? কা'দের মেয়ে, না কাদের মেয়ে যাচ্ছে! যাক্, বড় ক্ষিদে পেয়েছে! আপাততঃ কিছু খেতে পাব কি?"

শান্তি ব্যস্ত হইয়া জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল। বিমলও ২।৩ দিন পূর্ব্বে রাস্তায় সেই বালিকাকে দেখিয়াছিল; দেখিয়া তাহারও মন বিষণ্ণ ছিল। কিন্তু সে শান্তিকে ইহার কিছুই বলে নাই। কারণ, সন্তানহারা জননীর শোক ঘনীভূত করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

বিমলকুমার স্বায় আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল পাটনায় মুন্সেফি করিতেছে; পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানের মুন্সেফ ছিল। সংসারে স্বামী, স্ত্রী, ও একটী পুত্র,—বিনয়কুমার। আজ দশমাস হইল সোনার সংসার অন্ধকার করিয়া দিয়া তিনবৎসরের বিনয়কুমার মায়ের কোল

মৃত্যু করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। শান্তি বিমলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা পত্নীর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পিত্রালয়ে হঠাৎ মৃত্যু হয়, ইহাই বিমল জানেন্। সে আজ প্রায় ৮ বৎসরের কথা। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরবৎসরেই বিমলের শান্তির সহিত বিবাহ হয়। শান্তির বয়স তখন দশবৎসর ও বিমলের বয়স ২৪ বৎসর। শান্তি দেখিতে সুন্দরী ; বিমলও গৌরবর্ণ সুন্দর যুবক। বিনয়-কুমার পিতার ন্যায় দেখিতে হইয়াছিল। শান্তি পুত্রের মৃত্যুর পর বড়ই কান্নাকাটি করিত। কয়েক দিন সে দেখিল, সে কাঁদিলে স্বামীর মুখ ম্লান হইয়া যায়, স্বামী অসুখী হন্ ; ঘরে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই হইতে সে মনের দারুণ ব্যথা মনেই চাপিয়া সংসারের কাজ করিয়া যায়। স্বামীর মুখ পুনরায় অম্লান হাসিতে হাসিয়া উঠিল। আজ কয়েকদিন হইতে হঠাৎ পুত্রের মুখের সহিত সেই গৌরবর্ণা বালিকার সাদৃশ্য দেখিয়া শান্তির পুত্রশোক জাগিয়া উঠিল।

(৩)

আজ দুইদিন হইল শান্তি সমস্ত দুপুর ধরিয়া জানালায় দাঁড়াইয়াও বালিকার সাক্ষাৎকার পাইল না। মনটা তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গিনীরা চলিয়া যায়, কৈ সেই মেয়েটী ত তাহাদের মধ্যে নাই? কি হইল তাহার? দুই দিন পরে আজ শান্তি আর থাকিতে না পারিয়া সেই বালিকাদিগকে নিকটে ডাকাইল। মেয়েটীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, সে তাহাদের সঙ্গিনী নহে ; সে ভদ্র গৃহস্থের কন্যা। তাহার মাতা বর্ত্তমান ; তিনি তাহারও সঙ্গে বড় একটা যেশেন্ না। মেয়েটীর নাম বিজয়া। কয়েক দিন বিজয়া কেবলমাত্র সখ করিয়াই তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। বিজয়ার দুইদিন ধরিয়া সামান্য জ্বর হইয়াছে। শান্তি সেই মেয়েটীর বাটী কোথায়, তাহার কে কে আছেন, ইত্যাদি সমস্ত জানিয়া লইয়া বালিকা-দিগকে বিদায় দিল। সেইদিন রাত্রেই এক ঝিকে লইয়া শান্তি বিজয়াকে দেখিতে গেল। বিমলও ইহাতে তাহাকে বাধা দিল না। কারণ, শান্তি যাহাতে মনে শান্তি পায়, সে সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করে।

শান্তি বিজয়ার মাতাকে দেখিল। শ্যামবর্ণা করুণাময়ী মূর্ত্তি। তাঁহার নাম কমলা। বয়স তেইশ বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হয় না। ঝির নিকট হইতে শান্তির পরিচয় পাইয়া বিজয়ার মাতা চমকাইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে অনিমেষনেত্রে তাকাইয়া রহিল। শান্তিকে নিজের বিস্ময়ভাব বুঝিতে না দিয়া কমলা তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বসাইল ; খুব আদর-যত্ন করিল ; ঘর-সংসারের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। শান্তিও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিয়া তাহাকে নিজের প্রাণের ব্যথা, পুত্রশোকের কথা প্রভৃতি শুনাইল। শান্তি বলিল, "দিদি! আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম ; না, না, ভুলি নি। সে কি ভুলিবার জিনিষ! স্বামীর সুখের জন্যে, তাঁর প্রীতির জন্যে তা'র শোককে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু দিদি! যে-দিন থেকে বিজয়াকে দেখ্‌লাম, সে-দিন থেকেই তা'র শোক আবার নূতন করে জেগে উঠ্‌ল। বিজয়া যে একেবারে তারই মত দেখ্‌তে! বিজয়া পরের মেয়ে, তাকে ত

আর রাত দিন নিজের কাছে বুকে করে রাখ্‌তে পারি না ?" বলিতে বলিতে শান্তি আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। কমলার চক্ষুও শুষ্ক থাকিল না। সে শান্তিকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া, কমলা একটীমাত্র ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তিকে কন্যার বিছানার পার্শ্বে লইয়া গেল এবং বলিল, "শান্তি! আমার বিজয়া সদ্বংশজাতা কায়স্থকন্যা। তা'র পিতা বর্ত্তমান। তিনি শিক্ষিত, বিনয়ী, ধনী; কিন্তু বিজয়া তা'র দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার স্নেহে বঞ্চিত। পিতার মর্ম্ম সে কিছুই বুঝে নি। সে শুধু তার অভাগিনী মাকেই জানে। আমিও কপালক্রমে স্বামী হতে বঞ্চিতা। তিনি পুনরায় একটী সতীলক্ষ্মী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া সুখে আছেন্। আমার পিতাও প্রচুর অর্থের অধিকারী। আমি তাঁর একমাত্র কন্যা। আমার একটী ভ্রাতাও আছেন্। মৃত্যুসময়ে পিতা তাঁর অগাধ সম্পত্তি আমাদের দুই ভাই-বোনকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছেন। তবে মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে গিয়েছেন যে, বিজয়াকে গৌরীদান কর্‌তে হবে। বিজয়াও সম্প্রতি আট বছরে পড়েছে। এই বছরেই তা'র বিবাহ দিতে হবে।" এই বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া কমলার চক্ষু-দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে শান্তির ডান হাতখানি টানিয়া লইয়া বিজয়ার ডানহাত তাহার উপর রাখিয়া বলিল, "শান্তি, আজ হতে আমি তোমার হাতে আমার বিজয়াকে দিলাম। আজ হতে তুমি তা'র মা হলে। সে তোমারই কন্যা। তা'র বিবাহও তুমি দিবে। তোমার স্বামীর মতামত কি, জানি না; কিন্তু মনে হয়, তিনি তোমার কথায় আপত্তি কর্‌বেন না। তুমি তা'কে তোমার ঘরে রাখ্‌তে চাইবে জানি, কিন্তু আমি কিরূপে তা'কে ছেড়ে থাক্‌ব? না, না, তোমার হাতে বিজয়াকে সমর্পণ করেছি, তুমিই নিয়ে যেও। বিজয়া! মা, আমার বুকের ধন, আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি, আমি তোমার হতভাগিনী জননী! আমাকে ভিন্ন তুমি কা'কেও জান না। কিন্তু মা, আজ তোমার আর এক মা হ'ল। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুমি পিতৃস্নেহ কখনও পাও নি; ভগবানের আশীর্ব্বাদে পিতার আদরে তুমি আদরিণী হবে। তবে যাই। যাও মা, তোমার পিতা ও নূতন মা'র নিকট যাও; কোনও দুঃখ পাবে না, আশীর্ব্বাদ করি।"

শান্তি নিজকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আয়তনেত্রে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমলার অশ্রুপ্লাবিত, বেদনাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন বুঝিল যে, তাহার কথা সত্য, সে ঠাট্টা করিতেছে না, শান্তির হৃদয়-মন বিস্ময় ও আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে আকুলভাবে কমলার পা-দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; রুদ্ধস্বরে বলিল, "দিদি, দিদি, কে আমি যে, আমার জন্যে তুমি এত দয়া দেখাচ্ছ? দিদি, তুমি কি দেবী, দিদি? আমি পুত্রহারা জননী; জানি না, কি পাপে আমাদের এ শাস্তি। তোমার এত দয়ার যোগ্য কি আমরা!"

কমলা তাহাকে নীরবে পদতল হইতে উঠাইল ; মনে মনে বলিল, 'কেন আমি আমার হৃদয়ের মাণিককে, চোখের তারাকে আজ বুক খালি করে তোমাদের দিলাম, তা'র তুমি কি বুঝ্‌বে, শান্তি ? আজ কিরূপে আত্মবলিদান কর্‌লাম, তার মর্ম্ম তোমার উপলব্ধি করা সুদূরাহত। তুমি আমার কে ? জান না ? উঃ! কা'কে কি বল্‌ছি! দয়াময়! এতদিন যখন সহ্য করে এসেছি, জীবনের শেষ ক'টা দিনের জন্য বল দাও, শান্তি দাও, আর দাও সহ্য কর্‌বার শক্তি।"

* * *

বিজয়া এখন শান্তির নিকটেই থাকে। তাহাকে আনয়ন করাতে বিমল কিছুমাত্র দুঃখিত নয় ; বরং আনন্দিত। শান্তির নিকট কমলার যে পরিচয় শুনিয়াছিল, তাহা সে অবিশ্বাস করে নাই। তাহার মনে কিন্তু সন্দেহ হইয়াছিল যে, কমলা তাহার জীবনের সমস্ত কাহিনী বলে নাই ; গোপন করিয়া গিয়াছে। তবে সে কমলার এই স্বর্গীয় ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, তাহাদের জন্য তাহার এ স্বার্থত্যাগের কারণ কি ? তাহার সার্থকতাই বা কি ? পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, ধনিকন্যা, সন্তানবতী জননীর, তাহার ও শান্তির জন্য কেন এ অনুগ্রহ—কেন এ অসামান্য দান ? কমলার সহিত চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, তাহাকে দেবী মনে করিয়া সে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বুঝিল না বিমল, কমলার এ স্বার্থত্যাগের কারণ কি ?

(৪)

প্রভাতের মৃদু মৃদু শীতল বায়ুর সহিত সানাইয়ের করুণধ্বনি মিশিয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। পাটনাসহর তখনও জাগিয়া উঠে নাই। শুধু বিবাহবাড়ী আজ আনন্দ কোলাহলে ধ্বনিত হইতেছে। আজ বিজয়ার বিবাহ ; শান্তির গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। কমলা বিবাহ-বাটীতে আসে নাই। শান্তির শত ক্রন্দন, অনুযোগ-অনুরোধেও সে আসিতে স্বীকৃত হয় নাই।—কেন তাহা কমলাই জানে। সে শান্তিকে শুধু বলিয়াছিল যে, বিজয়ার বিবাহের পর সে যেন একবার কন্যা ও জামাতাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। শান্তি ও বিমল কমলার এ ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিস্মিত হইল। কিরূপ মা যে সন্তানের শুভপরিণয়ে উপস্থিত থাকিতে চাহে না ?

এক সুশিক্ষিত সুপাত্রের সহিত বিজয়ার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। কমলার পিতার ইচ্ছানুসারে তাহাকে গৌরীদান করা হইয়াছিল। কন্যা-জামাতাকে লইয়া শান্তি বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে কমলার নিকট গেল। কমলা তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। বিজয়া সেইদিন বৈকালেই শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। তিনটী হৃদয় তিন জনের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়িল। বিজয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কিতে উঠিল। শান্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বিদায় দিল। আর কমলা বিজয়া-বিদায়ের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া শয়নগৃহে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ কমলার সব শেষ হইয়া গেল।—স্বামী অনেক দিন তাহাকে পরি-

ত্যাগ করিয়াছেন, মাতাপিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কন্যা বিজয়াও আজ পর হইয়া গেল!

বিজয়ার শ্বশুরালয়-গমনের দুইদিন পরে শান্তি কমলার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেল। সে গিয়া দেখিল বাটী শূন্য; কমলা সে গৃহে নাই। পার্শ্বের বাড়ী হইতে জানিল, গত রাত্রিতে কমলা দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কোথায় গিয়াছে তাহা তাহাদিগকে বলিয়া যায় নাই। কমলার সহসা এরূপভাবে তাহাদিগকে কোনও খবর না দিয়া চলিয়া যাওয়াতে শান্তি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিল এবং বিমলকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। বিমলও শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কমলার দাসী আসিয়া শান্তির হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "কাল যাবার সময় মা-ঠাকুরুন্ আমার হাতে এই চিঠিখানি আপনাকে দিতে বলে গেছেন।" শান্তি চিঠিখানি লইয়া নিজ শয়নগৃহে অতিদ্রুত চলিয়া গেল; পত্র খুলিয়া দেখিল কমলা তাহাকেই পত্রখানি লিখিয়াছে। পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহার শুভ্র কপোল বাহিয়া অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল! অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া আবার সে পড়িতে লাগিল—

"চিরায়ুষ্মতীষু,

স্নেহের শান্তি, আজ আমি তোমাদের কোনও সংবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, বোধ করি, তোমরা কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে; কিন্তু তোমাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। আমার বিজয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার কথা বলিও। তাহার জন্যই আমি এ জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। তাহাকে তোমাদের হাতে দিয়া, আমার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে সুখে থাকুক্ ও সকলকে সুখী করুক্, এই আমার কামনা। তোমরাও তাহাকে চিরদিন কন্যা-স্নেহে প্রতিপালন কর।

"আমার ব্যবহারে তোমরা যে আশ্চর্য্য বোধ করেছিলে, জননী হইয়া সন্তানের শুভকার্য্যে যোগদান করে না,—এই সবের কারণ ও আমার প্রকৃত পরিচয় আজ তোমাদের দিব। জানি না, শুনিয়া আমার উপর তোমার ও তোমার স্বামীর মনের অবস্থা কিরূপ হইবে। আমার পিতার নাম তোমার স্বামীর অজ্ঞাত নয়; সেইজন্যই তাঁহার নাম তোমার নিকট পূর্ব্বে উল্লেখ করি নাই। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় কাশীরাম মিত্র। আমার পিত্রালয় নদীয়া জেলায় রামপুর গ্রামে। পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা দুই ভাই-বোন। শৈশবেই আমরা মাতৃহীন হই। শান্তি! আমার সুখের রশ্মি জীবনের প্রাতঃ-কাল হইতেই অস্তমিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে বড় হইতে লাগিলাম, বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। বনিয়াদী ঘর ও বংশ দেখিয়া অনেকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কন্যা দেখিয়া কাহারও পছন্দ হয় না। কেন? কি দেখিয়া আমাকে পছন্দ হয় না? আমার গুণ কেহ দেখিল না, দেখিল শুধু বাহিরের রূপ। আমার সে চাকচক্যময়, গৌরবর্ণ রং ছিল না, ছিল শুধু পিতার প্রচুর অর্থ ও আমার জীবনের প্রধান বৈরী শ্যামবর্ণ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সংসারে কাহারও বিবাহ আট্‌কায় না; আমারও বিবাহ হইয়া গেল। শিখিলাম বটে বিবাহ হইয়া গেল,